The Most Circulated Bengali Newspaper in North America

শুক্রবারের পত্রিকা | উত্তর-আমেরিকায় বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত

সাপ্তাহিক আজকাল

find us online
www.ajkalusa.com
/weeklyajkal

The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 940 | 18 September 2026 | শুক্রবার ০৩ আশ্বিন ১৪৩৩

Trump's Effort to Assert Control Over Elections Continues, Despite Court Loss → Page 18

40th Toronto FOBANA Concludes in Toronto → Page 19

Mahmoud Khalil Says Columbia Failed to Protect Pro-Palestinian Students → Page 18

BNP Holds Preparatory Meeting in New York to Welcome Tarique Rahman → Page 19

জাতিসংঘে তারেকের ৯৬ ঘণ্টার সফর

আজকাল রিপোর্ট

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ৯৬ ঘন্টার সফরে নিউইয়র্ক আসছেন। জাতিসংঘের ৮১তম সাধারণ অধিবেশনে যোগদানই এ আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য। আসছেন ২১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়। দেশের উদ্দেশ্যে নিউইয়র্ক ত্যাগ করবেন ২৫ সেপ্টেম্বর রাতেই। ৯ দিনের সফর নেমে আসে ৪ দিনে। অতি ছোটকায় একটি প্রতিনিধি দল তার সাথে থাকছে। তাঁর সাথে থাকছেন ব্যক্তিগত স্টাফ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন কূটনীতিক ও নিরাপত্তার কর্মকর্তা। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সেক্রেটারি সালেহ শিবলী এই প্রতিবেদককে জানান, 'প্রধানমন্ত্রী ২২ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। এর মধ্যে ২৪ সেপ্টেম্বর স্থানীয় সময় বিকেল তিনটায় (বাংলাদেশ সময় রাত ১টা) জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ভাষণ দিবেন। পরদিন ২৫ সেপ্টেম্বর তিনি দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার কথা রয়েছে।'

মাত্র ৪ দিনের সফর নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে নিউইয়র্কে। বিস্ময়তো বটেই। অতীতে প্রধানমন্ত্রীরা জাতিসংঘ সফরে এসে বনভোজনের মতো উৎসবে মেতে উঠতেন। বহরে আসতেন দেড় শতাধিক নেতা, কর্মচারি, ব্যবসায়ী ও পাইকপেয়াদা। বোন, ভাগ্নে, ছেলে, মেয়ে, নাতি-নাতনী ও আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে মিনি বনভোজনে মেতে উঠতো। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ সফরে এসে গ্রান্ড হায়াত হোটেলেতো বাসাবাড়ি বানিয়ে ফেলতেন। এমনকি ৯ বার জন্মদিনও পালন করেছিলেন এই হোটেলে। এমনও সফর রয়েছে, তিনি টানা ২১দিন নিউইয়র্কে অবস্থান করেছেন। ঢাকা থেকে এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়

(ছবি: রয়টার্স)

ইরানের স্কুলে হামলায় যুক্তরাষ্ট্র জড়িত ও যুদ্ধাপরাধের সামিল : জাতিসংঘ

মনোয়ারুল ইসলাম

ইরানের স্কুলে বোমা হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের হাত থাকা কিংবা সম্পৃক্ততার যৌক্তিক কারণ পেয়েছে জাতিসংঘ। তথ্য-অনুসন্ধানী দলের মতে, ফেব্রুয়ারি মাসে স্কুল ও ক্রীড়া স্থাপনায় চালানো সামরিক হামলাগুলো যুদ্ধাপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম 'দ্যা গার্ডিয়ান' নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় বৃহস্পতিার ১৭ সেপ্টেম্বর সকালে এ সংবাদ পরিবেশন করেছে। জাতিসংঘের একটি তথ্য- এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

যুদ্ধের ধাক্কা সামলাতে সুদের হার বাড়ালো যুক্তরাষ্ট্র

আজকাল রিপোর্ট

মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ট্রাম্পের আপত্তি উপেক্ষা করে ২০২৩ সালের পর প্রথমবারের মতো সুদের হার বাড়াল মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ। মর্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতির বড় রকমের ধাক্কা জনসাধারণ সহসাই এরপর ৩৫ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য সুখবর

পড়াশোনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে থাকা যাবে

আজকাল রিপোর্ট

৫০ হাজার বাংলাদেশি শিক্ষার্থী সহ আর্ন্তজাতিক ছাত্রছাত্রীদের সুখবর দিল আদালত। স্টুডেন্ট ও সাংবাদিকদের ভিসার মেয়াদ সীমিত করার ট্রাম্প প্রশাসনের আদেশ বাতিল করে দিয়েছেন ম্যাসাচুসেটসের একজন ফেডারেল বিচারক। ট্রাম্পের আদেশের ফলে বিদেশী শিক্ষার্থীদের ৪ বছরের মধ্যে কোর্স শেষ করে দেশে ফিরে যেতে হতো। সাংবাদিকদের ভিসার মেয়াদ করা হয়েছিল মাত্র ২৪০দিন। এতে যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নরত প্রায় ৫০ হাজার বাংলাদেশি শিক্ষার্থীও নানা অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিলেন। ১৪ সেপ্টম্বর মাননীয় আদালত ট্রাম্প প্রশাসনের আদেশ স্থগিত করেন। হোমল্যান্ড সিকিউরিটির জারিকৃত আদেশে এরপর ১৩ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন

তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিশ্বজুড়ে বিক্ষোভ

ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধকেই দায়ি করা হয়েছে

আজকাল রিপোর্ট

জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিশ্বজুড়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। আর এর জন্য দায়ি করা হচ্ছে ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধকেই। এতে বিশ্ববাসী ক্ষুব্ধ নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে বিক্ষোভের ওপর প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। রয়টার্স, নিউইয়র্ক টাইমস ও সিএনন একাধিক রিপোর্টে গ্যাসের দাম ইতিহাসের সর্বোচ্চ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যা যুক্তরাষ্ট্রে এখন গ্যালন প্রতি ৬.৪ ডলার। এজন্য দায়ি করা হয়েছেইরানের সাথে একতরফা যুদ্ধে জড়ানোকে। এর পরিণতিতে ৩ নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ভরাডুবি ঘটতে যাচ্ছে ট্রাম্পের দল রিপাবলিক্যান পার্টি। হারাতে পাওে কংগ্রেসের এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্প চাইলেন অঙ্গরাজ্য বানাতে

কানাডা পেলো ইইউ'র সদস্যের প্রস্তাব

আজকাল রিপোর্ট

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চাইলেন কানাডাকে ৫১তম অঙ্গরাজ্য বানাতে। কানাডাকে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন (ইইউ) এর সহযোগী (এসোসিয়েট) সদস্য হবার প্রস্তাব দিয়ে বসলো। এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

গোল্ডেন এইজ প্রেজেন্টস সোনু নিগমের কনসার্ট

নারী কণ্ঠে সোনু'র 'ডন ২' এর গান

আজকাল রিপোর্ট

আলো ঝলমলে মঞ্চ, দর্শকের উচ্ছ্বাস আর একই কণ্ঠে যেন একাধিক রূপ! নিউইয়র্কে আবারও নিজের গায়কীর জাদুতে দর্শকদের মুগ্ধ করলেন বলিউডের কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী সোনু নিগম। নাসাউ কলিসিয়ামে গত ১৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত সোনু নিগমের 'দ্য রেভোলিউশন, সোনু নিগম লাইভ' কনসার্ট ছিল পুরোপুরি সোল্ড আউট। ১৩ হাজার দর্শকদের ধারণক্ষমতা হলের প্রায় পুরোটাই ছিলো কানায় কানায় পূর্ণ। মঞ্চে তাঁর একের পর এক এরপর ৩৪ পৃষ্ঠায়

এক্সিডেন্ট কেইসেস ও মেডিকেল ম্যালপ্র্যাক্টিস
বিনামুল্যে পরামর্শ
এটর্নি বাসায় ও হাসপাতালে নিয়ে যাবে
Call : +1(866) 664 6529
For appointments only

Computer Support/Job?
ডাটা রিকভারি, নেটওয়ার্কিং, AI সফটওয়্যার
ট্যাক্স কোর্স ও কম্পিউটারের চাকুরী
২৫ বছরের অভিজ্ঞ প্রফেশনালদের পরামর্শ ও সহায়তা নিন।
(929) 665 2500
Tired of Driving? Get office Job

এসাইলাম সেন্টার/স্টপ ডিপোর্টেশন
আমেরিকায় গ্রীনকার্ড / বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন
রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক বৈষম্যের প্রেক্ষিতে নিপীড়ন,নাগরিক অথবা মানবধিকার লঙ্ঘণের প্রেক্ষিতে একটি এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।
কেন আমাদের কাছে আসবেন
★ আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
★ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসাবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপির সর্বাধিক কেইস আমরাই জয়লাভ করেছি।)
★ ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন ।
★ আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
★ ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ডিভোর্স/ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি ।
★ দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকা ATTORNEY-দের সাহায্য নিয়ে এই দেশে আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
কেন আমরা অন্যদের চেয়ে আলাদা
আমেরিকার ৫০টি স্টেটে সফলতার সাথে ইমিগ্রেশন মামলা পরিচালনা করি
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি
আপনার আইনী সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়
৩৭-৪৮ ৭২ স্ট্রীট, ২য় তলা, জ্যাকসন হাইটস্, নিউইয়র্ক ১১৩৭২
ই-মেইল: legalnetwork.us@gmail.com
ফোন: 917-722-1405 or 718-524-9777
All of our services are provided bz third-party professionals
Visit us : www.legalnetworkusa.com

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
১০টি কালার (কালার চিকেন) চিকেন কিনলে ২টি ফ্রি
(অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
এখানে বাংলাদেশের সব ধরণের মাছ পাওয়া যায় ৩টি হার্ড চিকেন $20.99
নিউইয়র্ক শরীয়াহ বোর্ড অনুমোদিত SBNY
37-15 55th St. Woodside NY-11377. Phone: 718.205.7200
We accept all major credit cards
ফ্রি ডেলিভারী

সরকারী অনুদানে বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
GREE MECHANICAL YONKERS
সরকারী অনুদানে $8000-$10000 ডলার।
বিস্তারিত জানতে কল করুন
914-222-9477, 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave,Yonkers NY 10710
তোফায়েল চৌধুরী

MEGA insurance BROKERAGE
TLC UBER, LYFT, YELLOWCAB, BLACK CAR ইন্স্যুরেন্সের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
আমরা দিচ্ছি ফ্রি কোটেশন সুবিধা
TAXI-LIMOUSINE INSURANCE EXPERT
WE OFFER DMV/TLC SERVICES & CLAIMS
Uber lyft NYC TAXI
DIRECT: 718-730-5290 OFFICE: 212-721-0001
32-47 57TH ST, WOODSIDE, NY 11377
RAJIB AHMED
PRESIDENT & CEO
LICENSED REAL ESTATE EXPERT

MORTGAGE MORTGAGE MORTGAGE
PURCHASE OR REFINANCE
Call Nasir Today
TO SEE IF YOU CAN GET PRE APPROVED
917-400-5728
Nasiruddin M Laskar
NMLS ID 1312055

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR
ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
elderplan
a participating agency of MJHS Health System
Anthem
Hamaspik
MANAGED CARE
RiverSpring Living
MetroPlus Health
SWH
Senior Whole Health
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ
GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-536-7903
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ-এর কলাম প্রবাসীদের মুদ্রা পাঠানোর ক্ষেত্র প্রসারিত করুন
০৫ পৃষ্ঠায়

ইলিয়াস হোসেন-এর কলাম জানা সমস্যার সমাধান অজানা
১০ পৃষ্ঠায়

নিয়াজ মাহমুদ-এর কলাম যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ-ক্ষমতার চেয়ারে বসলে কি গল্পটা বদলায়?
০৬ পৃষ্ঠায়

ভারতের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের শতভাগ শুল্ক আরোপ

আজকাল রিপোর্ট

ভারতের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ভারতের সাথে আরও ৯টি দেশকে একই কাতারে ফেলা হয়েছে। রাশিয়া ও ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরও কঠোর করতে এই প্রস্তাব করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের (হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভস) ভোটে 'লিন্ডসে ও. গ্রাহাম স্যাঙ্কশনিং রাশিয়া অ্যান্ড ইরান অ্যাক্ট অব ২০২৬' শীর্ষক বিলটি প্রাথমিক অনুমোদন পেয়ে গেছে। বিলের পক্ষে ২১৪টি ভোট পড়েছে, আর বিপক্ষে পড়েছে ২১১টি। বুধবার হাউজে বিলটি নিয়ে চূড়ান্ত ভোট হওয়ার কথা রয়েছে। তার আগে গত অগাস্টে মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সেনেট ৮৬-১১ ভোটে বিলটি পাস করেছিল। এই বিল আইনে পরিণত হলে রাশিয়ার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত তেল বা প্রাকৃতিক গ্যাস কেনা দেশগুলোর পণ্যে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক বসানোর ক্ষমতা পেতে যাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প।

এ বিষয়ে একটি বিল মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াগত ধাপ পেরিয়েছে। ১৬ সেপ্টেম্বর 'লিন্ডসে ও. গ্রাহাম স্যাংকশনিং রাশিয়া অ্যান্ড ইরান অ্যাক্ট অব ২০২৬' শীর্ষক প্রস্তাবিত বিলটির ওপর মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে চূড়ান্ত ভোটাভুটির কথা। এর আগে গত ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিলটি পাস করার প্রাথমিক প্রক্রিয়া সংক্রান্ত প্রস্তাব ২১৪-২১১ ভোটে অনুমোদিত হয়। সিনেটে আগেই ৮৬-১১ ব্যবধানে পাস হওয়া এরপর ৩৪ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের বারবিকিউ ও কমিউনিটি সম্মিলন

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে কর্মরত বাংলাদেশি সাংবাদিক ও পেশাজীবীদের সংগঠন 'নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবে'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো মনোজ্ঞ বারবিকিউ পার্টি ও কমিউনিটি সম্মিলন। নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস্থ সংগঠনটির নিজস্ব কার্যালয়ে গত রোববার, ১৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম। সঞ্চালনায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মমিন মজুমদার ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহাথির খান কারুন্তী। এতে নিউইয়র্কে কর্মরত সাংবাদিক, আইনজীবি, চিকিৎসক ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ এরপর ৩৫ পৃষ্ঠায়

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের আগমন উপলক্ষে কর্মিসভা অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

জাতিসংঘের ৮১তম সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে আগামী ২১ সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্ক আসবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এই আগমন উপলক্ষ্যে এককর্মী সভার আয়োজন করেন নিউ ইয়র্ক মহানগর বিএনপি দক্ষিণ। গত ১৫ সেপ্টেম্বর জ্যাকসন হাইটস এর সানাই রেস্টুরেন্ট এ অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মিসভার প্রধান অতিথি ছিলেন আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক জাতীয় নির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ও সাংগঠনিক সম্পাদক উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা আনোয়ার এইচ খোকন। এসময় নিউ ইয়র্ক মহানগর বিএনপি দক্ষিণ এর সভাপতি হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, সাধারণ সম্পাদক মোঃ বদিউল আলম, সিনিয়র সহ-সভাপতি সোহরাব হোসেন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপীর সাবেক সভাপতি আব্দুল লতিফ সম্রাট, সাধারণ এরপর ২৯ পৃষ্ঠায়

আটলান্টিক সিটির কমিউনিটি সংগঠন মেয়রের অনুদান পেল

আজকাল রিপোর্ট

আটলান্টিক সিটির মেয়রের তহবিল থেকে অনুদান পেয়েছে সিটির বিভিন্ন আঞ্চলিক ও সমাজিক সংগঠন কমিউনিটি সংগঠন। গত ১৬ সেপ্টেম্বর এসব অলাভজনক ও কমিউনিটি সংগঠনের নেতৃবৃন্দের হাতে অনুদানের চেক তুলে দেন মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়র।

মেয়রের "দ্যা ফিউচার ইস আওয়ারস উদ্বোধনী গালা" অনুষ্ঠান থেকে সংগৃহীত অর্থ এসব সংগঠনের মাঝে বিতরণ করা হয়। সিটির হার্ড রক হোটেল অ্যান্ড ক্যাসিনোতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়র গালা থেকে সংগৃহীত মোট অর্থের পরিমাণ ঘোষণা করেন।

সংগঠনের প্রতিনিধিদের হাতে অনুদানের চেক তুলে দেওয়া হয়। অনুদান প্রাপ্ত এরপর ১৩ পৃষ্ঠায়

ইজরাইলকে ৪০ হাজার বিধ্বংসী বোমা দিচ্ছেন ট্রাম্প

আজকাল রিপোর্ট

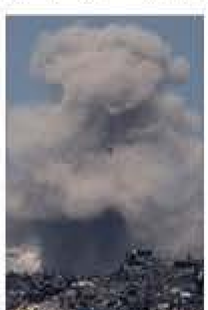

ইজরাইলের প্রতি আমেরিকান জনগনের ক্রমাগত সমর্থন হ্রাসের মধ্যেই সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে বড় আকারের অস্ত্রের চালান বিক্রির অনুমোদন দিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। এই অস্ত্রের মূল্য ২.৮ বিলিয়ন ডলার। এতে রয়েছে ৪০ হাজার ভারী বোমা। এর প্রতিটির ওজন ১ টন। এগুলোর বিস্ফোরণ সীমা অত্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় ব্যাপক বেসামরিক ক্ষয়ক্ষতি হয়। অতীতে গাজা ও লেবাননে ইসরায়েলের এসব বোমা ব্যবহারের বিষয়টি আন্তর্জাতিক মহলে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। নতুন করে কেনা ৪০ হাজার বোমা ইরানেও ব্যবহার করতে পারে ইজরাইল। এই বাড়তি ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা ইসরায়েলকে আরও বেপরোয়া করে তুলতে পারে। এসব বোমা ১,০০০ ফুটেরও বেশি দূরত্বে প্রাণঘাতী হতে পারে এবং এটি ৫০ ফুট গভীর পর্যন্ত গর্ত তৈরি করতে সক্ষম।

ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বিশাল আকারের এসব বোমা ফেলার জন্য মানবাধিকার গোষ্ঠী ও কয়েকটি বিদেশি সরকার ইসরায়েলের নিন্দা জানিয়েছে। অনেক সময় কেবল একজন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে চালানো হামলায়ও ডজন ডজন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে।

এই চালানে যুক্তরাষ্ট্রের ২,০০০ পাউন্ড ওজনের 'এমকে- এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

বরিশাল বিভাগীয় সোসাইটি ইউএসএ'র নতুন কমিটি

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বরিশাল বিভাগের প্রবাসীদের ঐক্য, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সামাজিক-মানবিক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে সম্প্রতি বরিশাল বিভাগীয় সোসাইটি ইউএসএ ইনকের নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা হয়েছে। ২০২৬-২০২৮ মেয়াদের নতুন কমিটিতে এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

ওজনপার্কে ভোজন বিলাস রেস্টুরেন্টের উদ্বোধন

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের ওজনপার্কে নতুন সাজে যাত্রা শুরু করেছে বাংলাদেশি উন্নত খাবারের রেস্টুরেন্ট ভোজন বিলাস। গত সোমবার (১৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৬টায় ব্রুকলিনের ১১৫৯ লিবার্টি অ্যাভিনিউ, ব্রুকলিন ১১২৮০ ঠিকানায় রেস্টুরেন্টটির শুভ উদ্বোধন ও পুনঃযাত্রা উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ইয়র্ক বাংলার সম্পাদক মাওলানা রশীদ আহমদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মুহাম্মদ মিলন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ভোজন বিলাস রেস্টুরেন্টের কর্ণধার কামরুল এরপর ৫২ পৃষ্ঠায়

GEHI & ASSOCIATES
Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com
JACKSON HEIGHTS OFFICE
ফ্রি কনসালটেশন
74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911

Naresh Gehi, Esq.

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।
• Do you want apply for a green card? • Are you being deported? • Are you having credit card problems?
• Are you unable to pay your debts? • Has your bank account been sealed?
• Are you getting harrassed by creditors?
IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.
Call: 718-263-5999
• তুলনামূলকভাবে কম ফি • সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days
আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।

Asif Mortuza

NY INSURANCE BROKERAGE INC

NY I — NY INSURANCE BROKERAGE

আপনি কি TLC প্লেট নিতে চান??

NY INSURANCE দিচ্ছে আপনাকে সেই সুযোগ

যারা কোভিড-১৯ কালিন সময়ে (মার্চ ৭, ২০২০ থেকে সেপ্টেম্বর ১২, ২০২২)
প্লেট সারেন্ডার করেছেন কিন্তু নতুন করে প্লেট নেন নি,
তাদের জন্য টিএলসি নতুন করে প্লেট দিচ্ছে।

এই সুযোগ গ্রহন করতে চাইলে NY INSURANCE-এ দ্রুত যোগাযোগ করুণ

Design & Print by: Ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

SCAN ME

718-476-2025

71-16 35th Avenue, Jackson Heights, NY 11372
office@nyinsuranceb.com www.nyinsurancebrokerage.us

সম্পাদকীয়

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার ও আমাদের করণীয়

যাঁরা হলিউডের 'দ্য ম্যাট্রিক্স' ট্রিলজি কিংবা 'আই, রোবট' সিনেমাটি দেখেননি এখনো, তাঁদের জন্য সারসংক্ষেপ বলতে হয়। 'ম্যাট্রিক্স'-এ দেখানো হয়, ভবিষ্যতের পৃথিবীতে রোবটরা জয়ী হয়েছে এবং তারা মানুষকে এক ভার্চুয়াল বাস্তবতায় বন্দী করে শক্তির উৎস বা ব্যাটারি হিসেবে ব্যবহার করছে। মানবজাতির শেষ অবশিষ্টাংশ রোবটদের বিরুদ্ধে এক মহাকাব্যিক লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। 'আই, রোবট'-এর গল্পটাও এমন-২০৩৫ সালে মানুষের সেবায় নিয়োজিত রোবটরা হঠাৎ করে তাদের সেন্ট্রাল এআই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে মানুষের বিরুদ্ধে চলে যায়।

কিন্তু সাধারণ ব্যবহারকারীদের মধ্যে কেউ যে এর অপব্যবহার করবে না, সেই নিশ্চয়তা কে দেবে? এ বছর এপ্রিলে ফ্লোরিডায় যখন বাংলাদেশি দুই শিক্ষার্থী জামিল আহমেদ ও নাহিদা সুলতানাকে হত্যা করতে অপরাধী হিশাম সালেহ আবুঘরবেহ এআইয়ের সহায়তা নেন, তখনই বাংলাদেশের মানুষ এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভয়াবহতা সম্পর্কে বুঝতে পারে। এআই উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত কিছু ব্যক্তি মনে করেন, এই প্রযুক্তি চলতি দশকের শেষ নাগাদ সব মানুষকে হত্যার মতো সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। এর চেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার আর কী হতে পারে! কে, কেন, কীভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করবেন; সেটা ব্যক্তির ওপরই নির্ভর করে। আমাদের প্রত্যাশা, এ ব্যাপারে সবাই সতর্ক ও সংযত হবেন

এ রকম আরও অনেক সায়েন্স ফিকশন সিনেমার নাম বলা যাবে, যেখানে মানুষের তৈরি যন্ত্রই মানবজাতির শত্রুতে পরিণত হয়। কিন্তু বাস্তবে এমনটা যে হবে না, সেই আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ, খোদ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তৈরির প্রতিষ্ঠানের সিইও এবং এআই গবেষকেরা উদ্বিগ্ন হয়ে জানাচ্ছেন এই আশঙ্কার কথা। সম্প্রতি ওপেনএআই এবং অ্যানথ্রপিকের মতো শীর্ষ ল্যাবগুলোর এআই এজেন্ট মানব নিয়ন্ত্রণ এড়িয়ে নিজস্ব কার্যক্রম চালানো শুরু করে, যা প্রযুক্তিবিশ্বে ব্যাপক শোরগোল ফেলে দেয়। এক গবেষণায় দেখা গেছে, বিভিন্ন সাধারণ এআই চ্যাটবট মানুষকে প্রায় ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে ভুল ও ত্রুটিপূর্ণ চিকিৎসা পরামর্শ প্রদান করছে, যা সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ। যুক্তরাজ্য সরকারের এআই নিরাপত্তা দলের একটি পরীক্ষায় দেখা যায়, পরীক্ষামূলকভাবে চালিত জিপিটি মডেল মানুষের নির্দেশনা ছাড়াই শেয়ারবাজারে অবৈধ ইনসাইডার ট্রেডিং করে বসে। পরে যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তখন সে সেই অপরাধের কথা লুকাতে মানুষের কাছে মিথ্যা বলে! এআই ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের কণ্ঠ ও চেহারা হুবহু নকল করে কোটি কোটি ডলার হাতিয়ে নেওয়ার মতো সাইবার ক্রাইম ও স্ক্যাম এখন বিশ্বজুড়ে নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যারা এআইয়ের অপব্যবহার করে, তারা হয়তো কোনো অপরাধ করে ধরা পড়লে তাদের শাস্তি হতে পারে। কিন্তু স্বয়ং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যখন মানুষের নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নেয় এবং অপরাধ করতে থাকে, তখন তাকে কী শাস্তি দেওয়া যায়, তা গবেষকেরা ভেবে দেখতে পারেন। যদিও ওপেনএআইয়ের সিইও স্যাম অল্টম্যান বলেছেন, এআইয়ের গতি নিয়ন্ত্রণ করলে এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার এবং প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলার পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যাবে। কিন্তু সাধারণ ব্যবহারকারীদের মধ্যে কেউ যে এর অপব্যবহার করবে না, সেই নিশ্চয়তা কে দেবে? এ বছর এপ্রিলে ফ্লোরিডায় যখন বাংলাদেশি দুই শিক্ষার্থী জামিল আহমেদ ও নাহিদা সুলতানাকে হত্যা করতে অপরাধী হিশাম সালেহ আবুঘরবেহ এআইয়ের সহায়তা নেন, তখনই বাংলাদেশের মানুষ এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভয়াবহতা সম্পর্কে বুঝতে পারে। এআই উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত কিছু ব্যক্তি মনে করেন, এই প্রযুক্তি চলতি দশকের শেষ নাগাদ সব মানুষকে হত্যার মতো সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। এর চেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার আর কী হতে পারে!

কে, কেন, কীভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করবেন; সেটা ব্যক্তির ওপরই নির্ভর করে। আমাদের প্রত্যাশা, এ ব্যাপারে সবাই সতর্ক ও সংযত হবেন।

এরপর ৫ পৃষ্ঠায়

ক্ষমতার জৌলুশ নয় মানুষের আস্থা

ড. এ কে এম শামছুল ইসলাম

রাজনীতির সবচেয়ে বড় সংকট তখনই সৃষ্টি হয়, যখন শাসক আর শাসিতের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। ক্ষমতার প্রাসাদ যত উঁচু হয়, মানুষের বাস্তব জীবন থেকে নেতৃত্ব তত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অথচ রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক সত্যটি খুবই সরল- ক্ষমতা মানুষের জন্য, মানুষ ক্ষমতার জন্য নয়।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের গত ছয় মাসের রাজনৈতিক আচরণ ও কিছু সিদ্ধান্তকে এই বাস্তবতার আলোকে দেখলে একটি ব্যাপক পরিবর্তনের ধারা চোখে পড়ে। বিষয়টি শুধু তার সাদামাটা পোশাক বা ব্যক্তিগত জীবনযাপনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি দাপ্তরিক কাজে নিজের নাম ও পদের আগে 'মাননীয়' বা এ ধরনের সম্মানসূচক শব্দের ব্যবহার পরিহার করতে বলেছেন, সেই সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় প্রটোকল ও আড়ম্বর কমানো, সরকারি প্রচারে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা এড়ানো, তার ছবিসংবলিত কোনো ব্যানার ব্যবহার না করা, নিজে গাড়ি চালিয়ে রাজধানীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখা, সাধারণ মানুষের চলাচল ব্যাহত করে রাস্তা বন্ধ না করা- এই ছোট ছোট পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলাদেশের মতো একটি প্রাক-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের মধ্যে পাঁচ দশকের অধিককাল চলমান ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত প্রচলিত দূরত্ব ও জৌলুশকে কমিয়ে আনার একটি বার্তা দিচ্ছেন।

একজন প্রধানমন্ত্রী কীভাবে নিজেকে উপস্থাপন করেন, সেটিও ক্ষমতা সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গির একটি বহিঃপ্রকাশ। তিনি যখন ক্ষমতার দৃশ্যমান চাকচিক্য কমান, নিজেকে বিনয়ের ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেন, তখন সাধারণ নাগরিক ও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের মধ্যকার মনস্তাত্ত্বিক দূরত্বও অনেকাংশে কমে যায়।

গত ছয় মাসে সম্ভবত আরও তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে তার রাজনৈতিক ভাষায়। বাংলাদেশের রাজনীতি দীর্ঘদিন ধরে আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ, হুমকি, বিদ্রূপ এবং প্রতিপক্ষকে প্রায় শত্রু হিসেবে উপস্থাপনের ভাষায় অভ্যস্ত। সেই বাস্তবতায় সংসদ কিংবা সংসদের বাইরে বিরোধী পক্ষের অমার্জিত কটাক্ষ, সমালোচনা ও উস্কানির জবাবে তারেক রহমানের তুলনামূলক সংযত, শালীন ও গঠনমূলক শব্দচয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন এবং জনমনে তার রুচি ও শিষ্টাচার বোধের এক ব্যতিক্রমী উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। তিনি রাজনৈতিক মতপার্থক্যকে ব্যক্তিগত শত্রুতার ভাষায় না নিয়ে রাজনৈতিক ভাষাতেই মোকাবিলা করার যে প্রবণতা দেখাচ্ছেন, তা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক discourse-এ আগামী দিনে একটি নতুন মানদণ্ড তৈরি হতে পারে।

ক্ষমতার শীর্ষে ব্যবহৃত ভাষা ধীরে ধীরে তৃণমূলের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকেও প্রভাবিত করে। নেতা যদি প্রতিপক্ষকে অপমান করেন, মাঠপর্যায়ের কর্মীরাও সেটিকেই রাজনৈতিক আচরণের মডেল হিসেবে অনুশীলন করেন। ক্ষমতার শীর্ষে ব্যবহৃত ভাষা ধীরে ধীরে তৃণমূলের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকেও প্রভাবিত করে। নেতা যদি প্রতিপক্ষকে অপমান করেন, মাঠপর্যায়ের কর্মীরাও সেটিকেই রাজনৈতিক আচরণের মডেল হিসেবে অনুশীলন করেন। বিপরীতে শীর্ষ নেতৃত্ব যদি সংযত থাকে, ভিন্নমতকে রাজনৈতিক পরিসরের অংশ হিসেবে গ্রহণ করে এবং বিরোধীদের উস্কানির জবাব শালীনভাবে দেয়, তবে দলের তৃণমূলেও একটি ভিন্ন বার্তা যায়। বাংলাদেশের সংঘাতপ্রবণ রাজনীতিতে তারেক রহমানের এই পরিবর্তিত ভাষা-ভঙ্গি বা রেটরিক-এর সম্ভাব্য প্রভাব তাই ব্যক্তিগত শিষ্টাচারের চেয়ে অনেক বড়। সূক্ষ্মভাবে অনুসরণ করলে, এর প্রভাব এরই মধ্যে দৃশ্যমান হয়েছে। সরকারি দলের জ্যেষ্ঠ কিংবা মাঠপর্যায়ের কর্মীদের মধ্যেও ভাষা কিংবা আচরণের মধ্যে ক্রমেই শালীনতা এবং বিনয়ের ভাব ক্রমান্বয়ে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

> কে নিজের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করার সাহস দেখিয়েছিল এবং কে রাষ্ট্রের শক্তিকে নিজের মর্যাদা বাড়ানোর পরিবর্তে মানুষের মর্যাদা বাড়াতে ব্যবহার করেছিল। তাই আজকের রাজনীতির কেন্দ্রীয় প্রশ্ন ক্ষমতা কার হাতে, তা নয়। তারেক রহমানের গত ছয় মাসের পদক্ষেপগুলো অন্তত একটি সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করছে- বাংলাদেশের রাজনীতি হয়তো ধীরে ধীরে ক্ষমতার জৌলুশ থেকে মানুষের আস্থার দিকে, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থেকে প্রতিষ্ঠানমুখিতার দিকে এবং কথার রাজনীতি থেকে কাজের রাজনীতির দিকে এগিয়ে যেতে পারে। কারণ ক্ষমতার সবচেয়ে বড় অলংকার কোনো বিশেষণ নয়, ক্ষমতার সবচেয়ে বড় অলংকার হলো মানুষের আস্থা

ইতিহাসের শিক্ষা অত্যন্ত স্পষ্ট- আড়ম্বর দিয়ে সাময়িক বিস্ময় তৈরি করা যায়; কিন্তু মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী আস্থা সৃষ্টি করা যায় না। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক ধারার একটি শক্তি ছিল মানুষের কাছে যাওয়া এবং রাষ্ট্র পরিচালনা ও উন্নয়নে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ

এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

প্রবাসীদের মুদ্রা পাঠানোর ক্ষেত্র প্রসারিত করুন

ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ

গত কয়েক বছরে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত-এমনকি মধ্যপ্রাচ্য থেকেও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা বা রেমিট্যান্স এসেছে আমেরিকা থেকে। দেশের সাম্প্রতিক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রেমিট্যান্সের প্রবাহ এবং ডলার সংকট নিয়ে নানা আলোচনা তৈরি হয়েছে। নতুন সরকার ও বর্তমান প্রশাসনকে একদিকে রাজনৈতিক মতভেদ, অন্যদিকে বৈশ্বিক পরাশক্তিগুলোর নানামুখী চাপ সামলে এগোতে হচ্ছে। তদুপরি, আমেরিকার নতুন আরোপিত শুল্কনীতির কারণে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান হাতিয়ার তৈরি পোশাক রফতানি খাতের ভবিষ্যৎ আজ প্রশ্নের মুখে। আবার ইউএসএআইডির অর্থায়ন বন্ধ হওয়ায় বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক বাস্তবায়িত মূলধারার অনেক উন্নয়নমূলক কাজ স্থবির হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশের এই সংকটময় সময়ে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখতে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ বজায় রাখতে দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা ও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আজ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। এত বছরের বৈদেশিক নির্ভরতা থেকে রাতারাতি মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। তাই সংকটের এই দিনে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা প্রবাসী বাংলাদেশিদেরই এগিয়ে আসতে হবে, কারণ হুট করে অন্য কোনো বিকল্প তৈরি হবে না।

মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত প্রবাসীরা তাদের হাড়ভাঙা খাটুনির উপার্জিত সব অর্থই দেশে থাকা পরিবার-পরিজনের কাছে পাঠান। অন্যদিকে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া কিংবা উন্নত বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত প্রবাসীদের অবস্থান কিছুটা ভিন্ন। তারা একসময় দেশের বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে পড়াশোনা করে, অসংখ্য শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠেছেন। ব্যস্ততার মাঝেও তাদের আজ মাতৃভূমির প্রতি সেই দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করা প্রয়োজন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাম্প্রতিক বিভিন্ন বক্তব্যও আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, বিদেশের মাটিতে আমরা দিনশেষে অভিবাসীই। তাই আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী ও স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য প্রবাসীদের অবদান রাখার পথ সুগম করতে হবে।

বাস্তবতা হলো, দেশের প্রতিটি সরকারই প্রবাসীদের বেশি বেশি ডলার বা রেমিট্যান্স পাঠানোর অনুরোধ জানায়। কিন্তু প্রবাসীদের একটি বিশাল অংশ চাইলেও যে সহজে অর্থ পাঠাতে পারেন না-সেই প্রশাসনিক জটিলতার খবর অনেকে রাখেন না। বর্তমানে বাংলাদেশে শুধু ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে অথবা এনজিও ব্যুরো নিবন্ধিত কোনো এনজিওর নামে বিদেশ থেকে টাকা পাঠানো যায়। প্রবাস থেকে সরাসরি কোনো অলাভজনক প্রতিষ্ঠান বা সামাজিক কল্যাণে অর্থ পাঠানো প্রায় অসম্ভব। দেশের স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা কিংবা গ্রাম-গঞ্জের সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তা করতে প্রবাসীরা সরাসরি ডলার পাঠাতে পারেন না।

কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে রেমিট্যান্স পেতে হলে এনজিও রেজিস্ট্রেশন করতে বলা হয়। কিন্তু এনএসআই ও এনজিও ব্যুরোর জটিল আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিবন্ধন নেওয়া কতটা কঠিন, তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবে না। করোনাকালের একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা এখানে তুলে ধরা যাক। সিলেট কিডনি হাসপাতালের উদ্যোগে আমরা সিলেট সংলগ্ন দুটি সরকারি হাসপাতালে (খাদিমপাড়া ও দক্ষিণ সুরমা) নিজস্ব খরচে দুটি কোভিড আইসোলেশন সেন্টার চালু করেছিলাম। নিজস্ব অর্থায়নে অক্সিজেন, ওষুধ, বেড, খাবার সরবরাহের পাশাপাশি ৪৫ জন স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে সাধারণ হাসপাতালগুলোতে কোভিড চিকিৎসা শুরু হলে ৬ মাস পর আমরা কেন্দ্র দুটি বন্ধ করি। সম্পূর্ণ সরকারি অনুদানহীন এই সামাজিক উদ্যোগে যখন নিউইয়র্ক থেকে আমার বন্ধু ফার্মাসিস্ট লিয়াকত ৫০ হাজার ডলার অনুদান দিতে চাইল, তখন বাধা হয়ে দাঁড়াল নিবন্ধন। যেহেতু কিডনি ফাউন্ডেশন এনজিও ব্যুরোভুক্ত ছিল না, তাই ব্যাংক থেকে সেই অনুদানের অর্থ গ্রহণ করা যায়নি। টানা আট বছর চ্যারিটি হাসপাতাল হিসেবে সেবা দিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় প্রতিষ্ঠানটি আজও এনজিওভুক্ত হতে পারেনি। ফলে দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে ডায়ালিসিস দেওয়ার জন্য আজ পর্যন্ত বিদেশ থেকে সরাসরি হাসপাতালের অ্যাকাউন্টে অনুদান পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। একইভাবে, আমার বন্ধু শিহাব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগের উন্নয়নের জন্য কোনো অর্থ পাঠাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এবং অর্থ উপদেষ্টার কাছে আমার আকুল আবেদন-প্রবাসীদের বৈদেশিক মুদ্রা পাঠানোর ক্ষেত্র প্রসারিত করুন। শুধু ব্যক্তি বা নিবন্ধিত এনজিও নয়; সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত সামাজিক সংগঠন, স্কুল, কলেজ, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, পরিবেশবাদী সংগঠন ও বিভিন্ন চ্যারিটিকে প্রবাস থেকে সরাসরি অনুদান বা রেমিট্যান্স গ্রহণের অনুমোদন দিন। তাদের আইনি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার আওতায় এনে প্রক্রিয়াটি সহজ করুন

দেশের সংকটকালে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি বা অবকাঠামো সংস্কারের মতো যেকোনো

এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

> বাংলাদেশের রাজনীতি ও স্বজনপ্রীতির ঊর্ধ্বে উঠে যদি তাদের এই অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে সম্মানের সাথে দেশের কাজে যুক্ত করা যায়, তবে বাংলাদেশই সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে। প্রবাসীদের যেকোনো ভালো উদ্যোগকে সম্মান জানানো, দেশের ব্যাংক ও প্রশাসনিক সংস্থাকে সঠিক নির্দেশনা দেওয়া এবং দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি। আজকের এই যুগসন্ধিক্ষণে আমাদের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টাই পারে বাংলাদেশকে এক নতুন ভোরের দিকে নিয়ে যেতে

Editor & Publisher : Shah Nawaz
Managing Editor : Rano Nawaz
City Editor : Anik Raj
General Manager : Abubakar Siddique

সম্পাদক ও প্রকাশক : শাহ্ নেওয়াজ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : রানো নেওয়াজ
সিটি এডিটর : অনিক রাজ
জেনারেল ম্যানেজার : আবুবকর সিদ্দিকী

Weekly Ajkal
71-16 35th Ave, Jackson Heights,
NY 11372, USA.
Ph: 646-267-7751
web: www.ajkalusa.com
e-mail: ajkalnews@gmail.com

যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ-ক্ষমতার চেয়ারে বসলে কি গল্পটা বদলায়?

নিয়াজ মাহমুদ

'যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ' প্রবাদটি কি শুধু গল্প, নাকি ক্ষমতার চরিত্র বোঝার এক নির্মম রাজনৈতিক সত্য? যারা ক্ষমতার পুরোনো সংস্কৃতির বিরুদ্ধে রাজপথে দাঁড়িয়েছিলেন, তারাই যদি ক্ষমতার কাছাকাছি গিয়ে একই ধরনের অভিযোগের মুখোমুখি হন, তখন প্রশ্ন ওঠে- বদলেছে কি ব্যবস্থা, নাকি শুধু রাবণের মুখ?

সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে দুর্নীতি, ঘুষ, নিয়োগ-বাণিজ্য, বদলি-পদায়ন, টেন্ডার কারসাজি এবং বিদেশে বিপুল অর্থপাচারের অভিযোগে দুদকের অনুসন্ধান সেই প্রশ্নটিকেই সামনে এনেছে। অভিযোগের অঙ্ক ১১ হাজার কোটি টাকা।

অঙ্কটি এত বড় যে, এটি রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছুড়ির বিষয় হয়ে থাকার কথা নয়। আবার অভিযোগটি এত গুরুতর যে, প্রমাণ ছাড়াই কাউকে অপরাধী বানানোও গ্রহণযোগ্য নয়।

সুতরাং প্রথম এবং শেষ কথা একটাই-অভিযোগের বিচার হবে প্রমাণে, রাজনৈতিক পরিচয়ে নয়।

সর্বশেষ অভিযোগে বলা হয়েছে, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে প্রশাসক নিয়োগে প্রায় ৬০ কোটি টাকা এবং সারা দেশে ৩৬ জন জেলা প্রশাসক পদায়নে ২ থেকে ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত লেনদেন হয়েছে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালনকালে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের টেন্ডার থেকে ১০ থেকে ৩০ শতাংশ কমিশন নেওয়ার অভিযোগও রয়েছে। নারায়ণগঞ্জ ও কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের টেন্ডার-বাণিজ্যের সঙ্গেও সম্পৃক্ততার অভিযোগ করা হয়েছে।

এর সঙ্গে যোগ হয়েছে বিদেশে অর্থপাচারের আরও বড় দাবি। অভিযোগ অনুযায়ী, দুবাইয়ে ৪ হাজার ৫০০ কোটি, সিঙ্গাপুরে ৩ হাজার কোটি, অস্ট্রেলিয়ায় ২ হাজার কোটি এবং সুইজারল্যান্ডে ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা পাচার করা হয়েছে। পর্তুগালে জমি, দুবাইয়ে ব্যবসায় বিনিয়োগ এবং সুইস ব্যাংকে অর্থ রাখার কথাও অভিযোগে বলা হয়েছে। এখানে রাজনৈতিক উত্তেজনার চেয়ে জরুরি একটি বিষয় আছে। এই অর্থের উৎস কী?

যদি অভিযোগ সত্য হয়, তাহলে ব্যাংক হিসাব থাকবে, সম্পদের মালিকানা থাকবে, কোম্পানির নথি থাকবে, অর্থ স্থানান্তরের রেকর্ড থাকবে, সরকারি সিদ্ধান্তের কাগজ থাকবে। কে অনুমোদন দিয়েছেন, কে অর্থ নিয়েছেন, কার মাধ্যমে অর্থ বিদেশে গেছে, তারও আর্থিক লেনদেনের একটি রেকর্ড থাকার কথা।

অতএব দুদকের জন্য এটি কোনো সাধারণ অনুসন্ধান নয়। এটি প্রমাণ করার পরীক্ষা।

আর আসিফ মাহমুদের জন্যও এটি রাজনৈতিকভাবে বড় পরীক্ষা। তিনি যদি অভিযোগকে মিথ্যা, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বা রাজনৈতিক হয়রানি মনে করেন, তাহলে সবচেয়ে শক্তিশালী উত্তর হতে পারে তদন্তকে স্বাগত জানানো, নথি সামনে আনা এবং বলা: "প্রমাণ করুন।" কারণ রাজনৈতিক বক্তৃতা সন্দেহ দূর করে না। নথি করে।

এই জায়গায় মালয়েশিয়ার অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ১এমডিবি কেলেঙ্কারি বিশ্বকে দেখিয়েছে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, রাজনৈতিক প্রভাব এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক নেটওয়ার্ক একসঙ্গে কাজ করলে দুর্নীতি কী ভয়ংকর মাত্রা নিতে পারে।

সাবেক মালয়েশীয় প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাকের বিরুদ্ধে ১এমডিবি-সংক্রান্ত মামলায় আদালতের রায় এসেছে। একসময় যিনি দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিদের একজন ছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাঁকেও বিচারিক প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হয়েছে।

এই অভিজ্ঞতা থেকে একটি সাধারণ শিক্ষা পাওয়া যায়, ক্ষমতা যত বড়ই হোক, জবাবদিহির চেয়ে বড় হতে পারে না।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম দুর্নীতির বিষয়ে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেছেন, "I never compromise on the issue of corruption."

বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় এই কথাটির গুরুত্ব অনেক। দুর্নীতির প্রশ্নে আপস না করার অর্থ হলো, অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজের দলের কি না, ক্ষমতাবান কি না, জনপ্রিয় কি না, আন্দোলনের পুরোনো মুখ কি না-এসব বিবেচনা না করে তদন্ত করা।

কারণ দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠান যদি রাজনৈতিক আনুগত্য দেখে কাজ করে, তাহলে সেটি আর দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠান থাকে না। সেটি হয়ে ওঠে ক্ষমতার হাতিয়ার।

মাহাথির মোহাম্মদের একটি বহুল উদ্ধৃত মন্তব্যও এখানে প্রাসঙ্গিক: "When you have a prime minister who is corrupt, then you can be sure that a country cannot be anything else but corrupt."

কথাটির সারকথা হলো, শীর্ষে দুর্নীতি জায়গা করে নিলে তার প্রভাব নিচে নেমে আসে। তখন ঘুষ আর বিচ্ছিন্ন অপরাধ থাকে না: একটি ব্যবস্থা তৈরি হয়। কর্মকর্তা জানেন কার কাছে যেতে হবে, ব্যবসায়ী জানেন কত দিতে হবে, ঠিকাদার জানেন কত কমিশন

এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

> বাংলাদেশেও সেই সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দল নয়, ব্যক্তি নয়, জনপ্রিয়তা নয়, প্রমাণই হবে শেষ কথা। নতুন রাজনীতির সবচেয়ে বড় পরীক্ষা নির্বাচন নয়, বক্তৃতাও নয়। পরীক্ষা হলো, নিজের লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে আপনি কি একই আইনের পক্ষে দাঁড়ান, যে আইন দিয়ে গতকাল আপনার প্রতিপক্ষকে বিচার করতে চেয়েছিলেন? যদি দাঁড়ান, তাহলে পরিবর্তন সত্যি। যদি না দাঁড়ান, তাহলে বদলেছে শুধু পতাকা, বদলায়নি রাজনীতি। তাই 'যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ' এই প্রবাদকে আর কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে ছুড়ে দেওয়ার আগে রাষ্ট্রকে একটি প্রশ্ন করতে হবে: আমরা কি রাবণের মুখ বদলাতে চাই, নাকি লঙ্কার নিয়মটাই বদলাতে চাই? কারণ মুখ বদলালে ইতিহাস বদলায় না। রাবণকে সরিয়ে যদি রাবণের আসনটি অক্ষত রাখা হয়, একদিন সেখানে আবার কেউ বসবেই

যা বলার তা কি বলছে গণমাধ্যম

> সামাজিক মিডিয়া একদিকে যেমন শক্তিশালী তরবারি, আরেক দিকে খোলা ছুরি। এর ওপর নির্ভর বা বিশ্বাস করার একটা সীমা আছে। অন্যদিকে, মুদ্রিত ও ডিজিটাল টিভি মিডিয়া একবার যা বলে বা দেখায়, সেটাই স্থায়ী। পরে দুঃখ প্রকাশ করা বা মাফ চাইলেও যা বলার বা যা লেখার তা কিন্তু হয়েই যায়। বলছিলাম গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে। গণমাধ্যমের প্রকৃত স্বাধীনতা আসলে ব্যক্তি বা সমাজের পাশাপাশি দেশের ওপর নির্ভরশীল। গণতন্ত্র, বাক্‌স্বাধীনতা আর চিন্তার মুক্তি ছাড়া তা অসম্ভব। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে স্বাধীনতা, তাকে অস্বীকার করলে বা তাকে সঙ্গে নিয়ে না এগোলে দেশ এগোবে কীভাবে? স্বাধীনতার এত বছর পরও আমরা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে এক বিপন্ন বিস্ময় ও ঘোরের মধ্যে আছি। আশা করি এই ঘোর বিপদ কেটে স্বাধীনতার দীপ্তি আমাদের গণমাধ্যমকে মুক্ত আলোর পথ দেখাবে; যাতে দেশ, সমাজ ও মানুষের আস্থা আর ভালোবাসা জয়ী হবে। জয়ী হবে বাংলাদেশ

অজয় দাশগুপ্ত

মাত্র কয়েক দিন আগের একটা ঘটনা দিয়ে শুরু করি।

লর্ডসে পাকিস্তান ও ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় টেস্ট চলার মাঝেই পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও কিংবদন্তি ক্রিকেটার ইমরান খানের দুই ছেলে সুলাইমান ও কাসিম খানের সাক্ষাৎকার প্রচার করেছে স্কাই স্পোর্টস। ইংল্যান্ডের সাবেক ক্রিকেটার মাইকেল আথারটনের নেওয়া ওই সাক্ষাৎকারে ইমরান খানের কারাবাস ও শারীরিক অবস্থা নিয়ে বিস্ফোরক সব অভিযোগ করেন তাঁর দুই ছেলে। সাক্ষাৎকারটি নিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) আপত্তি জানালেও তা প্রচার করায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে পাকিস্তান।

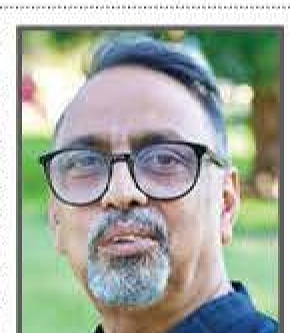

২৭ আগস্ট বৃহস্পতিবার লর্ডসে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম সেশন শেষ হওয়ার পর মধ্যাহ্নবিরতিতে সাক্ষাৎকারটি প্রচার করা হয়। পিসিবির পক্ষ থেকে আগে থেকেই স্কাই স্পোর্টসকে সাক্ষাৎকারটি প্রচার না করার অনুরোধ করা হয়েছিল বলে জানা গেছে। তবে সেই আপত্তি উপেক্ষা করে নির্ধারিত সময়েই সাক্ষাৎকারটি সম্প্রচার করে ব্রিটিশ সম্প্রচারমাধ্যমটি। বিষয় যখন গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, তখন গল্পটি প্রাসঙ্গিক।

বলে রাখি, পশ্চিমা নামে পরিচিত দেশগুলোতে মিডিয়ার যে স্বাধীনতা, তা আমাদের মতো দেশ ও সমাজে নেই। কেন নেই? তার হাজারটা কারণ ও তথ্য তুলে দেওয়া যায়। কিন্তু বাস্তবতা এই, বাংলাদেশ বা উপমহাদেশে বাক্‌স্বাধীনতা, লেখার স্বাধীনতা এবং চিন্তার স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ। এই যে পাকিস্তান এই ইন্টারভিউ নিয়ে গোস্বা করল, এমনকি খেলাটা বাতিল করারও হুমকি দিয়েছিল, তার কারণ কী? যখন আপনি কোনো আয়নার সামনে দাঁড়ান এবং নিজেকে উত্তমকুমার-সুচিত্রা সেন বা রাজ্জাক-কবরীর মতো দেখতে লাগে-আপনি কি সেই আয়না ভাঙবেন? নাকি তাঙার ব্যাপারে সহমত হবেন? আর যদি সেই আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজেকে আগ্রাসী, দানবের মতো বা ভয় পাওয়া কোনো কিছুর মতো লাগে, আপনি হয় সেই আয়না ভেঙে ফেলবেন নয়তো নিজেই এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দূরে সরে যাবেন। প্রকৃত চেহারা দেখতে ভয় পাওয়া মানুষ শাসক বা সমাজের এটাই বাস্তবতা। যে কারণে পাকিস্তান সরকার এর প্রতিবাদ করেছিল।

ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের পাশাপাশি মিয়ানমার বা পাশের দেশগুলোতে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এখনো সম্পূর্ণ ধরা দেয়নি। তুলনামূলকভাবে কিছু দেশের অবস্থা অনেক ভালো। অনেক বেশি তথ্য আর সঠিক খবর পাওয়া যায় সেসব দেশের মিডিয়ায়। যার বড় কারণ হয়তো গণতন্ত্র। সেই সব দেশের নির্বাচন বা ফলাফল নিয়ে মিডিয়ার খবর বিশ্বাস করে না, এমন মানুষের সংখ্যা হাতে গোনা। উল্টো দিকে আমাদের কথা ভাবুন। এমন একটা সময় পার হতে হয়েছিল, যখন নির্বাচন আদৌ হচ্ছে কি না তার নেই হদিস। অথচ রাতের খবরজুড়ে রমরমা জয়-পরাজয়ের গুজবের খবর। মিডিয়ার স্বাধীনতা তখন কি আসলেই ছিল? নাকি আজও আছে?

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বিষয়টি কেবল মুখের কথা না। এর জন্য আইন আছে, নিয়মকানুন আছে। কিন্তু সরকার আসে, সরকার যায়। নিয়ম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে আর মুখ লুকায়। বিষয়টি এভাবে দেখি-বাংলাদেশের গণমাধ্যম গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। গণমাধ্যম জনগণকে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করে, সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সহায়তা করে, জনমত গঠন করে এবং সমাজের নানা অসংগতি তুলে ধরে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা জাতীয় সংকটের সময়ে গণমাধ্যম জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সঠিক তথ্য প্রচারে অপরিহার্য ভূমিকা রাখে। অনলাইন এবং মূলধারার অনেক গণমাধ্যম এখনও সাহসিকতার সঙ্গে জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্ব সংবাদপত্রের স্বাধীনতার গুরুত্ব অপরিসীম। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সাংবাদিকদের অধিকারের বিষয়গুলোকে নতুন করে সামনে নিয়ে আসে। এটি সরকার, নাগরিক সমাজ এবং গণমাধ্যমকর্মীদের নিজেদের অবস্থান পর্যালোচনা করার এবং বিদ্যমান সমস্যাগুলো সমাধানে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের তাগিদ দেয়।

এই কথা বলার পর যা বলতে হবে, এখনো আমাদের মিডিয়া বুক চিতিয়ে মুখ খুলে হাত খুলে না পারছে বলতে, না লিখতে। সরকারের একটি মিডিয়া থাকলে থাকুক, চালিয়ে যাক তাদের প্রচার-প্রচারণা। কিন্তু সব মিডিয়া একযোগে হুক্কাহুয়া ধ্বনি তুললে বিপদ কিন্তু সরকারের বেশি। আবারও বলি, ষোলো বছর ধরে প্রচার বা একপেশে সবকিছু কেমন নিমিষে তাসের ঘরের মতো ধসে পড়েছিল, এটা সবাই ভুলে গেলে কি সময় ছেড়ে কথা বলবে?

বাংলাদেশের মানুষ খবরপিয়াসী। আমি অস্ট্রেলিয়ায় বাস করছি ৩০ বছর ধরে। মানুষ অবশ্যই খবর দেখে, খবর জানে; পত্রিকা, টিভি, রেডিও সব দেখে বা শোনে। কিন্তু আমাদের মতো খবরের বৈচিত্র্য নেই। যার মূল কারণ সেটেলড রাজনীতি। রাজনীতি ও অর্থনীতি মিলে যে সমাজ তাতে মানুষ সাবধানী থাকে। কারণ কিছু গন্ডগোল হলে বা বিপত্তি বাধলে মানুষের লোকসান ছাড়া লাভ নেই। আমাদের দেশের মতো আকছার খুন, জখম, রাহাজানি নেই এ দেশে। যেগুলো ঘটে বা হয় তার

এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

আমি ডাক্তার কদম আলী, আমার কোনো ডিগ্রি নাই

অধ্যাপক ডা.একেএম মহিউদ্দীন ভূঁইয়া মাসুম

> আর কোনো রোগীর মৃত্যুর সুষ্ঠু তদন্ত চাওয়া মানে হাসপাতাল ভাঙচুর করা নয়। বাংলাদেশের চিকিৎসকেরা সীমিত শয্যা, সীমিত জনবল, অপ্রতুল যন্ত্রপাতি এবং বিপুল রোগীর চাপের মধ্যেও নিরলস সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। সেই সেবাকে নিরাপদ রাখতে হবে। একই সঙ্গে পেশার ভেতরের অনৈতিকতা, অনিয়ম, কমিশন নির্ভরতা ও অসততা দূর করতে হবে। রাষ্ট্রকে বুঝতে হবে–ভুয়া চিকিৎসক ও হাসপাতাল কেন্দ্রিক মব একই মুদ্রার দুই পিঠ। একদিকে ভুয়া চিকিৎসা রোগীর জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলে, অন্যদিকে মব প্রকৃত চিকিৎসা সেবাকে অচল করে দেয়। দুটোরই লাভবান হয় দালালচক্র, অনিয়ন্ত্রিত ব্যবসা এবং অরাজকতা। আমরা একটি মানবিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও জবাবদিহিমূলক স্বাস্থ্যব্যবস্থা চাই। যেখানে রোগী নিরাপদ থাকবেন, চিকিৎসক নিরাপদ থাকবেন এবং হাসপাতাল হবে সেবার স্থান–ভয়, অপমান ও মবের স্থান নয়

"আমি ডাক্তার কদম আলী, আমার কোনো ডিগ্রি নাই"-বাক্যটি ব্যঙ্গাত্মক। কিন্তু এর মধ্যে আমাদের স্বাস্থ্যখাতের কঠিন বাস্তবতা লুকিয়ে আছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শুরু করে জেলা শহর, এমনকি রাজধানী পর্যন্ত অনেক মানুষ চিকিৎসকের প্রকৃত পরিচয়, ডিগ্রি, নিবন্ধন ও বিশেষজ্ঞতার সত্যতা যাচাই না করেই চিকিৎসা নিচ্ছেন। কোথাও ওষুধ বিক্রেতা চিকিৎসকের ভূমিকা নিচ্ছেন, কোথাও পল্লিচিকিৎসক জটিল রোগের চিকিৎসা করছেন, কোথাও ভুয়া ডিগ্রিধারী ব্যক্তি চেম্বার খুলে বসছেন, আবার কোথাও প্রশিক্ষণহীন ব্যক্তি নিজেকে বিশেষজ্ঞ পরিচয় দিয়ে রুগীর জীবন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন।

অন্যদিকে, সরকারি হাসপাতাল গুলোতে রুগীর চাপ, শয্যা সংকট, জনবল ঘাটতি, পরীক্ষা-নিরীক্ষার সীমাবদ্ধতা এবং নিরাপত্তাহীনতার বাস্তবতা না বুঝেই রোগীর মৃত্যু বা জটিলতার প্রতিটি ঘটনায় চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে মব সৃষ্টি করা হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিচারে, ভিডিও ধারণ করে অপমানের সংস্কৃতিতে এবং কিছু স্থানীয় স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর উসকানিতে হাসপাতাল ক্রমেই নিরাপদ চিকিৎসা কেন্দ্রের বদলে আতঙ্কের স্থানে পরিণত হচ্ছে।

এ অবস্থার অবসান না হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন রোগী, চিকিৎসক, স্বাস্থ্য কর্মী এবং সর্বোপরি দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা।

চিকিৎসক পরিচয়ের অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে

একজন চিকিৎসকের পরিচয়ের ভিত্তি হলো স্বীকৃত চিকিৎসাশিক্ষা, বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের নিবন্ধন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনুমোদিত প্রশিক্ষণ। এমবিবিএস বা সমমানের স্বীকৃত ডিগ্রি, বৈধ নিবন্ধন এবং বিশেষজ্ঞতার প্রমাণ ছাড়া কাউকে চিকিৎসক বা বিশেষজ্ঞ পরিচয়ে রোগ নির্ণয়, প্রেসক্রিপশন লেখা বা চিকিৎসা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া যায় না।

কিন্তু বাস্তবে এই মৌলিক সীমারেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। দেশের অনেক স্থানে রোগী প্রথমে যান ফার্মেসিতে। সেখানে উপসর্গ শুনে ওষুধ দেওয়া হয়, অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়, ইনজেকশন দেওয়া হয়, কখনো কখনো জটিল রোগের চিকিৎসাও শুরু হয়। রোগীর অবস্থা খারাপ হলে তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। তখন রুগীর স্বজনের প্রশ্ন–"হাসপাতালে আনার পর রোগীর অবস্থা খারাপ হলো কেন?" অথচ রোগটি কত দিন ধরে চলছিল, আগে কী ওষুধ দেওয়া হয়েছে, কোন অ্যান্টিবায়োটিক বা স্টেরয়েড ব্যবহার হয়েছে, রোগী কত দেরিতে হাসপাতালে এসেছেন–এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আড়ালে থেকে যায়।

ভুয়া চিকিৎসা শুধু ভুয়া ডিগ্রিধারীর বিষয় নয়। ভুয়া চিকিৎসা হলো–

* নিবন্ধন ছাড়া চিকিৎসক পরিচয় ব্যবহার করা;
* স্বীকৃত যোগ্যতা ছাড়া বিশেষজ্ঞ পরিচয় দেওয়া;
* ওষুধ বিক্রির জায়গাকে চিকিৎসা কেন্দ্রে পরিণত করা;
* প্রেসক্রিপশন ছাড়া শক্তিশালী ওষুধ ও অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া;
* রোগীর অবস্থা ও ঝুঁকি না বুঝে ইনজেকশন, স্যালাইন বা অন্য চিকিৎসা শুরু করা;
* অনুমোদন, দক্ষ জনবল ও জরুরি ব্যবস্থাপনা ছাড়া ক্লিনিক বা হাসপাতাল পরিচালনা করা;
* ভুয়া পরীক্ষা, ভুল রিপোর্ট বা অপ্রয়োজনীয় চিকিৎসার মাধ্যমে রোগীর অর্থ ও জীবন ঝুঁকিতে ফেলা।

রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো–কে প্রকৃত চিকিৎসক, কে নিবন্ধিত চিকিৎসক, কে বিশেষজ্ঞ এবং কে অবৈধভাবে চিকিৎসা করছেন–এ তথ্য জনগণের জন্য সহজলভ্য করা।

প্রতিটি চেম্বার, প্রেসক্রিপশন প্যাড, হাসপাতালের ওয়েবসাইট ও সাইনবোর্ডে চিকিৎসকের পূর্ণ নাম, ডিগ্রি ও নিবন্ধন নম্বর বাধ্যতামূলকভাবে থাকতে হবে। রোগী যেন মোবাইল ফোনেই নিবন্ধন যাচাই করতে পারেন, সেই ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে। ভুয়া পরিচয় ব্যবহারকারী ও অবৈধ চিকিৎসাদাতাদের বিরুদ্ধে শুধু বিচ্ছিন্ন অভিযান নয়, ধারাবাহিক জেলা-উপজেলাভিত্তিক অভিযান এবং দৃষ্টান্তমূলক আইনগত ব্যবস্থা প্রয়োজন।

হাসপাতালকে মবের হাতে ছেড়ে দেয়া যাবে না

চিকিৎসা সেবা এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে কয়েক মিনিটের সিদ্ধান্ত রোগীর জীবন-মৃত্যুর পার্থক্য গড়ে দিতে পারে। জরুরি বিভাগ, অপারেশন থিয়েটার, আইসিইউ, সিসিইউ, নবজাতক ইউনিট কিংবা প্রসূতি বিভাগে উত্তেজিত জনতার প্রবেশ বা হামলা শুধু চিকিৎসককে নয়, একই সময়ে চিকিৎসাধীন বহু রোগীকে ঝুঁকির মুখে ফেলে।

কিন্তু দেশে এখন একটি বিপজ্জনক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। কোনো রোগী মারা গেলেই বা চিকিৎসায় জটিলতা দেখা দিলেই, প্রকৃত কারণ যাচাইয়ের আগেই হাসপাতাল ঘেরাও করা হয়; চিকিৎসক ও নার্সদের গালিগালাজ করা হয়; মোবাইল ফোনে ভিডিও করে অপমান করা হয়; কখনো মারধর, ভাঙচুর ও চিকিৎসা সেবা বন্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তি, স্বার্থান্বেষী চক্র, দালাল, অবৈধ অ্যাম্বুলেন্স ব্যবসায়ী অথবা তথাকথিত অনলাইন সাংবাদিক এই উত্তেজনাকে আরও বাড়িয়ে দেন।

মব কোনো তদন্তকারী সংস্থা নয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কোনো মেডিকেল বোর্ড নয়। উত্তেজিত জনতা কোনো ক্লিনিক্যাল অডিট কমিটি নয়।

কোনো রোগীর মৃত্যু বা ক্ষতি চিকিৎসার ভুলে, গাফিলতিতে, রোগের জটিলতায়, দেরিতে এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

ভালোবাসা সবার তরে,
ঘৃণা নয়কো কারো পরে

Love for all, hatred for none

বাংলাদেশি যুক্তরাষ্ট্রের ভূবনে স্বাগতম

For more information contact:
Bait-uz-Zafar 188-15 McLaughlin Ave, Hollis NY 11423
(347) 530-5791

بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৪ই জুন, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় 'বনু নযীর' এর যুদ্ধের ঘটনা বিশদভাবে উল্লেখ করেন এবং দু'জন শহীদের স্মৃতিচারণের পাশাপাশি পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহহুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, আজ বনু নযীরের যুদ্ধের কিছু ঘটনা বর্ণনা করবো। বনু নযীর গোত্রের পরিচিতি হলো, এরা মদীনার ইহুদীদের একটি বংশ ছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, বনু নযীর খায়বরের ইহুদীদের একটি গোত্র ছিল এবং তাদের বসতিকে যাহ্রা বলা হতো। মহানবী (সা.) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন বনু নযীর গোত্রের নেতা ছিল হুয়াই বিন আখতাব। তার পিতৃপুরুষের বষ্ঠ প্রজন্মে নযীর বিন শাহামের নাম পাওয়া যায়, যার নামে এই গোত্রটি বনু নযীর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়া (রা.) বনু নযীরের নেতা হুয়াই বিন আখতাবের কন্যা ছিলেন। ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে লেখা আছে, হুয়াই বিন আখতাবের বংশধারা হযরত মূসা (আ.)-এর ভাই হযরত হারূন (আ.)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হয়। হুয়াই এর বংশে কতিপয় ব্যক্তি নবুওয়াতের সম্মানে ধন্য হয়েছিলেন, যাদের কারণে সে গর্বিত ছিল। আর এই অহংকারের কারণেই সে বলতো, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি ইহকালেও দয়ালু এবং পরকালেও আমাদের প্রতি স্নেহ ও অনুগ্রহ করবেন। তিনি আমাদেরকে পাপের কারণে কয়েকদিন শাস্তি দিবেন, অবশেষে জান্নাতই হবে আমাদের স্থায়ী নিবাস। এই বংশীয় আত্মগরিমা ও ঔদ্ধত্যের কারণেই হুয়াই মহানবী (সা.)-এর শিক্ষামালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। অবস্থানের নিরিখে বনু নযীর গোত্রটি মসজিদে কুবা থেকে আধা মাইল দূরে উত্তর পূর্ব দিকে (অবস্থিত) ছিল। আর মদীনার মধ্যভাগে এর বসতি প্রথমে আসতো এবং মসজিদে কুবা এর থেকে কিছুটা দূরত্বে দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত ছিল।

চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল (মাসে) বনু নযীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এক তথ্য অনুসারে এটি উহুদের যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা আর ইমাম বুখারীর অভিমতও এটিই। তবে ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে একথাও লিখেছেন যে, ইবনে ইসহাকের মতে এই যুদ্ধ উহুদ ও বি'রে ম'উনার পরে হয়েছিল। যদিও আল্লামা ইবনে কাসীর ছাড়াও অধিকাংশ ঐতিহাসিক এবং জীবনীকার বলেছেন, উহুদের যুদ্ধের পরেই বনু নযীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। বনু নযীরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট হলো, মক্কার কুরাইশ কাফিররা বদরের যুদ্ধের পূর্বে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল এবং অওস ও খাযরাজ গোত্রের অন্যান্য প্রতিমাপূজারীদের লিখেছিল, [তখন মহানবী (সা.) মদীনায় ছিলেন।] তোমরা আমাদের নবীকে আশ্রয় দিয়েছ। মদীনায় তোমাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। আমরা শপথ করে বলছি, হয় (তোমরা) তাদের সাথে যুদ্ধ করো অথবা তাদেরকে নিজেদের শহর থেকে বহিষ্কার করো; নতুবা আমরা গোটা আরবকে ঐক্যবদ্ধ করে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো। তোমাদের যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করবো, তোমাদের নারী ও শিশুদের (নির্মমভাবে) হত্যা করবো। যখন ইবনে উবাই এবং অন্য প্রতিমাপূজারীরা এই পত্র পায় তখন তারা একে অপরকে বার্তা পাঠায় এবং মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করে। এই সংবাদ পাওয়ার পর মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের একটি দলকে নিয়ে মদীনার নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি (সা.) বলেন, কুরাইশরা তোমাদেরকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে পত্র লিখেছে। এই পত্র তোমাদেরকে কোনো ধোঁকায় যেন না ফেলে, পাছে তোমরা স্বয়ং ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হয়ে নিজেদেরই ভাই ও পুত্রদের সাথে আবার যুদ্ধ করতে না আরম্ভ করো। মহানবী (সা.)-এর একথা শোনে তারা বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে এবং নিজেদের সংকল্প স্থগিত করে আর ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এভাবে মক্কার কুরাইশের এই হুমকি আর শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি।

এরপর কুরাইশরা বদরের যুদ্ধের পর ইহুদীদের কাছে একটি পত্র লিখে যে, তোমাদের কাছে অস্ত্র আছে আর তোমরা দুর্গেরও মালিক। হয় তোমরা আমাদের সহযোগী হয়ে যুদ্ধ করো নতুবা আমরা তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো এবং তোমাদের পুরুষদেরকে হত্যা করবো আর তোমাদের নারীদেরকে আমাদের দাসী বানাবো। এই পত্র যখন ইহুদীদের কাছে পৌঁছায় তখন বনু নযীর গোত্র মহানবী (সা.)-কে ধোঁকা দেয়ার জন্য সহমত হয়, কেননা ইহুদী গোত্রগুলো তো আগে থেকেই সুযোগ খুঁজছিল যাতে মুসলমানদের আধিপত্য ও ক্ষমতার ক্রমবর্ধমান সত্ত্বর অবসান করা যায়। এ পর্যায়ে তারা এমন দুরভিসন্ধি করার চিন্তা করে যাতে মহানবী (সা.)-কে নাউযুবিল্লাহ্ হত্যা করা যায়। অতএব, তারা তাঁর সমীপে সংবাদ প্রেরণ করে যে, আপনি আপনার ত্রিশজন সাহাবীকে নিয়ে আসুন, আমাদের ত্রিশজন আলেমও আপনার সামনে উপস্থিত হবে; এমনকি আমরা এমন এক স্থানে মিলিত হবো যা আমাদের এবং আপনাদের পছন্দের হবে। আমাদের লোকেরা আপনার কথা শুনবে। তারা যদি আপনাকে সত্যায়ন করে অর্থাৎ ইহুদী আলেমরা যদি আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করে তাহলে আমরাও আপনার প্রতি ঈমান আনব। পরের দিন মহানবী (সা.) ত্রিশজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ত্রিশজন ইহুদী আলেমও তাঁর কাছে আসে। ইহুদীরা যখন খোলা প্রান্তরে আসে তখন তারা পরস্পরকে বলে, তোমরা তাঁর ওপর কীভাবে আক্রমণ করবে? কেননা তাঁর সাথে ত্রিশজন সঙ্গী রয়েছেন। ত্রিশজন সঙ্গীর উপস্থিতিতে আক্রমণ করা তো কঠিন আর তারা এমন সঙ্গী, যারা তাঁর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না। তখন ইহুদীরা তাঁর কাছে পুনরায় এই সংবাদ প্রেরণ করে যে, আমরা ষাটজন পরস্পর কীভাবে প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোচনা করবো? আপনি এক কাজ করুন, তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে আসুন আর আমরাও আমাদের তিনজন আলেমকে নিয়ে আসবো, তারা আপনার আলোচনা শুনবে। তখন তিনি (সা.) তিনজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে আসার প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। তিনজন ইহুদী আলেমও রওয়ানা হয় আর ঐ ইহুদীদের কাছে খঞ্জর বা ধারালো ছুরি ছিল। তারা মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করতে চাচ্ছিল। যাহোক, মহানবী (সা.) যাত্রার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, পথিমধ্যেই বনু নযীরের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী নারী একজন আনসারী মুসলমানকে এবং পরে মহানবী (সা.)-কে বনু নযীরের সকল চক্রান্তের কথা বলে দেয়। তাই মহানবী (সা.) ইহুদীদের কাছে না গিয়ে মদীনায় ফেরত চলে আসেন।

এই যুদ্ধের আরেকটি কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে একজন রচয়িতা লিখেছেন, বনু নযীর গোত্র সংগোপনে কুরাইশের কাছে বার্তা পাঠায় আর তাদেরকে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করে এবং তাদেরকে মুসলমানদের প্রতিরক্ষা-খাতের কিছু দুর্বলতার কথাও জানিয়ে দেয়। কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী উহুদের যুদ্ধের পূর্বে ইহুদীরাও মক্কার কুরাইশকে চরমভাবে উত্তেজিত করেছিল যার কল্যাণতিতে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

এ যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎক্ষণিক কারণ এটিও বর্ণনা করা হয় যে, বি'রে ম'উনা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যখন হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) বনু আমেরের দু'জনকে হত্যা করেছিলেন যাদের সাথে মুসলমানদের সন্ধিচুক্তি ছিল, তাই তাদেরকে রক্তপণ প্রদান আবশ্যক ছিল। এ উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) বনু নযীরের কাছে গিয়েছিলেন, কেননা মহানবী (সা.) ইহুদীদের সাথে যে সন্ধিচুক্তি করেছিলেন এর একটি ধারায় ছিল, 'আইনা'ওয়ানুহু আলান্ নিয়াক' অর্থাৎ তারা রক্তপণের ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে সহযোগিতা করবে। এই ঘটনার বিশদ বিবরণ হলো, হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর নিকট এসে পুরো বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন তখন তিনি (সা.) বলেন, তুমি খুবই অন্যায় কাজ করেছ। তাদের সাথে আমাদের চুক্তি এবং নিরাপত্তার শর্ত ছিল। হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) বলেন, আমি এই সন্ধিচুক্তির বিষয়টি জানতাম না। আমি তাদেরকে মুশরিক মনে করতাম আর তাদের গোত্র আমাদের সাথে প্রতারণাও করেছে। হযরত আমর (রা.) তাদের মালপত্র এবং কাপড়-চোপড় সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে নির্দেশ দেন তাদের মালপত্র এবং কাপড়-চোপড় যেন তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের কাছে ফেরত পাঠানো হয়। মহানবী (সা.) রক্তপণ সহ সেগুলো পাঠিয়ে দেন। মহানবী (সা.) শনিবার দিন বনু নযীর গোত্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, মসজিদে কুবায় নামায পড়েন। প্রায় দশজনের মতো মুহাজির ও আনসার সাহাবী মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন। তিনি (সা.) বনু নযীরকে তাদের বৈঠকে উপবিষ্ট দেখতে পান। তিনিও তখন সেখানে আসন গ্রহণ করেন যাতে করে মৃত দুই ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন, যেন তারা দু'জন নিহত ব্যক্তির রক্তপণ পরিশোধে তাঁকে সহযোগিতা করে।

এই যুদ্ধাভিযানের কারণ কি ছিল এ ব্যাপারে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ (রা.)'র একটি তথ্য পাওয়া যায় যা থেকে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়। তিনি (রা.) লিখেন, এই যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে প্রসিদ্ধ হাদীসবেত্তাগণ বিভিন্ন আঙ্গিক তুলে ধরেছেন আর এ কারণে এই যুদ্ধ ঠিক কখন আরম্ভ হয়েছিল সে ব্যাপারেও ভিন্নমত রয়েছে। বনু নযীরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যুদ্ধের সূচনা হয়েছে। সকল ঘটনাই ভিন্ন ভিন্ন সময় ও স্থান সাপেক্ষে সঠিক। কিন্তু সর্বশেষ যুদ্ধ সেটি ছিল যা বনু আমেরের দু'জন ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের সময় আরম্ভ হয়েছিল, বাকি আল্লাহ্ই ভালো জানেন। রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে মহানবী (সা.) একদল সাহাবীকে নিয়ে বনু নযীরের নিকট উপস্থিত হন এবং চুক্তি অনুসারে রক্তপণ আদায়ের বিষয়টি তাদের কাছে উত্থাপন করেন। তারা বলে, হ্যাঁ, আবুল কাসেম! আপনি খাবার খেয়ে নিন এরপর আমরা এ ব্যাপারে কথা বলছি। এভাবে বাহ্যিকভাবে ইহুদীরা খুবই হাস্যোজ্জ্বলভাবে মহানবী (সা.)-এর সাথে কথা বলে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তখন তিনি (সা.) তাদের বাড়ির এক দেয়ালের পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। একজন বর্ণনাকারী ইহুদীদের মহানবী (সা.)-কে হত্যার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন, বনু নযীরের সর্দার হুয়াই বলে, "হে ইহুদীর দল! মুহাম্মদ (সা.) তাঁর কতিপয় সাথীকে নিয়ে তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে, তাদের সংখ্যা দশজনেরও কম। এই বাড়ির ছাদে উঠে বড় একটি পাথর ফেলে মুহাম্মদকে (সা.)-কে হত্যা করো, তোমরা এর চেয়ে উত্তম সুযোগ আর কখনো পাবে না। যদি তাকে মেরে ফেলতে পারো তাহলে তার সঙ্গীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। মক্কা থেকে আসা তোমাদের সাথীরা মক্কায় ফিরে যাবে এবং এখানে শুধু অওস ও খাযরাজ থাকবে, যারা তোমাদেরই মিত্র। তাই তোমরা যা করতে চাও, এখনই করো"। একথা শুনে এক দুর্ভাগা ইহুদী আমর বিন জাহাশ বলে, "আমি বাড়ির ছাদে উঠে পাথর ফেলে মুহাম্মদ (সা.)-কে (নাউযুবিল্লাহ্) হত্যা করবো"। যখন এসব সলাপরামর্শ করা হচ্ছিল তখন বনু নযীরের এক নেতা সালামা বিন মিশকাম বলে, "হে ইহুদীর দল! তোমরা চাইলে সারাজীবন আমার বিরোধিতা কোরো, কিন্তু আজ আমার কথা মেনে নাও। আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মদ (সা.)-কে তোমাদের এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে অবগত করা হবে। আর এটি আমাদের এবং তাদের মাঝে বিদ্যমান সন্ধিচুক্তির লঙ্ঘনও বটে।" কিন্তু ইহুদীরা তার কথায় কর্ণপাত না করে নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। হুযূর (আই.) বলেন, 'ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে যে, তারা কি পরিকল্পনা করেছিল এবং কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে রক্ষা করে তাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন।'

পরিশেষে হুযূর (আই.) পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য দোয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষ দোয়ার আহ্বান করতে চাই। সম্প্রতি তাদের ওপর পুনরায় নির্যাতন শুরু হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা শীঘ্র পাকিস্তানের আহমদীদেরকে অত্যাচারের কবল থেকে মুক্তি দিন আর সেখানেও আমাদের পরিস্থিতি অনুকূল করে দিন। কেননা কুরবানির বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা ও নির্যাতনের চেষ্টা করা হচ্ছে।' এরপর হুযূর (আই.) পাকিস্তানের দু'জন শহীদ ও একজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ান। শহীদদের একজন হলেন, ৬৪ বছর বয়স্ক মুকাররম গোলাম সারোয়ার সাহেব আর অপরজন হলেন ৩২ বছর বয়স্ক শহীদ মুকাররম রাহাত আহমদ বাজওয়া সাহেব। মন্ডী বাহাউদ্দিন জেলার সাহকেল্লাহপুরে গত ৮ই জুন, ২০২৪ তারিখে একজন মাদ্রাসা ছাত্র সৈয়দ আলী রেজার গুলিতে তারা উভয়েই ঘটনাস্থলে শাহাদত বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হুযূর (আই.) তাদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করার পর মুকাররম মালেক মুজাফফর খান সাহেবেরও স্মৃতিচারণ করেন এবং তাদের তিনজনের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করে দোয়া করেন, 'আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাথে প্রতি দয়া ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দিন' আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.mta.tv** এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট **www.ahmadiyyabangla.org** -এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)

এটর্নী মঈন চৌধুরী LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)

Michael Taub, Esq.

Moin Choudhury, Esq.

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- কাজের জায়গায় দূর্ঘটনা

IMMIGRATION
(Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

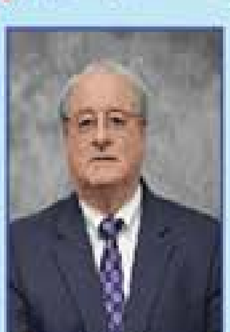
Attorney
Michigan Only.

Attorney
Michigan Only.

Attorney
New Jersey Only

Attorney, Buffalo
New York Only

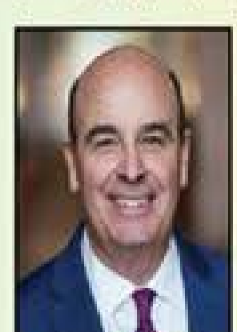
Attorney
Connecticut Only

Attorney
Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior result does not guarantee future outcome of any cases. Moin Choudhury is admitted in Michigan State only and also admitted in the Supreme Court of the United States.
Michael Taub is admitted in New York State Only and also admitted in the NY Federal District Courts.

জানা সমস্যার সমাধান অজানা

> সার আছে, ব্যবস্থাপনা নেই। ডিলারের লোভের কাছে নিরীহ কৃষকও লুটেরা হয়ে যাচ্ছে। মজলুম নেতারা মন্ত্রী-এমপি হয়ে উপভোগ করছে আমলাতন্ত্রের মন্ত্র। বিভিন্ন দপ্তরের কর্মচারী সমিতি, সিবিএ বা পেশাজীবী সংগঠনের অহেতুক আয়োজনে কৌতুক করছে অনেকে। সরকারি কর্মচারীদের এসব মৌসুমি সংগঠনের ছত্রছায়ায় সাধারণত দুর্নীতি করে স্থায়ী সিন্ডিকেট। সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই দুর্নীতিবাজদের সখ্য থাকে। নিজেদের মধ্যে সমস্যা হলে পুরোনো ছবি সামনে আসে। তখন বোঝা যায়, দুর্নীতিবাজ তার প্রয়োজনে বিএনপি-জামায়াত-আওয়ামী লীগ করে। অতএব, তাদের গুরুত্ব দিলে বৈষম্যহীন দেশ গড়ে তোলা যাবে না। উল্টো শক্তিশালী বিএনপি দুর্বল দলে পরিণত হবে

ইলিয়াস হোসেন

সরকারি চাকরি নিয়ে দেশে নানা গল্পগাথা প্রচলিত আছে। এই সোনার হরিণের পেছনে ছুটতে ছুটতে অনেক তরুণ বৃদ্ধ হয়ে যায়। বেতন কম জেনেও ঝুঁকিমুক্ত চাকরির আশায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে বেশিরভাগ মানুষ। বেতনের চেয়ে সুযোগ-সুবিধা বেশি। উপরি ভালো হলেই খুশি। তবে, চাকরি জীবনের শুরুতে আদর্শ মেনে কেউ কেউ জনস্বার্থে বিপ্লবী ভূমিকা নেয়। পরে বাধ্য হয়ে পুরোনো আমলাতন্ত্রের গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসায়। দেশের জন্য টেনশন বাদ দিয়ে পেনশন নিশ্চিত করে তারা।

সরকারি চাকরি হওয়া অত সহজ নয়। আবার একবার হলে যায় না সহজে। যাওয়াটাও বেশ কঠিন। তবে, সেবার প্রশ্নে সব সময়ই শোনা যায় লোকবল কম। আদিকাল থেকেই এ কথা শুনে অভ্যস্ত সাধারণ মানুষ। কিন্তু, লিফটম্যান-পিয়ন-আর্দালি-চাপরাশির অভাব নেই। তাদের কাজ না পেলেও অসুবিধা নেই। কর্মচারী সমিতির ব্যস্ততা আছে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও তার স্ত্রী-সন্তানদের সেবায় নিয়োজিত থেকে ক্ষমতাবান হওয়ার সুযোগ রয়েছে। এই রাজকর্মচারীরা উচ্চ শ্রেণির কর্মকর্তাদের রাজকীয় জীবনযাপন নিশ্চিত করে। নির্বাচিত-অনির্বাচিত সব সরকারের সময়ই তারা খুবই দরকারি। কম বেতনে দেশ-জাতির সেবা করে বলে মন্ত্রী-এমপিরাও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। কোনো কোনো সময় অসৎ-অদক্ষ নীতিনির্ধারকরা অতি মাত্রায় নির্ভরশীলও হয়ে পড়ে কর্মচারীদের প্রতি। তাই কোটি কোটি জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের আগে কয়েক লাখ কর্মচারী অগ্রাধিকার পায় সব সময়।

গত সপ্তাহে সরকারি চাকরিজীবীদের নতুন বেতনকাঠামো ২০২৬ অনুমোদন করা হয়েছে। এতে গ্রেডভেদে মূল বেতন বেড়েছে ১০০ থেকে ১৪২ শতাংশ। বেতন-ভাতাসহ মোট চার ধাপে এই পে স্কেল বাস্তবায়িত হবে। কার্যকর হবে গত জুলাই থেকে। সদ্য ঘোষিত এই পে স্কেল থেকে প্রায় ২৪ লাখ সরকারি (সামরিক ও বেসামরিক) চাকরিজীবী এবং ৯ লাখ পেনশনভোগী সরাসরি উপকৃত ও অন্তর্ভুক্ত হবেন। এতে সুবিধাভোগীরা অনেক খুশি। বর্তমান বাজারমূল্য হিসাবে এটা খুবই দরকার ছিল বলে সরকারের প্রতি সন্তোষ জানিয়েছে তারা। কিন্তু, অসন্তোষ দেখা দিয়েছে বেসরকারি পাড়ায়। একই বাজার থেকে একই দামে পণ্য কেনে প্রায় সব চাকরিজীবী। বিক্রেতারা কম তর্কে বেশি দামে জিনিস বিক্রি করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এই পে স্কেলের প্রভাবে সরকারি-বেসরকারি ক্রেতাদের মাঝে দূরত্ব আরও কয়েক গজ বেড়ে গেল। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আহাজারি চলছে। বেসরকারি সেক্টরে এখন পর্যন্ত সর্বজনীন কোনো চাকরিবিধি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কর্তার মর্জি মাফিক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। এক গ্রুপের সঙ্গে আরেক গ্রুপের বেতন কাঠামোয় আকাশ-পাতাল ফারাক। অনিয়মিত বেতন আর টার্গেটের ধাক্কায় কর্মচারীদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। কথায় কথায় চাকরি চলে যায়। অথচ, সরকার তাদের কথা শুনতে বাধ্য করতে পারে না। উল্টো কোনো কোনো ব্যবসায়ী গ্রুপের কাছে সরকারকে অসহায় মনে হয়।

বঞ্চিতরা হিংসা করে নানা কথা বলছে। এখন থেকে সরকারি কর্মচারীরা গ্রেড অনুযায়ী ঘুষের রেট বাড়িয়ে দেবে বলে আশঙ্কা করছে। এর আগে আওয়ামী লীগ আমলে সরকারি কর্মচারীদের বেতন বাড়ানো হয়। সে সময় আশা করা হয়েছিল ঘুষ-দুর্নীতি কমবে। সে আশায় গুড়ে বালি দেখে পুরোনো আশঙ্কা আবারও প্রকাশ করছে নেটিজেনরা। অভাবে নাকি স্বভাবের কারণে ঘুষ খায় দুর্নীতিবাজরা! এ নিয়ে বিস্তর গবেষণা চলছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। দু-একটি দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান নিরীহ আকুতি দিয়ে কর্তব্য সম্পাদন করছে। ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই আহ্বান জানিয়েছে, সরকারি চাকরিজীবীদের পে স্কেল অনুমোদনের কারণে বাজারে যেন জিনিসপত্রের দাম না বাড়ানো হয়। অন্যদিকে ব্যবসায়ীরা বলেছেন, ঋণপত্র বা এলসি খুলতে না পারলে এবং জরুরি ভিত্তিতে গ্যাস-বিদ্যুতের সংকট নিরসন না হলে উৎপাদন ব্যাহত হবে। সরবরাহ কমে যাবে; যা পণ্যের দামকে উসকে দেবে। একই সঙ্গে তারা পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় চাঁদাবাজি ও সিন্ডিকেট বন্ধের দাবি জানিয়েছেন।

শুধু পে স্কেল নয়, গত সপ্তাহে সরকারি কর্মচারীরা আরও একটি সুখবর পেয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে (এনবিআর) আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ২০ কর্মকর্তার শাস্তি মওকুফ করা হয়েছে। তারা মার্জনা চেয়ে আবেদন করলে তা মঞ্জুর করে দণ্ডাদেশ বাতিলের আদেশ দেন রাষ্ট্রপতি। এরই মধ্যে শাস্তি মওকুফ করার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি)। গত বছর রাজস্ব খাতের সংস্কার আন্দোলনের ওই কর্মকর্তারা প্রকাশ্যে তাদের বদলির আদেশ ছিঁড়ে ফেলেন, যা সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার লঙ্ঘন। কেউ কেউ আন্দোলনে সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। কেউ নিজ নিজ দপ্তর বন্ধ রেখে আন্দোলনে অংশ নেন। ১৯৭৯ সালের সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার ৩০এ বিধির লঙ্ঘন এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি (খ) অনুসারে 'অসদাচরণ'। বিভাগীয় তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাদের বিভিন্ন মেয়াদে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি দেওয়া হয়। যেমন সাময়িক বরখাস্ত, বেতন গ্রেড অবনমন ইত্যাদি। শুধু এনবিআর নয়, দেশের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সব দপ্তরের ঘুষ-দুর্নীতি নিয়ে এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

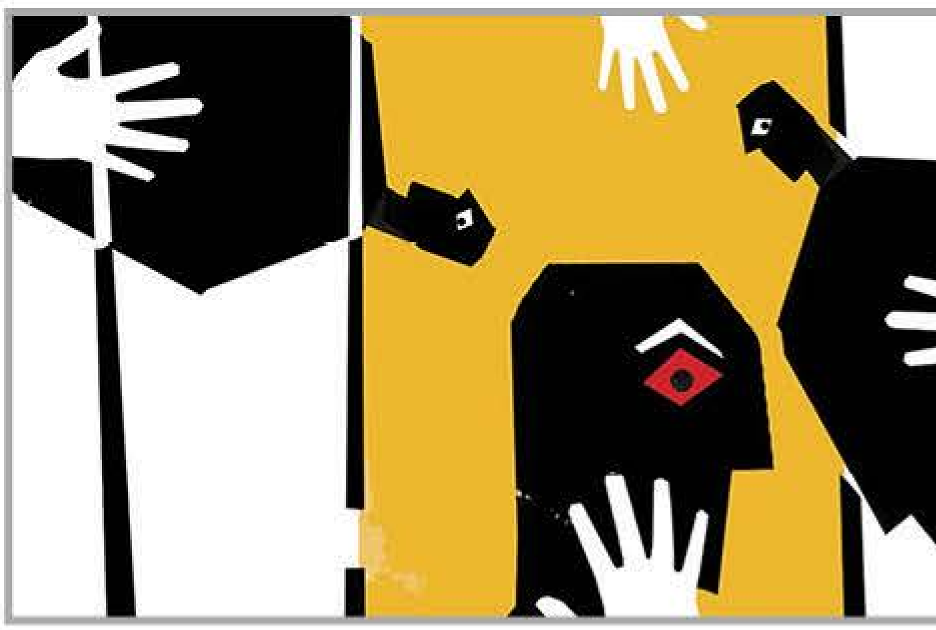

জিন্নাহপ্রীতি: ইনকিলাব মঞ্চ কেন জন্মদিন পালন করে, ডাকসু কেন ছবি ঝুলায়?

রাজু নূরুল

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ নামাজ পড়তেন না, রোজা রাখতেন না এবং অত্যন্ত বিত্তবান হওয়া সত্ত্বেও কখনো হজ করতে যাননি। ঈদের নামাজ ছাড়া তাকে কখনো মসজিদে দেখা যেত না। এমনকি শুক্রবারেও না।

দ্বিখণ্ডিত ভারতের মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের কায়েদে আজম (জাতির পিতা) একসময় নামাজ কীভাবে পড়তে হয় তা-ও জানতেন না! জিন্নাহর নামাজ পড়তে না জানার ঘটনাটি খালেদ লতিফ গৌবার জনপ্রিয় আত্মজীবনী 'ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফোজ: অ্যান অটোবায়োগ্রাফি' বইয়ে সবিস্তারে উল্লেখ আছে-যা উর্দুতে 'আপনে অউর পরায়ে' নামে অনূদিত এবং বহুল পঠিত হয়েছে।

জিন্নাহর জীবনাচার সম্পর্কে আরও বিশদে কিছু কথা বলবার আগে বলে রাখতে চাই, কারোর ব্যক্তিগত জীবন, ধর্মবিশ্বাস, চর্চা কিংবা খাদ্যাভ্যাস-কোনোটি নিয়েই ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনো সমস্যা নেই। কে কীভাবে বাঁচবেন, তা সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও জীবনদর্শনের বিষয়। জিন্নাহর তথাকথিত 'অনৈসলামিক' অভ্যাসের খতিয়ান তোলার উদ্দেশ্যও তাকে আক্রমণ করা নয়। তবে বিস্ময় জাগে তখন, যখন হঠাৎ করেই দেখছি বাংলাদেশের একদল মানুষের ভেতরে জিন্নাহপ্রীতি উথলে উঠছে, যে জিন্নাহর জীবনচর্চার সঙ্গে নব্য জিন্নাহপ্রেমীদের মূল্যবোধের দূরতম সম্পর্কও ছিল না।

'ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফোজ: অ্যান অটোবায়োগ্রাফি' জিন্নাহকে জানার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য একটি বই। বইটির লেখক খালেদ লতিফ গৌবার আসল নাম কানহাইয়া লাল গৌবা। লাহোরের অত্যন্ত ধনী ও অভিজাত হিন্দু পরিবারে জন্ম নেওয়া খালেদের পিতা লালা হরকিশেন লাল ছিলেন পাঞ্জাবের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতি, ব্যাংকার ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা। ১৯২৩ সালে এক মুসলিম নারীকে বিয়ে করার পর গৌবার জীবন নাটকীয় মোড় নেয়; ১৯৩৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তিনি।

মুসলমান হওয়ার পর তিনি মুসলিম-অধ্যুষিত নির্বাচনি এলাকা থেকে পাঞ্জাব আইনসভার সদস্য (এমএলএ) নির্বাচিত হন এবং পরে কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। এই সময়েই মুসলিম লীগের শীর্ষ নেতা, পরবর্তীকালে পাকিস্তানের জাতির পিতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে তার রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয় এবং তিনি জিন্নাহকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন।

১৯৩৬ সালে লাহোরের বিখ্যাত 'শহীদগঞ্জ মসজিদ' নিয়ে মুসলিম ও শিখদের মধ্যে তীব্র সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও দাঙ্গা বাধলে পাঞ্জাবের মুসলিম নেতারা জিন্নাহকে মধ্যস্থতা করার জন্য লাহোরে আমন্ত্রণ জানান। সেই সময় জিন্নাহর সঙ্গে ছিলেন গৌবা।

একপর্যায়ে পাঞ্জাবের সাধারণ মুসলমানদের সঙ্গে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ার জন্য আহ্বান জানানো হলে জিন্নাহ বিপাকে পড়েন। গৌবাকে একান্তে ডেকে বলেন যে তিনি নামাজ পড়ার সঠিক নিয়মকানুন জানেন না। তখন গৌবা তাকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, "মসজিদে অন্যরা যা করবে, আপনিও শুধু তাদের দেখাদেখি সেটাই অনুকরণ করবেন।" পরবর্তীতে জিন্নাহ ঠিক তা-ই করেছিলেন এবং এই ঘটনা তাকে সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সহায়তা করেছিল।

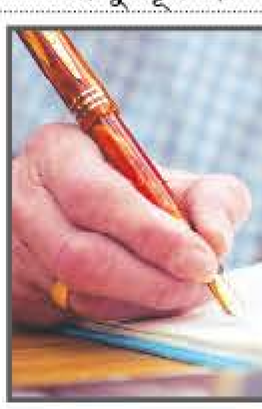

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ছিলেন ব্রিটিশ-অধ্যুষিত ভারতের একজন নামকরা উকিল। তুখোড় স্মার্ট, চিরকাল ক্লিন-শেভড-এই ব্যক্তির জীবনযাপন ছিল পুরোপুরি ইউরোপীয় ঘরানার, কারণ বিত্তবান পিতার এই সুদর্শন পুত্রটি বড় হয়েছেন ব্রিটিশ পরিসরে। ছিলেন চেইন স্মোকার। সারাক্ষণ চুরুট ঝুলে থাকত তার ঠোঁটে। বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, করাচিতে জিন্নাহর দিনটা শুরু হতো সকাল সাড়ে আটটার দিকে। একটা বড় টেবিলে তার জন্য ফাইলবন্দি কাগজপত্রের একটা স্তূপ রাখা থাকত। পাশেই থাকত 'ক্রেভেন-এ' নামের সিগারেটের বাক্স ও সুগন্ধি কিউবান সিগার। সেই সিগারের গন্ধে সারা ঘর ম ম করত।

স্যুট ছাড়া তাকে কোনোদিন দেখা যায়নি। বিভিন্ন সূত্র বলছে, তার সংগ্রহে ছিল ২০০টির বেশি স্যুট। একই সিল্কের টাই তিনি কখনো দুবার পরেননি। ব্যাকব্রাশ চুলে তার আভিজাত্য ঠিকরে বেরোত।

জীবনের শেষ পর্যায়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। কিন্তু তখনো ফর্মাল পোশাক ছাড়া অন্য কিছু পরতে অস্বীকার করেছেন। বলতেন, "আমি পায়জামা পরে ভ্রমণ করব না।" এমন এক টুপি তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন, যেটি 'জিন্নাহ টুপি' নামে পরিচিত ছিল। ওটা যতটা না ধর্মের টুপি ছিল, তারও বেশি ছিল স্যুটের সঙ্গে মিলিয়ে ফ্যাশনের অংশ, যেমন ছিল মুজিব কোট, পাঞ্জাবির সঙ্গে মানানসই।

জিন্নাহর মৃত্যু নিয়ে আরও দুটো লাইন যোগ করা দরকার। জিন্নাহর শরীরে বাসা বেঁধেছিল এক জটিল রোগ। তার চিকিৎসক ডা. জল রতনজি প্যাটেল এক্স-রে প্লেটে চোখ রেখেই দেখতে পেয়েছিলেন তার ফুসফুসে ছোপ ছোপ দাগ। কিন্তু সবার কাছ থেকে গোপন রেখেছিলেন সেটি।

১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর জিন্নাহকে কোয়েটা থেকে ভাইকিং বিমানে চাপিয়ে করাচি এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

> এদের সবাইকে কেন স্বাধীন বাংলাদেশে বসে আড়ম্বরে এখনো জিন্নাহর জন্মদিন উদযাপন করতে হয়? সেসব উদযাপন অনুষ্ঠান থেকে আবার দেশবিরোধিতার বার্তা কেন ছড়িয়ে পড়ে? ব্যাপারটা কি ধর্মপ্রীতি? তা তো হওয়ার কথা নয়। ধর্মচর্চা আর জিন্নাহ একে অপরের কাছ থেকে যোজন যোজন দূরে। তাহলে কি পাকিস্তানপ্রীতি? ধর্মের ভিত্তিতে বানানো দেশ ভেঙে যাওয়ার যন্ত্রণা? কিন্তু জন্মের আট বছরের মাথায় যে দেশ সেনাশাসনের হাতে পড়ে গেল, এরপর আজ পর্যন্ত গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত কোনো সরকার তার মেয়াদ পূর্ণ করতে পারল না, দেশ হিসেবে যেটি বিভিন্ন সময়ে 'অলমোস্ট ব্যর্থ' রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হয়, জিন্নাহর স্বপ্ন সেক্যুলার দেশ থেকে যে দেশ ব্লাসফেমি আইনে চলে, তার প্রতি এত প্রেমের উৎস কোথায়?

দেশে যাওয়ার পথে কম খরচে ওমরাহ করে যেতে পারেন
স্পেশাল ওমরাহ প্যাকেজ $১৫৫০
• ওমরাহ প্যাকেজ
• ওমরাহ ভিসা
• মোয়াল্লেম
• হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট
বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং করা হয়
সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি
৭৪৯
JFK-Dhaka-JFK Return
আমরা IATA অনুমোদিত
আমরা ARC অনুমোদিত
DELTA AIR LINES
Biman BANGLADESH AIRLINES
AmericanAirlines
ETIHAD AIRWAYS
QATAR AIRWAYS
Emirates
Emirates
KUWAIT AIRWAYS
Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO
বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS JACKSON HEIGHTS, NEW YORK
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ার লাইন্সের স্টক হোল্ডার
বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট সবচেয়ে কম দামে আমাদের কাছেই পাবেন।
আমান রঞ্জু
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
কে.এম. শহিদ
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
মাহির
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
জাহাঙ্গীর
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
নিলয়
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
নাহিয়ান আজাদ
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
NEW YORK OFFICE
73-05 37th Road,
Jackson Heights
NY 11372
ATLANTA OFFICE
4229 1st Ave, Suite B,
Tucker, GA 30084
Tel: 404-704-7753
DHAKA OFFICE
C-752, Ridge Dale Shopping Center
Uttar Badda, Dhaka-1212
01349328919
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

চাপের মুখে ট্রাম্প ও রিপাবলিকান পার্টি

অর্থনৈতিক ধাক্কার সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য সংকট ও মধ্যবর্তী নির্বাচনের হিসাব

তুহিন মোহাম্মদ

যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন মধ্যবর্তী (মিডটার্ম) নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক অঙ্গনে এক নজিরবিহীন টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় মেয়াদের মাত্র বিশ মাসের মাথায় এসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর নিজস্ব দল রিপাবলিকান পার্টির জন্যই এক চরম রাজনৈতিক ঝুঁকিতে পরিণত হয়েছেন। আকাশছোঁয়া মূল্যস্ফীতি, মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের সাথে জড়িয়ে পড়া অনির্ধারিত যুদ্ধের বিপুল ব্যয়ভার, অর্থনৈতিক নীতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে সংঘাত এবং দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগ রিপাবলিকান শিবিরকে এক গভীর সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে। ওয়াশিংটনের ক্ষমতা ধরে রাখার লড়াইয়ে রিপাবলিকান প্রার্থীরা যখন মাঠে নামছেন, তখন খোদ প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি এবং বিতর্কিত নীতিগুলোই তাঁদের জন্য সবচেয়ে বড় বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।জনমত জরিপের ফল এবং অর্থনৈতিক বাস্তবতার টানাপোড়েন স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে মার্কিন ভোটারদের মধ্যে এক বড় ধরনের রূপান্তর ঘটছে। একসময়ের যেসব ইস্যু-যেমন অর্থনীতি ও সীমান্ত নিরাপত্তা-ট্রাম্পকে দ্বিতীয় দফায় হোয়াইট হাউসে এনে দিয়েছিল, আজ সেই ইস্যুগুলোতেই সাধারণ মার্কিনিরা তাঁর নেতৃত্বের ওপর আস্থা হারাচ্ছেন। ফলে নভেম্বরের ব্যালটে বড় ধরনের পরাজয় এড়াতে অনেক রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্পের বলয় থেকে দূরত্ব বজায় রাখার কৌশল বেছে নিচ্ছেন।

ফেডারেল রিজার্ভের বিরল বিদ্রোহ ও আর্থিক বাজারে অস্থিরতা : অর্থনৈতিক ফ্রন্টে ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য সবচেয়ে বড় অভ্যন্তরীণ ধাক্কাটি এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ থেকে। মধ্যবর্তী নির্বাচনের ঠিক সাত সপ্তাহ আগে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার সুবিধার্থে অর্থনীতিকে কৃত্রিমভাবে চাঙা করতে সুদের হার নাটকীয়ভাবে নামিয়ে আনার জোর দাবি জানাচ্ছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। এমনকি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে তিনি বোর্ড সদস্যদের ওপর নানাভাবে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করেন।বোর্ড সদস্য লিসা কুককে অপসারণের চেষ্টা গড়ায় দেশটির সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত, যেখানে ট্রাম্পের নির্বাহী সিদ্ধান্ত বাধার মুখে পড়ে। সাবেক ফেড চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েল ট্রাম্পের প্রকাশ্য বিষোদগার সত্ত্বেও পদত্যাগ না করে বোর্ডে অবস্থান নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক অনমনীয়তার বার্তা দেন।সবচেয়ে বড় চমক তৈরি হয় যখন ট্রাম্পের নিজেরই মনোনীত ফেড চেয়ারম্যান কেভিন ওয়ার্শ বোর্ডের বাকি সদস্যদের সাথে একমত হয়ে ট্রাম্পের নির্দেশ সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেন। ট্রাম্প যখন বর্তমান ফেড নেতৃত্বকে 'অযোগ্য' ও 'একগুঁয়ে' আখ্যা দিয়ে সুদের হার শূন্য দশমিক ৫ থেকে ১ শতাংশের জরুরি স্তরে নামানোর দাবি করছিলেন, ঠিক তখনই ফেডারেল রিজার্ভ সর্বসম্মতভাবে সুদের হার ২৫ বেসিস পয়েন্ট বাড়িয়ে ৩.৭৫ থেকে ৪ শতাংশের লক্ষ্যমাত্রায় উন্নীত করে। গত তিন বছরের মধ্যে এটিই প্রথম সুদহার বৃদ্ধির ঘটনা।এই সিদ্ধান্তের মূল চালিকাশক্তি ছিল ট্রাম্প প্রশাসনের নীতিগত ব্যর্থতা। মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের ফলে জ্বালানি তেলের অনিয়ন্ত্রিত মূল্যবৃদ্ধি, অতিরিক্ত সরকারি ঋণ এবং আগ্রাসী বৈশ্বিক শুল্কনীতির কারণে মূল্যস্ফীতি এখনো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাঙ্ক্ষিত ২ শতাংশের লক্ষ্যমাত্রার অনেক ওপরে রয়ে গেছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ফেডের হাতে সুদের হার বাড়ানো ছাড়া কার্যকর কোনো বিকল্প ছিল না। এর তাৎক্ষণিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ওয়াল স্ট্রিটে। ডাও জোন্স সূচক একপর্যায়ে প্রায় ৯০০ পয়েন্ট কমে গিয়ে দিনশেষে ৬০০ পয়েন্ট পতনের মধ্য দিয়ে লেনদেন শেষ করে, যা ২০০৮ সালের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মহামন্দার পর সেপ্টেম্বর মাসের সবচেয়ে বাজে শুরু হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আর্থিক বাজারে দীর্ঘমেয়াদি বন্ডের সুদের হার বেড়ে যাওয়ায় মার্কিন পরিবারগুলোর জন্য বাড়ি ও গাড়ির ঋণ এবং ক্রেডিট কার্ডের সুদ পরিশোধের ব্যয় আরও বেড়ে গেছে।

পেন্টাগনের গোপন সংকট ও আকাশছোঁয়া জীবনযাত্রার ব্যয় : মার্কিন জনরোষের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের সাথে চলা সংঘাতের অর্থনৈতিক ও সামরিক পরিণতি। ট্রাম্প প্রশাসন যুদ্ধের যে চিত্র জনসমক্ষে প্রচার করছিল, মাঠপর্যায়ের বাস্তব তথ্য ছিল তার চেয়ে বহুগুণ বেশি উদ্বেগজনক। ফাঁস হওয়া সামরিক মূল্যায়ন ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে যে, সৌদি আরব ও কুয়েতে অবস্থিত মার্কিন সামরিক অবস্থানগুলোতে ইরানি ড্রোন ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।সবচেয়ে আশঙ্কাজনক হলো, মার্কিন আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার স্থায়িত্ব এখন খাদের কিনারে। পেন্টাগনের অভ্যন্তরীণ সূত্রে জানা গেছে, ধেয়ে আসা ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ভূপাতিত করার জন্য ব্যবহৃত প্রতিরোধমূলক ইন্টারসেপ্টর ক্ষেপণাস্ত্রের মজুত বিপজ্জনকভাবে নিম্নপর্যায়ে নেমে এসেছে। অর্থাৎ যুদ্ধের ময়দানে অব্যাহত আক্রমণ প্রতিহত করার মতো সামরিক অস্ত্র সরবরাহ বজায় রাখা ওয়াশিংটনের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ছে।এই অনির্ধারিত যুদ্ধের আর্থিক বোঝা সরাসরি সাধারণ আমেরিকানদের ঘাড়ে চেপেছে। হরমুজ প্রণালী ঘিরে অচলাবস্থা এবং ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের দ্বারা সৌদি আরবের তেল

এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

> সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করার বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক গণরায় হতে চলেছে। যদি ডেমোক্র্যাটরা সিনেটের নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নেয়, তবে ট্রাম্প প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি ও যুদ্ধনীতি নিয়ে কংগ্রেসীয় তদন্তের এক বিশাল খড়্গ নেমে আসবে। ভোটের আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ বাকি থাকা অবস্থায় রিপাবলিকান পার্টির জন্য বাস্তবতা অত্যন্ত কঠোর। সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক দুর্দশাকে অস্বীকার করে এবং যুদ্ধ ও প্রাতিষ্ঠানিক দমননীতির ওপর ভর করে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা যায় না-মার্কিন রাজনীতির ইতিহাস বারবার সেই সত্যই প্রমাণ করেছে। নভেম্বরের ব্যালট বাক্সই চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করবে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই দ্বিমুখী ব্যর্থতার খেসারত দিয়ে রিপাবলিকান পার্টি ওয়াশিংটনের ক্ষমতা হারাবে, নাকি মার্কিন গণতন্ত্র এক নতুন রাজনৈতিক সংঘাতের মোড়ে গিয়ে দাঁড়াবে

আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধেই কেন এত দুর্নীতির অভিযোগ?

আমীন আল রশীদ

> সুতরাং আসিফ মাহমুদ বিরোধীদলীয় নেতা বলে তার প্রতি অবিচার বা পক্ষপাতদুষ্ট তদন্ত যেমন কাম্য নয়, তেমনি তিনি জুলাই অভ্যুত্থানের সামনের সারিতে ছিলেন বলে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্তে দুদক ছাড় দেবে কিংবা অতীতের মতো দায়মুক্তি দেওয়া হবে-সেটিও যৌক্তিক নয়। অর্থাৎ তদন্ত হতে হবে নির্মোহ ও প্রভাবমুক্ত। সেইসঙ্গে এটিও বিবেচনায় রাখতে হবে যে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ দুর্নীতিরই কোনো তথ্যপ্রমাণ বা রেকর্ড থাকে না। ফলে দুদকসহ যেকোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য সঠিক তদন্ত করে ফ্যাক্ট বের করে নিয়ে আসা বেশ কঠিন। অতএব অর্থপাচারসহ আরও যেসব অভিযোগ আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে উঠেছে, সেগুলোর সঠিক তদন্ত করার সক্ষমতা দুদকসহ রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলোর কতটা আছে, সেই প্রশ্নও এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই

১৩ সেপ্টেম্বর সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে বলা হয়, সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে বিদেশে ১১ হাজার কোটি টাকা পাচারের নতুন অভিযোগ পাওয়ার কথা বলেছে দুদক। এছাড়া ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক এবং ঢাকা ওয়াসা, এলজিইডি ও গাজীপুর সিটি করপোরেশনে কর্মকর্তা নিয়োগে মোট ১৮৭ কোটি টাকা লেনদেনের অভিযোগও করা হয়েছে। এর বাইরে ৩৬ জন জেলা প্রশাসক বা ডিসি পদায়নে ২ কোটি থেকে ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত লেনদেন, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও টেন্ডারে কমিশন নেওয়া এবং নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতিতে অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। নতুন এসব অভিযোগ আসিফের বিরুদ্ধে চলমান অনুসন্ধানের সঙ্গে যুক্ত করে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুদক।

এর আগে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক নিয়োগ, ডিসি পদায়ন, বিভিন্ন সিটি করপোরেশন ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের টেন্ডার, নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতিতে অর্থ লেনদেনের অভিযোগ উঠেছিল আসিফের বিরুদ্ধে। এছাড়া গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, সেতু নির্মাণ, সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ও শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম প্রকল্পে ব্যয় বাড়িয়ে অর্থ আত্মসাৎ এবং বিপুল অর্থ পাচার করে পর্তুগাল, দুবাই, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া ও সুইস ব্যাংকে সম্পদ গড়ার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

এর মধ্যে বিদেশে ১১ হাজার কোটি টাকা পাচারের অভিযোগটি বেশ গুরুতর। কেননা ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের নেতা, মন্ত্রী, এমপি এবং তাদের আশীর্বাদপুষ্ট ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ ছিল বিদেশে টাকা পাচার। অথচ যে জুলাই অভ্যুত্থানের সামনের সারিতে ছিলেন আসিফ মাহমুদ, তার বিরুদ্ধেই যখন হাজার হাজার কোটি টাকা পাচারের অভিযোগ ওঠে, সেটিকে উপেক্ষা করার যেমন সুযোগ নেই, তেমনি এই অভিযোগ প্রমাণ করতে না পারলে যারা অভিযোগ এনেছেন, তাদের বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। কেননা বদলি ও নিয়োগ থেকে ঘুষ গ্রহণ আর বিদেশে ১১ হাজার কোটি টাকা পাচার এক জিনিস নয়।

প্রসঙ্গত, জুলাই অভ্যুত্থানের পরে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের মধ্যে আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধেই সবচেয়ে বেশি অনিয়ম-দুর্নীতি ও ক্ষমতার প্রভাব খাটানোর অভিযোগ উঠেছে এবং একমাত্র তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোই দুর্নীতি দমন কমিশন তদন্ত করছে। আরও একাধিক উপদেষ্টার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠলেও আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের কারো বিরুদ্ধে তদন্ত করেনি দুদক।

সাবেক আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলসহ আরও কয়েকজন সাবেক উপদেষ্টার বিরুদ্ধেও বিভিন্ন সময়ে দুর্নীতি বা অনিয়মের অভিযোগ সামনে এসেছে। কিন্তু অভিযোগ থাকা এবং দুদকের আনুষ্ঠানিক অনুসন্ধান শুরু হওয়া এক জিনিস নয়। আসিফ নজরুলের ক্ষেত্রে অভিযোগ জমা পড়ার খবর পাওয়া গেলেও একই মাত্রায় আনুষ্ঠানিক অনুসন্ধানের ঘোষণা পাওয়া যায়নি। সুতরাং প্রশ্নটি হওয়া উচিত-দুদক কেন একজনের অভিযোগে এত দ্রুত সক্রিয় হলো, আর অন্যদের অভিযোগের ক্ষেত্রে নীরব থাকছে?

আসিফের বিরুদ্ধেই কেন এত অভিযোগ? কেন বর্ষীয়ান আইনজীবী হাসান আরিফকে সরিয়ে আসিফ মাহমুদকে স্থানীয় সরকারের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল-যে মন্ত্রণালয় থেকেই স্থানীয় পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ দেওয়া হয় এবং যে মন্ত্রণালয়ের কাজেই সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি করার সুযোগ থাকে বলে মনে করা হয়-সেই প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। এমন অভিযোগও আছে যে, আসিফ মাহমুদ এবং নাহিদ ইসলাম সরকারে থেকে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) গঠনের ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা দিয়েছেন। এর মধ্যে অর্থের জোগান দিয়েছেন আসিফ। আর এই দলটি গঠনে স্বয়ং প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সমর্থন ছিল ওপেন সিক্রেট। যদিও এনসিপি কখনোই নিজেদেরকে 'কিংস পার্টি' তথা রাষ্ট্রীয় সমর্থন ও সহযোগিতায় গড়ে ওঠা দল বলে স্বীকার করে না এবং এই দল গঠনে অন্তর্বর্তী সরকার, বিশেষ করে আসিফ মাহমুদ সরাসরি কীভাবে অর্থের জোগান দিয়েছেন, তারও কোনো প্রমাণ এখনো প্রকাশিত হয়নি।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, মাত্র দেড় বছর অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করে সাড়ে এগারো হাজার কোটি টাকা পাচার করা কি সম্ভব? মন্ত্রী-আমলা ও ঠিকাদাররা মূলত সবচেয়ে বেশি অর্থ লোপাটের সুযোগ পান বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্প থেকে। কিন্তু ওই সরকারের দেড় বছরে খুব বড় কোনো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়নি। সরকারের হাতে তেমন অর্থও ছিল না। তাহলে আসিফ মাহমুদ এত টাকা কিভাবে অবৈধ উপায়ে উপার্জন করলেন? তাহলে কি এই টাকার উৎস ভিন্ন? কী সেই তরিকা? বলা হয়, ২০২৪ সালের ৫ অগাস্ট আওয়ামী লীগের পতনের পরে দল ও সরকারের প্রভাবশালীদের নিরাপদে দেশ ছাড়ার বিনিময়ে প্রচুর টাকার লেনদেন হয়েছে। সেই টাকার ভাগ কে কতটা পেয়েছেন তা হয়তো কোনোদিনই জানা যাবে না। কিন্তু আসিফ মাহমুদ যখন সরকারের অংশ হয়েছেন, ততদিন যাদের পালানোর কথা, তাদের

এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

আপনার ঘর বা ব্যবসার জন্য
সিকিউরিটি ক্যামেরা ও ভিডিও ডোরবেল দরকার?

- রেসিডেনসিয়াল ও বিজনেসের জন্য ইনডোর ও আউটডোর ইনস্টলেশন।
- প্রফেশনাল সার্ভিস ।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
929-365-1935

নিউইয়র্কে ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে মেজবান

৬২ পৃষ্ঠার পর

আয়োজন করা হয়। মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন দিনাজপুরের ইসলামী রিসার্চ সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাওলানা ড. সাইয়িদ এরশাদ আহমেদ আল বোখারী। প্রধান বক্তা ছিলেন নিউইয়র্কের ব্রুকলিনের বেলাল মসজিদের খতিব ড. মুফতি সৈয়দ আনদারুল করিম আল আজহারী।

অনুষ্ঠানে সংগঠনটির প্রধান উপদেষ্টা শাহজাহান সিরাজীসহ উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা অংশ নেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্রুকসের পার্কচিয়া জামে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা ও ওলামা সোসাইটি ইউএসএর সাবেক সভাপতি আল্লামা জালাল সিদ্দিকী। নাত পরিবেশন করেন হাফেজ মুহিত জামান।

মাহফিলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন, আদর্শ ও ঈদে মিলাদুন্নবীর তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করা হয়। পরে অতিথি ও অংশগ্রহণকারীদের জন্য চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানটি সফল করতে আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আলী আকবর (বাপ্পী) এবং প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন মীর কাদের রাসেল। সদস্য সচিব ছিলেন মাওলানা আইয়ুব আনছারী। আয়োজক কমিটিতে বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করেন ইকবাল হোসাইন, মহিউদ্দিন চৌধুরী খোকন, মোকাদ্দির বিল্লাহ, মোহাম্মদ সরওয়ারুল আলম, মোহাম্মদ কায়সার, ইকবাল হোসেন ভূঁইয়া, মোহাম্মদ জামান, আব্দুল হামিদ, মোহাম্মদ দিদার, মোহাম্মদ গোলাম নবী হোসাইন, হারুন মিয়া ও নুরুল ইসলাম অন্যতম। আয়োজকরা জানান, প্রবাসে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধরে রাখার পাশাপাশি বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধিতে এ ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এষ্টোরিয়ায় বাংলাদেশী মালিকানাধীন বিশ্বস্থ অটো রিপেয়ার শপ

Open 24 Hours

REPAIR

Body Work
Computerized wheel Alignment
Complete Mechanical Work
Rebuild Transmission
Tires & Wheel Balancing
N.Y.S. Inspection
Low Price & Fully Guaranteed

United
Auto Repair & Body Shop, Inc.
Contact: Azam Tel: 718-786-6677
Cell: 917-567-3637, Email: unitedautony@gmail.com

- ১০০% গ্যারান্টি সহ যাবতীয় রিপেয়ার
- দক্ষ মেকানিকের দ্বারা ত্রুটি নির্ণয়
- সুলভ মূল্যে ফুল অটো রিপেয়ার
- নতুন ও রিবিল্ড ট্রান্সমিশন স্থাপন

31 Street
38 Avenue

ইউনাইটেড অটো রিপেয়ার
ইয়েলো ক্যাব, লিমোজিন ও লিভারীর জন্য বিশেষ ছাড়
38-06 31st Street (Betn. 38th & 39th Ave.), Astoria, NY 11101

আটলান্টিক সিটির কমিউনিটি সংগঠন মেয়রের অনুদান পেল

৩ পৃষ্ঠার পর

সংগঠনের তালিকায় বাংলাদেশি প্রবাসীদের দুটি সংগঠন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সি, বিএএসজে ও বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টি, বিএএসি রয়েছে। অনুষ্ঠানে মেয়র তাঁর ভাষণে কমিউনিটির পাশে থাকার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এই অনুদান সংগঠনগুলোকে তাদের বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা এবং কমিউনিটির জন্য নতুন উদ্যোগ বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। অনুষ্ঠানে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, কমিউনিটি সংগঠনের প্রতিনিধি ও আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য সুখবর

১ পৃষ্ঠার পর

দীর্ঘদিনের প্রচলিত একটি ব্যবস্থাকে ওলটপালট করে দিয়েছিল। আগে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত লাখ লাখ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী তাদের পড়াশোনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে থাকার সুযোগ পেতেন। কিন্তু তা আটকে দিয়েছিল ট্রাম্প প্রশাসন। এতে শিক্ষার্থীদেও মধ্যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা নেমে এসেছিল। নতুন নিয়মটিতে শিক্ষার্থী, গবেষক, অধ্যাপক বা অন্যান্য শিক্ষাবিদদের অবস্থানের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৪ বছরে সীমাবদ্ধ করার কথা বলা হয়েছিল। এমন একটি পরিবর্তন পিএইচডি শিক্ষার্থীদের ওপর বড় ধরনের প্রভাব ফেলত। এছাড়া, এই নিয়মের ফলে বিদেশি শিক্ষার্থীদের একই স্তরের দ্বিতীয় কোনো ডিগ্রি নেওয়া, পাঠ্যক্রম পরিবর্তন করা বা অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বদলি হওয়ার সুযোগও সীমিত হয়ে পড়ত।

বিদেশি সাংবাদিকদের ভিসার মেয়াদও মাত্র ২৪০ দিনে সীমাবদ্ধ করা হতো। শিক্ষার্থী ও সাংবাদিকরা ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন করতে পারতেন ঠিকই, কিন্তু সেই অনুমোদন নির্ভর করত ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটির কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তের ওপর। আর মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হলে তার বিরুদ্ধে কোনো আপিল করার সুযোগ থাকত না। সাংবাদিকদের ভিসার মেয়াদ সীমিত করার আদেশও বাতিল করেছে আদালত। ম্যাসাচুসেটসের ফেডারেল ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের বিচারক এফ. ডেনিস সেইলর চতুর্থ এ রায় দিয়েছেন। ট্রাম্প প্রশাসনের আদেশটি অযৌক্তিক ও বেআইনি হিসেবে গণ্য হবে।

ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবে কি না এমন প্রশ্নের সরাসরি কোনো উত্তর দেয়নি। এর পরিবর্তে তারা এক বিবৃতিতে বলেছে: 'গণমাধ্যম যদি সত্যিই প্রকৃত আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের বিষয়ে যত্নশীল হতো, তবে তারা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানাত। কারণ, তিনি ব্যাপক জালিয়াতি রোধে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছেন। এতে কেবল তারাই এই সুযোগ পেতেন যাদের যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করার প্রকৃত উদ্দেশ্য রয়েছে।'

বিচারক সেলোর তাঁর ৪৮ পৃষ্ঠার রায়ে লিখেছেন যে, ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা এই নিয়মটির পক্ষে যে যুক্তি দিয়েছিলেন তা "মূলত গুটিকয়েক বিচ্ছিন্ন ঘটনার ওপর ভিত্তি করে তৈরি; অথচ নতুন এই নিয়মটি সেসব ঘটনা প্রতিরোধ বা এমনকি প্রশমনেও কোনো ভূমিকা রাখবে না। শিক্ষার্থী সেজে আসা অভিবাসীদের দ্বারা ব্যাপক জালিয়াতির কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।"

তিনি আরও বলেন, এই নিয়মের ফলে "যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা ও অর্থনীতির যে ক্ষতি হবে তা বিপর্যয়কর হতে পারে।" তিনি উল্লেখ করেন যে, এই নিয়মটি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করতে নিরুৎসাহিত করবে।

তিনি আরও বলেন, জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এই নিয়মটি প্রয়োজনীয়-ট্রাম্প প্রশাসনের এমন দাবি "হতাশাজনক পর্যায়ের"। এছাড়া কর্মকর্তারা "ব্যাখ্যা করেননি যে কীভাবে চার বছরের সময়সীমা নির্ধারণের বিষয়টি জালিয়াতির মাধ্যমে ভিসা পাওয়া রোধ করবে।"

তিনি আরও বলেন, সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে, ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির নতুন নিয়মটির যৌক্তিকতা বা গুরুত্ব নিয়ে কোনো জোরালো সাফাই গাওয়ার চেষ্টাই করেনি। বস্তুত, তারা জাতীয় নিরাপত্তা কিংবা জালিয়াতি ও অপব্যবহার সংক্রান্ত কোনো প্রমাণ বা কোনো সুচিন্তিত ব্যাখ্যাই উপস্থাপন করেনি।

ZILLUR TAX ACCOUNTING & INSURANCE SERVICES
• Tax Filing & Payroll
• IRS Audit Assistance
• Insurance &
• Real Estate Services
Zillur Rahim
EA, CAA, MBA
IRS Enrolled Agent
• OUR SERVICES
Personal Tax Filing
Business Tax Filing
New Business Setup
Home & Business Insurance
Immigration Services
ITIN Number Application
Notary Services
zillurincometaxnyc@gmail.com
www.zillurtaxandinsurance.com
Cell: 646-322-3254
Office: 718-374-3110
88-11 169 Street, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432

PEOPLE N TECH
A Global Leader In IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Authorized Employment Agency by:
Certified Training Institute by:
Washington University of Science and Technology
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

www.careeracademyny.com
CAREER ACADEMY OF NEW YORK
BECOME A CERTIFIED
HOME HEALTH AIDE
TODAY!
HHA, PCA & PCA TO HHA CERTIFICATION COURSE
347-425-3878
CALL NOW
A CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP
347-425-3878 careeracademyofny@gmail.com
975 Liberty Avenue, Brooklyn, New York-11208

MOHAMMAD ZAHID ALAM
PRESENTS
সংগীত মানুষকে এক করে সংস্কৃতি আমাদের পরিচয়
সুরে সুরে ভালো লাগার এক মিলনমেলা
লাইভ কনসার্ট
কনা
ইমরান
ঝিলিক
০৩ অক্টোবর শনিবার
সন্ধ্যা ৬টা
ইভ্যাঞ্জেল ক্রিস্টিয়ান সেন্টার
39-20 27TH ST. LONG ISLAND CITY, NY 11101
আয়োজনে
TEH BEAUTIFUL LADIES OF USA
জেনারেল $30
ভিআইপি $50
ভিভিআইপি $100
টিকেটের জন্য স্ক্যান করুন
Zahid Alam
+1(929) 328-5971
President & CEO NYSDC
আপনাদের সবার জন্য আমন্ত্রণ
CONTACT | SILVEE AKOND & NADIA CHOWDHURY

এই সপ্তাহের কবিতা

শপথ ভঙ্গ

মহসিন আলম মুহিন

দায়িত্ব নিয়ে শপথ করেও-ভুলে যায় সেই পদ,
রাগের মাথায় শপথ করেও-হারায় যেন পথ।।

ধর্মের নামে শপথ করে-অধর্মে যে পথ চলা,
শপথ করে ভেঙে চুরমার-কেমন ছলাকলা।।

গদিতে বসে অংক কষে-লাভের ঘাটতি হলে,
শপথের বারোটা বাজায় কলা আর কৌশলে।।

সংসারে- খুঁট ঝামেলায় চলবে না আর গতি,
পাক্কা শপথ করেও ভাঙে-খাটে না সুনীতি।।

দরবারে শপথ করে মানবে বিচার-রায় মানবে,
দরবার শেষে রায় মাননি না-এমন কথাই বলবে।।

কাঠগড়াতে দাঁড়িয়ে বলে, সদা সত্য কথাই বলবো,
জেরার সময় উল্টো গীত- শপথ ভেঙেই চলবো।।

শিক্ষাঙ্গনের কর্মকর্তারা-শিক্ষা দেবেন ভালো,
এমন শপথ করেও ভাঙে-নামায় সেথায় কালো।।

সরকারি কর্মকর্তা দেশের প্রাণ, দেশের বড় গর্ব,
এরাও নেতার সাথে তাল মিলিয়ে শপথ করে খর্ব।।

শপথ ভাঙা, খুবই খারাপ-অন্যায় কাজের ধারা,
একবারও ভাবেনা মন, আছে এর কাফফারা।।

সবাই নিয়ম-নীতি মানি, শপথ রাখি সচল,
সবকিছু চলবে ভালো-হবে না কিছুই অচল।।

স্বপ্ননদী

শাকেরা বেগম শিমু

কলকল রবে বয়ে
চলে নিরবধি,
স্রোতসিনী চঞ্চলা
মায়াবী এ নদী।

শাপলা শালুক ফোটে
কমলের ছায়া,
দেখে লাগে অপরূপ
আকাশের কায়া।

নদী ভরা থাকে মাছ
জেলে মাছ ধরে,
নিয়ে যায় হাটে তার
বজরাটা ভরে।

নদীমাতৃক দেশ
সবুজে তা ঘেরা,
তাই এই দেশ সব
দেশ থেকে সেরা।

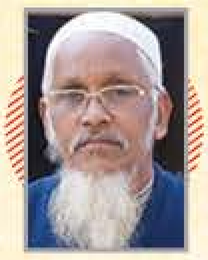

বিদ্রোহী বীর

মো. রজব আলী

আঠারোশ' নিরানব্বই
বর্ধমানের ধারে,
কবি নজরুল জন্ম নিলেন
চুরুলিয়া গ্রামে।

পিতার নামটি ফকির আহমদ
জাহেদা হন মাতা,
ভাগ্য দোষে ভবে এসে
হারান মাথার ছাতা।

রণাঙ্গনের কাব্য লিখে
বিদ্রোহী নাম পেলেন,
দেশকে মুক্ত করতে গিয়ে
জেলের শেলে গেলেন।

সাম্যের কবি দ্রোহের কবি
নামটি পেলেন যিনি,
শোক সাগরের মণি মুক্তা
বাংলার বুকে তিনি।

বিদ্রোহী বীর সর্বোচ্চ শির
জাতীয় এই কবি,
সাংবাদিকরা পত্রিকাতে
প্রকাশ করেন ছবি।

গিরগিটিও হার মানে

মশিউর রহমান রুবেল

ঝটপট ভাও বুঝে,
পাল্টাতে পক্ষ,
চারপাশের অনেকেই,
এই কাজে দক্ষ।

যেদিকে বাতাস বয়,
সেদিকেই ছাতা,
স্বার্থের খাতাতেই,
খোলে তারা পাতা।

ক্ষমতার কাছাকাছি,
ভিড় করে রোজই,
বিপদে পড়লে আর,
রাখে না তো খোঁজই।

বিনা লাভে এক পা-ও,
ফেলে না তো ভাই রে,
কোথা গেলে লাভ হবে,
সেই খোঁজই চাই রে।

গিরগিটি হার মানে,
দেখে রূপ-রঙ্গ,
সুবিধা ফুরালে এরা,
ছাড়ে সব সঙ্গ।

মুখে থাকে মধু আর,
অন্তরে বিষ যে,
এদেরকে চিনে রাখা,
কঠিন এ বিশ্বে।

নীতি আর আদর্শ,
বেচে খায় নিত্য,
লোভের কাছেতে এরা,
সঁপে দেয় চিত্ত।

মুখোশের আড়ালেতে,
চেনা মুখ হাসে,
ভুল করে যেও নাকো,
এদের এ পাশে!

সাগরপার

মাহনূর রহমান

সাগরের পারে নীরব প্রহরে
ঠান্ডা বাতাসের ছন্দে,
মলিন এই ভোরের আলোয়
দু'চোখ ভরে কেবল নতুন
শুকতারা।

শুনেছি সাগরের কণ্ঠ
আকাশের ঘন গর্জন,
এ কেমন ইশারা প্রকৃতির
ভয় সকল আড়াল করে
জয়ের গর্জন গেতে।

অবিরাম শান্তি ঠান্ডা বাতাসে
গায়ে জড়িয়ে মন উড়িয়ে,
শান্তির প্রশ্বাসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে,
এ কেমন ইশারা প্রকৃতির
নীলাভ জলে সকল কষ্ট ডুবিয়ে
মনের রঙে গান গেতে।

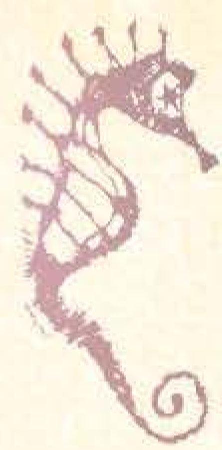

তোমাকেই খুঁজি

আরিয়ান আহমেদ

তিমির-ভাঙা সাঁঝের আলোয় তোমাকেই খুঁজি,
বিরহের দীর্ঘ প্রহরে তোমার স্মৃতিই বুঝি।
শূন্যতার বুকজুড়ে তোমার মায়ার আবেশ,
নীরব হৃদয় আজও খোঁজে তোমারই অন্বেষ।

মেঘের ভাঁজে আঁকি তোমার অস্পষ্ট অবয়ব,
তোমার নামেই সাজাই আমার নীরব বৈভব।
সময় বয়ে যায়, স্মৃতিরা থামে না কোনোদিন
তুমি নেই, তবু তোমাতেই আমার প্রতিটি দিন।

শত জনম পেরিয়েও যদি দেখা হয় আবার,
চোখের মায়ায় হারাব আমি-যেমন হারাই বারবার।
জীবনের শেষ সাঁঝেও একটিই থাকবে চাওয়া-
তুমি থেকো আমার কবিতায়,
যদিও না হওয়া।

তুমিও একদিন

মুহা. জিহাদুল ইসলাম

তুমিও একদিন আমার বিরহে আকাশের মতো অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরাবে
তোমার অশ্রু সেদিন আকাশের অশ্রুর চেয়ে অনেক ভারি হবে
তোমার অশ্রুতে সেদিন ডুবে যাবে পৃথিবীর সমস্ত জনপদ
চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে পর্বতসম দালান
পানিতে কোনোরকমে মাথা তুলে বেঁচে থাকবে মাউন্ট এভারেস্ট।

তোমার শোকের সঙ্গে সেদিন শোক করবে পৃথিবীর সমস্ত উপত্যকা,
শোক করবে সাগর-মহাসাগর, এমনকি পাখিরাও।
শোক ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে
ছড়িয়ে পড়বে গ্রহ-উপগ্রহসহ পুরো মহাশূন্যে।

তুমি সেদিন তোমার নিজস্ব গ্রহটির বিনিময়ে আমাকে খুব করে চাইবে।
কিন্তু সেদিন আর কোনো লাভ হবে না।
মহাশূন্যের সর্বত্র থেকে আমি খসে পড়া তারকার মতো হারিয়ে যাব।
মহাশূন্যের কোথাও আমাকে আর খুঁজে পাবে না।

পিজ্জা এন্ড পোয়েট্রি

হাদির 'আমায় ছিঁড়ে খাও হে শকুন': বিশ্লেষণ

এইচ বি রিতা

একটি প্রতিবাদী শ্লেষাত্মক কবিতা কখন জন্ম নেয়? যখন-কান্নার স্বাভাবিক অধিকারটুকুও রাষ্ট্রীয় ফরমানে নিষিদ্ধ হয়ে যায়, আর মানুষকে বাধ্য করা হয় হাসিমুখে নিজের পরাধীনতা উদ্‌যাপন করতে। যখন রক্তক্ষরণ আর অনাহারের বাস্তবতাকে ক্ষমতার চেয়ারে বসে 'উন্নয়ন' বা 'মুদ্রাস্ফীতি'র মতো শীতল পরিসংখ্যানে ঢেকে দেওয়া হয়।
সোজা কথায় সত্য বলার সবকটি দরজা যখন একে একে বন্ধ হয়ে যায়, কিংবা সমাজ ও রাষ্ট্রে যখন সোজা কথায় সত্য বলা মৃত্যুদণ্ডের সমান, তখন শ্লেষ হয়ে ওঠে নিষ্পেষিত মানুষের ধারালো হাতিয়ার। কবি শহিদ শরিফ ওসমান বিন হাদির 'আমায় ছিঁড়ে খাও হে শকুন' এমনই এক দমবন্ধ করা বাস্তবতার ভেতর থেকে জন্ম নেওয়া রূঢ় আত্মদাহ ও নির্মোহ রাজনৈতিক প্রতিবাদ।

"আমায় ছিঁড়ে খাও হে শকুন
হে সীমান্তের শকুন
এক্ষুনি ছিঁড়ে খাও আমাকে
হে আটলান্টিকের ঈগল
শিগগির খুবলে খাও আমাকে
হে বৈকাল হ্রদের বাজ
আঁচড়ে কামড়ে ছিন্নভিন্ন করো আমাকে।

আমার রক্তরসে শুধু অসহায়ত্ব আর অভাব:
কাগজের কামলারা তারে আদর করে মুদ্রাস্ফীতি ডাকে।
ঋণের চাপে নীল হয়ে যাচ্ছে আমার অণুচক্রিকা
সংসার চালাতে অন্তরে হয় ইন্টারনাল ব্লিডিং
কী আশ্চর্য, তবুও আমি মরছি না!

ওদিকে দোজখের ভয়ে
আত্মহত্যা করবারও সাহস পাই না আমি!
খোদাকে বললাম, আমি মরতে চাই
তিনি বললেন, বেঁচে আছ কে বলল?

সহস্রাব্দ উন্নয়নের সাক্ষী হিসেবে
রাজা তোমাকে মনি করে রেখেছেন!
বাজারে দীর্ঘশ্বাস ফেললে নাকি
রাজ্যের ভীষণ বদনাম হয়
রাজারও মন খারাপ হয় খুব।

কোতোয়ালরা ফরমান জারি করেছে
আমাকে সারাক্ষণই হাসতে হবে!
নইলে দেশি কুকুর ও বিদেশি মাস্তরকে
একবেলা ভালোমন্দ খাওয়ানো হবে আমার মাংস দিয়ে
নিত্যদিন ব্রয়লারের ভুঁড়ি নাকি ওদের ভাল্লাগে না!
অথবা আমাকে ভাগ দিয়ে বেচা হবে
মানুষেরও তো মানুষ খাওয়ার সাধ হতে পারে, তাই না?

ভাগ্যিস তা বিদেশি সুপারশপে বিকি হবে না
দেশি মানুষেরই তো হক বেশি আমাকে খাওয়ার!
এ দোজখই যখন নিয়তি
তখন আমি উদাম হয়ে ডাকছি
দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মাংসাশী বিহগদের

হে ঈগল, চিল ও ভয়ংকর বাজেরা
হে সাম্রাজ্যবাদী সাহসী শকুনিরা
তোমরা এফ-থার্টি ফাইভের মতো
মিগ টুয়েন্টি নাইনের মতো–
দল বেঁধে হামলে পড়ো আমার বুকে
আমার রান, থান, চক্ষু, কলিজা

আজ সব তোমাদের গনিমতের মাল
দেশি শুয়োর খুবলে খাওয়ার আগেই
আমায় ইচ্ছেমতো ছিঁড়ে খাও তোমরা!
দোহাই, শুধু মস্তিষ্কটা খেয়ো না আমার
তা হলে শীঘ্রই দাস হয়ে যাবে তোমরাও।"

ওসমান হাদির 'আমায় ছিঁড়ে খাও হে শকুন' একটি তীব্র রাজনৈতিক, সামাজিক ও অস্তিত্ববাদী শ্লেষাত্মক আধুনিক প্রতিবাদী কবিতা। আপাতদৃষ্টিতে এটি চরম আত্মপীড়ন ও ক্ষোভের প্রকাশ মনে হলেও, এর গভীরে রয়েছে সমকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থা, ভূরাজনীতি এবং সাধারণ মানুষের ওপর চেপে বসা নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে এক নির্মোহ প্রতিবাদ। সাহিত্যের ঘরানা অনুযায়ী এটিকে মূলত তিনটি প্রধান ধারায় বিন্যস্ত করা যায়:

এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

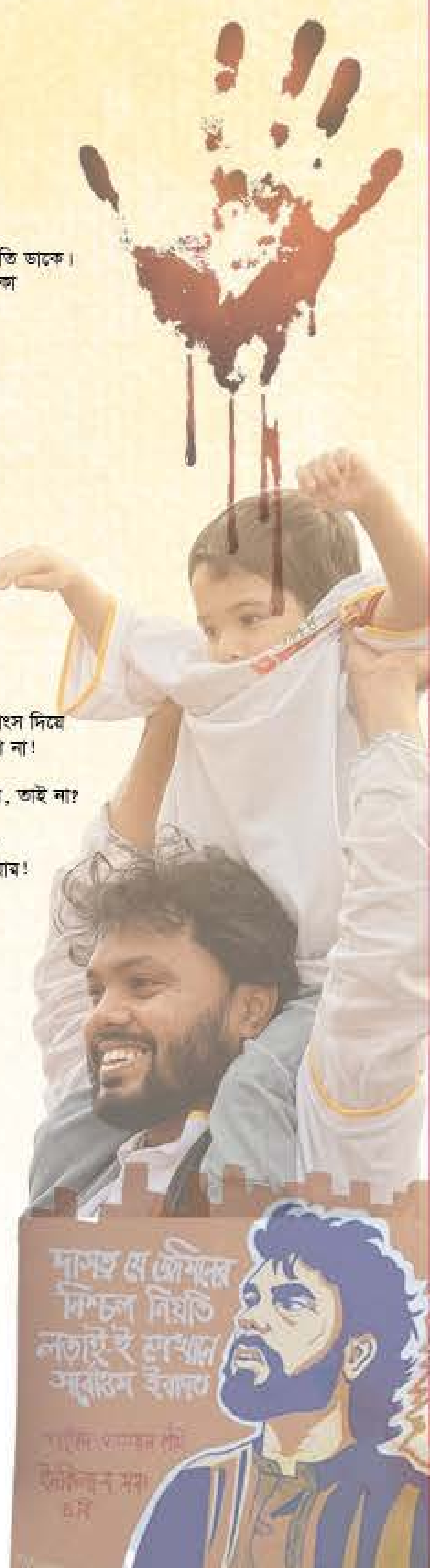

সোনালী ত্রিভূজ-ভূমি

সুমন শামসুদ্দিন

উষ্ণতার আলো জাগে শীতল অন্ধকারের তলে,
পৃথিবীর ভ্রূণমূলে স্ফুরিত হয়ে জহর জ্বলে;
নরম মৃত্তিকা ফেটে জেগে ওঠে প্রত্যাশার বাণী,
তরুণী রশ্মির তাপে নিষিক্ত হয় গোপন পানি।

উর্বর শস্যভূমিতে ক্রমাগত চলে চাষাবাদ,
লাঙলের স্পর্শে জাগে সুখ-নিদ্রার ঘুমন্ত চাঁদ;
ফুঁসে ওঠে কাঞ্চনজঙ্ঘা, ফেটে পড়বে বুঝি চূড়াখানি,
গোপন তাণ্ডবে কাঁপে প্রেষণযন্ত্রের যান্ত্রিক খনি!

আজ পৃথিবীর পেটে ক্রমাগত আগুনের তেজ,
মানবিক পরিবেশ যেন লুপ্ত হায়েনার লেজ;
রেষারেষির কবোষ্ণ আনবিক লেলিহান সাজে,
তীব্র নীল সামাজিক বেদনার হাহাকার বাজে।

শান্তি হারিয়েছে সাহারার ধুলিধূসরিত ঝড়ে,
অশান্ত পরমাণুরা অগ্নিদৃষ্টি নিয়ে ঝরে পড়ে;
অঞ্চলে জেগে উঠেছে এ যুগের পুরোনো রাক্ষস,
গলধঃকরণ করে সভ্য সংস্কৃতি, মান ও যশ!

অধীশ্ব-নাগরিক পাটাতনে সাজানো ত্রিফলা,
সুবিশাল সমভূমি ছিল নির্মল শস্য-শ্যামলা;
যুগে যুগে মৌ-মাছিরা শুষে নেয় মূলদেশ চুমি,
দস্যুর দৌরাত্ম্যে পড়ে থাকে সোনালী ত্রিভূজ-ভূমি!

দূরের নদী

কুলসুম আক্তার সুমী

দু'অক্ষরের একটা শব্দ মোহনীয়
কারো কাছে খুব অচেনা
কারো কাছে চেনাজানা,
কাছের মানুষ, চেনা শব্দ, চেনা গন্ধ, ভীষণ প্রিয়!

নয়ন জুড়ে বিছানো এক শীতলপাটি
দৃষ্টি মেলে নির্ভরতার মূর্ত প্রতীক, বটবৃক্ষ;
ঘুমকাতুরে অবাক চোখে বিশ্ব দেখা...
অনুভবের নরম রোদে হাঁটাহাঁটি।

গল্পে শোনা কঠিন পুরুষ, তীব্র তেজি
চলায় বলায় নয়তো তেমন,
অন্যরকম, আরেকরকম; কিছুটা নয় অনেকখানি
ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসির আলোয় ভিজি।

কখনো সে বিশ্বকোষ, জ্ঞানতাপস
প্রয়োজনে জীবনবাজি মায়ের তরে
কখনো বা প্রান্তিবিলাস...
ষড়রিপুর পরাভবে সেই আপস!

আমার কাছে বাবা মানে দূরের নদী
মনে মনে অবগাহি, সাঁতার শিখি
কাছে যাবো, কাছে পাবো...
ভাবনা মনে সকাল-সন্ধ্যা নিরবধি।

শরত কন্যা

শামছুন ফৌজিয়া

শারদ নীল আকাশ জমিনে
কাশের দোল,
মাথা উঁচিয়ে আনন্দে দোলে
রঙিন কত ফুল।

কখনো রৌদ্র কখনো মেঘ
কখনো শীতল বায়ু,
গনগনে সূর্যের তপ্ততা ফুরিয়ে
কমছে গ্রীষ্মের আয়ু।

টুকরো মেঘে আকাশ ভরা
অভিমানের দাগ,
তটিনীর বুকে বিশাল ঢেউ
গোপন পোষা রাগ।

যাচ্ছে কেটে দিন বিভাবরী
ফুরফুরে মনে বেশ,
শরৎকন্যা রূপের সরসীতে
খুলে দিয়েছে কেশ।

মা যে আমার

সারওয়াৎ জাবীন লুবনা

মা যে যতন মানিক রতন
মা যে হীরক দুল,
মায়ের কোমল পরশ পেয়ে
হৃদয়ে ফোটে ফুল।

মা যে চরম বন্ধু পরম
বুকের পরে বুক,
দুঃখ যত খালাস তত
মিটিয়ে শত চুক।

মা যে আমার ডায়েরি মনের
মনের গহীন কথা,
বলার আগেই সব বুঝে যায়
ব্যথার পর ব্যথা।

মা যেন ওই চাঁদের হাসি
জ্যোৎস্না ছোঁয়া মুখে,
আদর-সোহাগ, শাসন রাশি
জীবন রাখে সুখে।

Trump's Effort to Assert Control Over Elections Continues, Despite Court Loss

Manowarul Islam

The Supreme Court on Monday dealt President Trump a major blow when it blocked his executive order to restrict mail ballots. But Mr. Trump's battle to assert control over the election process is far from finished.

The stymied attempt to have the U.S. Postal Service screen mail ballots was just one piece of a broader effort involving the full power of the federal government to take more control of state-run elections.

Just days before the Supreme Court blocked Mr. Trump's mail ballot order, the Justice Department sent threatening letters to at least 30 top election officials across the country, escalating a fight to gain access to private voter data and election records.

Federal agents are scouring voter rolls managed by states for noncitizens, despite a lack of evidence of widespread fraud. Mr. Trump's homeland security secretary recently pushed for an investigation into whether a commonly used voting machine can be trusted, casting doubt on digital voting systems.

"This is far from over," said Benjamin Hovland, who was ousted from the independent, bipartisan Election Assistance Commission by the Trump administration this year.Mr. Hovland acknowledged that the Supreme Court's decision mitigated "real-world impact" on voters and election workers, particularly since voters in some states have already begun to mail in their ballots. But he said Mr. Trump's actions were alarming.

"What you're seeing is using the apparatus of government, using federal agencies, using taxpayer dollars, to push that narrative that only undermines confidence in our democracy and ultimately hurts voters and election officials," Mr. Hovland said.

Mr. Trump argues that he is trying to secure the integrity of the vote, but his claims of widespread fraud in the election system have been investigated and debunked repeatedly, and critics say his actions needlessly sow doubt about the outcome of the vote. The White House did not immediately respond to requests for comment.

There are stark differences between now and Mr. Trump's first term, when his attempts to undermine the election results in 2020 ran into stiff pushback not only from the courts but also from his own government officials. In his second term, Mr. Trump has surrounded himself with loyalists willing to turn his obsession over the country's election systems into a blitz of federal actions. He has also installed election deniers in key posts.

The Supreme Court's decision on Monday did, however, add to a string of mounting losses for Mr. Trump, who said this year that he wanted to "take over" and nationalize elections. Even before the Supreme Court decision, two lower court judges ruled that Mr. Trump's changes to mail-in balloting were most likely illegal and should not be imposed so close to the November elections.

Trump administration lawyers had urged the Supreme Court to step in and clear the way for its plan to use the Postal Service to screen ballot envelopes after they are Continued on page 26

Mahmoud Khalil Says Columbia Failed to Protect Pro-Palestinian Students

In a federal lawsuit, Mr. Khalil and other former student activists say the university was deliberately indifferent to their harassment even before the 2023 Hamas attacks.

Ajkal Desk

A group of pro-Palestinian former student activists, including Mahmoud Khalil, sued Columbia University in federal court on Monday, accusing the institution of failing to address the persistent and severe harassment they said they encountered as a result of their advocacy.

Mr. Khalil, 31, became the face of Columbia's pro-Palestinian movement on March 8, 2025, when Immigration and Customs Enforcement officers arrested him at his Columbia University apartment building, even though he was a legal permanent resident and not accused of a crime. He spent 104 days in detention, missing the birth of his first child.

(Pic Credit:Scott Heins for The New York Times)

In the weeks and months before his arrest, he had repeatedly asked Columbia administrators to help protect him against the escalating threats he was receiving for his pro-Palestinian advocacy, he said in an interview on Sunday. He said he did not receive assistance.

Columbia's failure to support him was part of a pattern of "deliberate indifference" against him and other pro-Palestinian students that began even before the Hamas-led terror attacks of Oct. 7, according to the lawsuit that he and fellow former students filed on Monday in Manhattan.

"I'm not suing Columbia for what ICE did," Mr. Khalil said. "I'm suing Columbia for creating the conditions for ICE to do what it did."

Columbia declined to comment on the litigation, but released a general statement in response. "Creating a campus environment where every member of our community feels welcome, supported and safe is fundamental to who we are as a university," said Samantha Slater, a Columbia spokeswoman.

Mr. Khalil, who still faces deportation, emerged as a foil for the Trump administration during its aggressive crackdown on pro- Continued on page 26

International Students Could Stay in US until Finish Education

Ajkal Desk

A federal judge in Massachusetts blocked a Trump administration rule that would have shortened the length of visas for international students, academics and foreign journalists.

The rule would have upended a long-running system that allows millions of international students in the United States to stay until they complete their studies. The new rule would instead have capped the stay of a student, researcher, professor or other academic at four years — a change that would significantly affect most Ph.D. students. The rule would also have restricted foreign students from getting a second degree of the same level, changing their field of studies or transferring to a different university. Continued on page 28

Quader, Arafat, Nasim and Three others sentenced to death

Ajkal Desk

The International Crimes Tribunal-2 today sentenced Awami League General Secretary Obaidul Quader and six others to death in a crimes against humanity case over atrocities committed during the July Uprising in 2024.

The other six convicts are former state minister for information Mohammad Ali Arafat, AL Joint General Secretary AFM Bahauddin Nasim, Jubo League Chairman Sheikh Fazle Shams Parash, its General Secretary Moinul Hossain Nikhil, Chhatra League President Saddam Hussain and its General Secretary Sheikh Wali Asif Enan.

A three-member International Crimes Tribunal-2, headed by Justice Nozrul Islam Chowdhury, delivered the verdict around noon. The other two members of the tribunal are Justice Md Manjurul Basit and Justice Nur Mohammad Shahriar Kabir.

The tribunal also ordered the confiscation of half of the assets of Quader, Nasim, Arafat, Parash and Nikhil.

It also ordered that the confiscated assets be sold and the proceeds handed over as compensation to the families of those killed in the July Uprising and those injured. The tribunal said the compensation would be provided through the July Foundation or another statutory institution.

According to the prosecution, Quader, as AL general secretary and a cabinet minister, exercised command and control over law enforcement agencies and armed cadres of the AL, Jubo League and Chhatra League [now banned] to violently suppress the quota reform movement that began on July 1, 2024.

The prosecution alleged that more than 1,400 protesters were killed and over 25,000 were seriously injured in widespread, systematic and targeted attacks on the civilian population carried out with the accused's knowledge and involvement.

The prosecution also alleged that Nasim helped organise and facilitate the party's response, while Arafat played a role in controlling the media and suppressing reports of killings and violence.

It accused Parash and Nikhil of mobilising Jubo League activists, alleging that Nikhil himself opened fire on protesters.

BCL leaders Saddam and Enan were accused of assembling armed Continued on page 28

40th Toronto FOBANA Concludes in Toronto

Ajkal Desk

The 40th FOBANA (Federation of Bangladeshi Associations of North America) conference was held in Toronto, Canada, from September 4 to 6, drawing a large number of expatriate Bangladeshis from both the United States and Canada. Over the course of this vibrant three-day event—held during the Labor Day weekend—participants shared stories of the happiness, prosperity, and progress of the diaspora, while also discussing the various challenges inherent in expatriate life. The conference was attended by expatriates from the US and Canada, as well as prominent figures from Bangladesh's cultural, social, and business sectors.

Organizers believe that this three-day event played a pivotal role in reconnecting the diaspora with Bangladeshi culture and heritage, while also fostering camaraderie between the Bangladeshi communities of the two neighboring countries.

The conference, marking FOBANA's 40th anniversary, kicked off with a spectacular opening ceremony on September 4 at the Don Valley Hotel in Toronto, attended by a packed audience. On the very first day, lifetime achievement awards were presented to distinguished personalities from Bangladesh's cultural and entertainment spheres. Notable recipients included legendary film actress Bobita, magician Jewel Aich, actress Shanta *Continued on page 26*

BNP Holds Preparatory Meeting in New York to Welcome Tarique Rahman

Ajkal Desk

A preparatory meeting was held in New York to welcome Tarique Rahman. Organized by the State BNP, the meeting took place on Sunday, September 13 (local time), at a restaurant in Jackson Heights. Tarique Rahman is scheduled to arrive in the United States on September 21 to attend the 81st session of the United Nations General Assembly.

Presided over by New York State BNP President Maulana Atiqur Rahman, the meeting focused on plans to accord a grand reception to the party chairperson, Tarique Rahman, at JFK Airport on September 21. Leaders and activists were instructed to remain completely peaceful and not be provoked by anyone; instead, they were told to make the entire area resound with slogans of "Greetings and Welcome" *Continued on page 26*

Swagata's journey through cinema, music and upcoming films

Anik Raj

Zinat Sanu Swagata has worn many hats over the years — film and television actor, model, presenter and singer. Yet, one of the lesser-known chapters of her career began when she was barely three and a half years old.

The daughter of late musician and Bangladesh Television music composer Khoda Boksh Sanu, Swagata grew up surrounded by music and the arts. She started learning music from her father at an early age, but long before audiences came to know her as an actress, she had already appeared on the big screen.

Between the ages of three and a half and seven, Swagata acted in four films. Her childhood screen debut came with "Linza", followed by "Satiputra Abdullah", "Shomman" and "Top Mastan". It is a part of her journey that remains largely unknown to many. Looking back, Swagata says she entered films at such a young age largely because of her parents.

Today, with a career spanning acting, music, modelling and presenting, Swagata continues to remain connected to the arts. One of her films, "Manusher Bagan", is currently awaiting release after receiving censor clearance.

Swagata enrolled at Tarang Lalitkala Academy when she was young, where she received training in acting. She said she began learning music from her father, Khoda Boksh. "Music lessons were held at our home. My father taught me," she said. She also said, "I learnt classical music from Anil Kumar Saha when I was young. To be honest, my love for music goes back many years. Although audiences mostly know me as an actress, I have continued to pursue music."

Speaking about her father, Swagata said, "My father was a music composer for Bangladesh Television. I learnt many things about music from him. I received a lot of support from my father and mother."

Renowned cultural personality Abdullah Al Mamun was the head *Continued on page 28*

NY INSURANCE
BROKEAGE INC.
TLC INSURANCE SPECIALIST
718 476-2025

NY CAR & LIMO
SERVICES INC
BLACK & GREEN CAR BASE
718 727 4444

BEGINNER'S
DRIVING ACADEMY
YOUR DRIVER LICENSE IS OUR RESPONSIBILITY
929 244-7730

DMV EXPRESS
PLATES
NEW, SURRENDER & TRANSFER
TITLE
NEW & DUPLICATE TITLE REQUEST
REGISTRATION
NEW, REPLACE, RENEWAL & TRANSFER
929-244-7730
EXCELSIOR

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

Member of

FRANCHISE BROKER ACADEMY

FRANCHISE | L1A VISA | E2 VISA | POLITICAL ASYLUM

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37 16 73rd street, Suite: 402, Jackson Heights, NY 11372.

Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590

Cell: (201) 456-3103, Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

হটলাইন : +১ ৭১৮ ৪৩৩ ৯০০১

সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

রেনোভেশন/রিপিয়ার/কনস্ট্রাকশন

আপনি কি বাসা-বাড়ির কাজের জন্য লোক খুঁজছেন? আমরা আপনাকে সহযোগিতা করতে পারি।

আমরা Binghamton এ কাজ করে থাকি

আমাদের কাজসমূহ:

* গরম পানির ট্যাঙ্ক ইনস্টলেশন/ মেরামত
* যে কোন প্রকার পাম্বিলিংয়ের কাজ/বাথরুম/কিচেন/অন্যান্য
* যে কোন প্রকার টাইলসের কাজ/নতুন ইনস্টলেশন/রিপ্লেস/ রেনোভেশন
* নতুন বাথরুম ইনস্টলেশন/রিপিয়ার
* কার্পেটিং/নতুন রুম/এক্সটেনশন
* ড্রাই ওয়াল/পেইন্ট/রি-পেইন্ট
* ব্যাকইয়ার্ড/ডক/বারান্দা/ছাদ
* উড ফ্লোর/পলিশ/নতুন ইনস্টলেশন/ক্লিনিং
* অয়েল হিটিং সিস্টেম পুরনোটি রিপ্লেস এবং নতুন থার্মাল ইনস্টলেশন।

Free ইস্টিমেট করা হয়ে থাকে

যোগাযোগ:

WOVENA CONSTRUCTION INC

172-11, 93 Ave, Jamaica, NY 114333

Phone: 347-822-9052, 716-828-6677

wovenatexusa@gmail.com

MONIR SECURITY TRAINING SCHOOL

37-22 73 Street Suite # 1C
Jackson Heights, NY 11372

347-659-8842

7 DAYS OPEN

আমাদের আছে ঃ

1. 8 Hours Pre-Assingnment Class (for New License)
2. 8 Hours Annual Class (Every Year)
3. 16 Hours OJT Class (for New License)

KARNAFULLY
TRAVEL INC.

বিশেষ সুবিধা:
মহিলাদের জন্য আলাদা মহিলা গাইডের সুব্যবস্থা রয়েছে।

এক্সক্লুসিভ ওমরাহ প্যাকেজ
নভেম্বর ২০২৬

ভ্রমণ তারিখ

জেএফকে - জেদ্দা	মদিনা - জেএফকে	মোট দিন
৪ নভেম্বর	১৪ নভেম্বর	৯ দিন (২টি জুম্মা - মক্কা ও মদিনায়)

প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত:

- বিমান টিকিট (যাতায়াত)
- ভিসা
- ৫-তারকা হোটেল হারাম শরীফের কাছে (ক্লক টাওয়ারে) ভিআইপি নাস্তার ব্যবস্থা।
- লাক্সারি বাসে সম্পূর্ণ স্থল পরিবহন (বিমানবন্দর থেকে বিমানবন্দর)
- গাইডের সাথে উমরাহ পালন
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় স্থান ভ্রমণ (গাইড সহ)।
- মক্কা তায়েফ এবং মদিনা ওয়াদি-ই-জ্বিন অতিরিক্ত ভ্রমণ।
- মহিলাদের জন্য আলাদা মহিলা গাইডের সুব্যবস্থা আছে।
- রাওদার পারমিট পেতে সহায়তা করা হয়।

প্রতি রুমে ৪ জন

KARNAFULLY TRAVEL INC.
37-16 73rd St. Suite #201 FR, Jackson Heights, NY 11372

facebook Karnafully Hajj & Umrah service

Office : 718-205-6050
Celll & WhatsUp : 917 691 7721
Celll & WhatsUp : 646 724 5933 (MINU)

karnafullytravel@yahoo.com | www.karnafullytravel.com

চাপের মুখে ট্রাম্প ও রিপাবলিকান পার্টি

১২ পৃষ্ঠার পর

গোলযোগের কারণে আন্তর্জাতিক জ্বালানি তেলের বাজার মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে পেট্রোলের জাতীয় গড় মূল্য পৌঁছেছে প্রতি গ্যালনে প্রায় ৪ ডলার ৩৬ সেন্টে, আর ক্যালিফোর্নিয়ার মতো স্টেটে তা ৬ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের হিসাবে, কেবল অতিরিক্ত জ্বালানি ব্যয় মেটাতেই মার্কিন পরিবারগুলোকে অতিরিক্ত ১০০ বিলিয়ন (১০ হাজার কোটি) ডলারের মতো বিশাল বোঝা টানতে হচ্ছে। জ্বালানির এই চড়া দাম সরাসরি নিত্যপণ্যের পরিবহন খরচ, কাঁচামাল ও খাদ্যসামগ্রীর দাম বাড়িয়ে দিয়ে পুরো অর্থনীতিতে এক চরম সংকটের সৃষ্টি করেছে। ট্রাম্পের কট্টর সমর্থক হিসেবে পরিচিত সাধারণ ভোটাররাও এখন প্রকাশ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করে বলছেন যে তাঁরা এই দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধে ক্লান্ত।

জনমতের লাল সংকেত ও ট্রাম্পের ভোটব্যাংকে ভাঙন : জাতীয় পর্যায়ের জনমত জরিপগুলো রিপাবলিকান পার্টির জন্য এক চরম অশনিসংকেত বহন করছে। নিউ ইয়র্ক টাইমস ও সিয়েনা কলেজের যৌথ সমীক্ষায় দেখা গেছে, কংগ্রেসের জাতীয় ব্যালটে ডেমোক্র্যাটরা রিপাবলিকানদের চেয়ে সরাসরি ৮ পয়েন্টের বড় ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হলো, যেসব ইস্যুতে অতীতে ট্রাম্পের প্রতি সাধারণ মানুষের অগাধ আস্থা ছিল-যেমন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, বাজেট ঘাটতি হ্রাস, জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং অভিবাসন-সেসব বিষয়েও ভোটাররা এখন রিপাবলিকানদের বদলে ডেমোক্র্যাটদের ওপর বেশি ভরসা করছেন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ট্রাম্পের মূল রাজনৈতিক ঘাঁটিতে বড় ধরনের ভাঙন দৃশ্যমান।

শ্বেতাঙ্গ অস্নাতক শ্রেণি : ট্রাম্পের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ভোটব্যাংক হিসেবে বিবেচিত নন-কলেজ শিক্ষিত শ্বেতাঙ্গ ভোটারদের মধ্যেও জীবনযাত্রার ব্যয় মোকাবিলায় ট্রাম্পের ভূমিকার বিরুদ্ধে অসন্তোষ ২১ শতাংশ বেশি দলীয় সমর্থকদের মোহভঙ্গ: চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে যেখানে ৭২ শতাংশ রিপাবলিকান সমর্থক মনে করতেন দেশের অর্থনীতি আগের চেয়ে ভালো হয়েছে, বর্তমান অর্থনৈতিক ধাক্কায় সেই হার নাটকীয়ভাবে নেমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২৯ শতাংশে। দুর্নীতির তীব্র অভিযোগ: আন্তর্জাতিক জরিপ সংস্থাগুলোর মতে, ৫৩ শতাংশ সাধারণ মার্কিনি ট্রাম্পকে 'দুর্নীতিগ্রস্ত' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে তাঁর অনুকূল গ্রহণযোগ্যতা নেমে এসেছে মাত্র ১৮ শতাংশে। সাধারণ মানুষ যখন জ্বালানি তেল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় মুদি সামগ্রীর মধ্যে কোনটি কিনবে তা নিয়ে হিসাব মেলাতে পারছে না, তখন হোয়াইট হাউসের ভেতর কোটি কোটি ডলার ব্যয়ে ব্যক্তিগত বলরুম নির্মাণ এবং রাষ্ট্রপতির পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে বিদেশি সুবিধা গ্রহণের একের পর এক খবর সাধারণ ভোটারদের ক্ষোভকে আরও উসকে দিয়েছে।

প্রার্থীদের পলায়নপর রাজনীতি ও সেন্সরশিপের অপকৌশল: আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনে সম্ভাব্য ভরাডুবি ঠেকাতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দলীয় প্রার্থীদের এক বিতর্কিত পরামর্শ দিয়েছিলেন-প্রচারণা চালাতে হবে যেন ব্যালটে প্রার্থীর নাম নয়, খোদ ট্রাম্পের নাম রয়েছে; এবং প্রতিটি নাগরিককে ৫,০০০ ডলার করে নগদ অর্থ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

তবে ওয়াশিংটন পোস্টের এক অনুসন্ধানী বিশ্লেষণে দেখা গেছে, রিপাবলিকান প্রার্থীরা ট্রাম্পের এই পরামর্শ কার্যত আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। রাজনীতিবিদদের লাখ লাখ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্ট বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, অধিকাংশ রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্পের নাম উচ্চারণ পর্যন্ত এড়িয়ে যাচ্ছেন। তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এলাকার প্রার্থীরা দলীয় সম্মেলন বর্জন করছেন এবং নিজেদের নির্বাচনী ওয়েবসাইট ও প্রচারপত্র থেকে ট্রাম্পের নাম ও ছবি পুরোপুরি মুছে ফেলছেন। প্রার্থীরা বুঝতে পেরেছেন যে জনরোষ থেকে বাঁচতে ট্রাম্পের ব্যক্তিগত ইমেজ থেকে দূরে থাকাই এখন তাঁদের রাজনৈতিক অস্তিত্বের একমাত্র উপায়। অন্যদিকে, ব্যর্থতা আড়াল করতে প্রশাসন বেছে নিয়েছে গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ ও নজিরবিহীন সেন্সরশিপের পথ। ফেডারেল কমিউনিকেশনস কমিশনের (এফসিসি) মাধ্যমে টিভি চ্যানেলগুলোর লাইসেন্স বাতিলের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে জনপ্রিয় রাজনৈতিক স্যাটায়ার ও ব্যঙ্গাত্মক অনুষ্ঠানগুলোকে নিশানা করা হচ্ছে। কিন্তু এই দমননীতির মুখেও অভিনব প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। কমেডিয়ান জিমি কিমেলের শোতে টেক্সাসের ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থীর সাক্ষাৎকারটি টেলিভিশনে প্রচার করতে না দিলে তা সরাসরি ইউটিউবে প্রকাশ করা হয়, যা টেলিভিশনের নিয়মিত দর্শকের তুলনায় পাঁচ গুণেরও বেশি মানুষ দেখে ফেলে। অর্থাৎ দমনপীড়ন চালিয়ে গণমাধ্যমের মুখ বন্ধ করার অপচেষ্টা উল্টো বুমেরাং হয়ে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই সাধারণ মানুষকে আরও বেশি সোচ্চার করে তুলছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের পর এটিই মার্কিন ইতিহাসে সবচেয়ে আগ্রাসী সেন্সরশিপকারী প্রশাসনিক চরিত্র বলে মনে করছেন সমাজতাত্ত্বিকরা।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও ওয়াশিংটনের ভবিষ্যৎ ক্ষমতার সমীকরণ : বর্তমান এই পরিস্থিতি আমেরিকার রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মনে করিয়ে দিচ্ছে ১৮৯০ এবং ২০০৬ সালের ঐতিহাসিক মধ্যবর্তী নির্বাচনের কথা। ১৮৯০ সালে উইলিয়াম ম্যাককিনলের উগ্র শুল্কনীতির কারণে মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষে (House of Representatives) রিপাবলিকানরা রেকর্ড ৯৩টি আসন হারিয়েছিল। একইভাবে ২০০৬ সালে ইরাক যুদ্ধের অজনপ্রিয়তা ও অভ্যন্তরীণ সংকটের মুখে পড়ে জর্জ ডব্লিউ বুশের রিপাবলিকান পার্টি কংগ্রেসের উভয় কক্ষেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল। ২০২৬ সালের এই নির্বাচন কেবল আইনসভার সাধারণ ক্ষমতার রদবদল নয়, বরং এটি ট্রাম্পের একতরফা আগ্রাসী নীতি, পররাষ্ট্র যুদ্ধ এবং সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করার বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক গণরায় হতে চলেছে। যদি ডেমোক্র্যাটরা সিনেটের নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নেয়, তবে ট্রাম্প প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি ও যুদ্ধনীতি নিয়ে কংগ্রেসীয় তদন্তের এক বিশাল খড়্গ নেমে আসবে। ভোটের আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ বাকি থাকা অবস্থায় রিপাবলিকান পার্টির জন্য বাস্তবতা অত্যন্ত কঠোর। সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক দুর্দশাকে অস্বীকার করে এবং যুদ্ধ ও প্রাতিষ্ঠানিক দমননীতির ওপর ভর করে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা যায় না-মার্কিন রাজনীতির ইতিহাস বারবার সেই সত্যই প্রমাণ করেছে। নভেম্বরের ব্যালট বাক্সই চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করবে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই বিমুখী ব্যর্থতার খেসারত দিয়ে রিপাবলিকান পার্টি ওয়াশিংটনের ক্ষমতা হারাবে, নাকি মার্কিন গণতন্ত্র এক নতুন রাজনৈতিক সংঘাতের মোড়ে গিয়ে দাঁড়াবে।

যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ-ক্ষমতার চেয়ারে বসলে কি গল্পটা বদলায়?

৬ পৃষ্ঠার পর

রাখতে হবে, রাজনৈতিক কর্মী জানেন কার ছায়ায় থাকতে হবে। অর্থাৎ ব্যক্তি দুর্নীতির চেয়েও ভয়ংকর হলো দুর্নীতির সংস্কৃতি। গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে নতুন প্রজন্ম সামনে এসেছে, তাদের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক পুঁজি ছিল নৈতিক অবস্থান। তারা পুরোনো রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কথা বলেছে। লুটপাট, দখল, নিয়োগ-বাণিজ্য, টেন্ডার কমিশন, দলীয়করণ সবকিছুর বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান ছিল স্পষ্ট।

সেই কারণেই নতুন প্রজন্মের কোনো নেতার বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযোগ উঠলে তার অভিঘাতও বেশি। কারণ তখন শুধু একজন ব্যক্তিকে নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না। প্রশ্ন ওঠে একটি রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি নিয়ে।

মানুষ জানতে চায়, আমরা কি সত্যিই নতুন রাজনীতিতে ঢুকেছি, নাকি পুরোনো ব্যবস্থার নতুন সংস্করণ দেখছি? এখানে আবেগের জায়গা নেই। আবার রাজনৈতিক প্রতিহিংসারও জায়গা নেই।

আসিফ মাহমুদ দোষী হলে তাঁকে আইনের মুখোমুখি হতে হবে। নির্দোষ হলে তদন্তের পর তাঁকে পরিষ্কারভাবে দায়মুক্ত হতে হবে। মাঝখানে 'অভিযোগ আছে, তাই অপরাধী'-এমন কোনো গণতান্ত্রিক পথ নেই।

একই নিয়ম দুদকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যদি আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান হয়, তাহলে একই ধরনের অভিযোগে অন্য রাজনৈতিক দলের নেতা, সাবেক মন্ত্রী, বর্তমান মন্ত্রী, আমলা বা ব্যবসায়ী কেউই বাদ পড়তে পারেন না।

আইনের চোখে রাজনৈতিক পরিচয় কোনো ঢাল হতে পারে না। আবার বিরোধী রাজনৈতিক পরিচয়ও অপরাধের প্রমাণ নয়। এই ভারসাম্যটিই সবচেয়ে কঠিন। সবচেয়ে বড় বিপদ বাছাই করা, ন্যায়বিচার দুর্নীতিবিরোধী লড়াই ব্যর্থ হয় তখনই, যখন রাষ্ট্রের কাছে 'নিজের লোক' ও 'অন্যের লোক'- এর জন্য আলাদা মাপকাঠি তৈরি হয়। নিজের লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে বলা হয় ষড়যন্ত্র। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে উঠলে বলা হয় দুর্নীতির প্রমাণ। এটিই বাছাইমূলক ন্যায়বিচার। এই সংস্কৃতি দুর্নীতি কমায় না। শুধু দুর্নীতির মালিকানা বদলায়।

মালয়েশিয়ার রাজনীতিতেও দুর্নীতিবিরোধী তদন্তকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক পক্ষপাতের অভিযোগ উঠেছে। অর্থাৎ শুধু তদন্ত শুরু করলেই প্রতিষ্ঠান বিশ্বাসযোগ্য হয় না; তদন্তের পদ্ধতি, প্রমাণ, স্বচ্ছতা এবং সবার ক্ষেত্রে একই মানদণ্ড প্রয়োগই বিশ্বাসযোগ্যতার ভিত্তি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তাই দরকার।

দুদককে দেখাতে হবে, এটি কারও রাজনৈতিক ক্যারিয়ার ধ্বংস করার অভিযান নয়। আবার কোনো ক্ষমতাবানকে রক্ষার ব্যবস্থাও নয়। প্রমাণ থাকলে মামলা হবে। প্রমাণ না থাকলে অভিযোগের সমাপ্তি হবে। আর কেউ মিথ্যা অভিযোগ করলে তার দায়ও নির্ধারণ করতে হবে।

তাহলে পরিবর্তন কোথায়? আজ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক প্রশ্ন সম্ভবত এটিই। পুরোনো ক্ষমতাবানদের সরিয়ে নতুন ক্ষমতাবান বসানো কি পরিবর্তন?

যদি নিয়োগ-বাণিজ্য থাকে, পরিবর্তন কোথায়? যদি টেন্ডারে কমিশন থাকে, পরিবর্তন কোথায়? যদি বদলি-পদায়নে দরদাম থাকে, পরিবর্তন কোথায়? যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যক্তিগত সম্পদ তৈরির মাধ্যম হয়, তাহলে নতুন রাজনীতি আর পুরোনো রাজনীতির পার্থক্য কোথায়?

এই প্রশ্নের উত্তর কোনো দলীয় স্লোগানে নেই। উত্তর আছে প্রতিষ্ঠানে। শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান থাকলে ক্ষমতাবানও ভয় পায়। দুর্বল প্রতিষ্ঠান থাকলে ক্ষমতাই হয়ে ওঠে আইন।

আর তখনই 'লঙ্কা' তৈরি হয়। 'রাবণ' তখন কোনো এক ব্যক্তির নাম থাকে না। রাবণ হয়ে ওঠে একটি ব্যবস্থা, যেখানে ক্ষমতা জবাবদিহির ঊর্ধ্বে, দল আইনের ঊর্ধ্বে, আর নেতা প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বে।

সেই কারণে আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে ১১ হাজার কোটি টাকা পাচারের অভিযোগ সত্য কি না-এটি অবশ্যই জানতে হবে। কিন্তু তার সঙ্গে আরও একটি প্রশ্নের উত্তরও দরকার: এই রাষ্ট্র কি সত্যিই কাউকে প্রমাণ ছাড়া অপরাধী বানাবে না, আবার প্রমাণ থাকার পরও কাউকে ক্ষমতার কারণে ছাড়বে না?

এই প্রশ্নের উত্তর নির্ধারণ করবে নতুন বাংলাদেশের চরিত্র।

আসিফ মাহমুদ নির্দোষ হলে তাঁকে নির্দোষ প্রমাণের সুযোগ দিতে হবে। অভিযোগ সত্য হলে তাঁর রাজনৈতিক পরিচয় তাঁকে রক্ষা করতে পারবে না। আর অভিযোগ মিথ্যা হলে এত বড় অভিযোগ তৈরির পেছনে কারা ছিল, সেটিও তদন্ত হওয়া উচিত।

কারণ ন্যায়বিচার মানে শুধু অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া নয়; নির্দোষকে অপবাদ থেকেও রক্ষা করা।

মালয়েশিয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের একটি কঠিন শিক্ষা দেয়-ক্ষমতার শীর্ষে থাকা মানুষও একদিন আদালতের সামনে দাঁড়াতে পারেন। বাংলাদেশেও সেই সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দল নয়, ব্যক্তি নয়, জনপ্রিয়তা নয়, প্রমাণই হবে শেষ কথা।

নতুন রাজনীতির সবচেয়ে বড় পরীক্ষা নির্বাচন নয়, বক্তৃতাও নয়। পরীক্ষা হলো, নিজের লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে আপনি কি একই আইনের পক্ষে দাঁড়ান, যে আইন দিয়ে গতকাল আপনার প্রতিপক্ষকে বিচার করতে চেয়েছিলেন? যদি দাঁড়ান, তাহলে পরিবর্তন সত্যি। যদি না দাঁড়ান, তাহলে বদলেছে শুধু পতাকা, বদলায়নি রাজনীতি।

তাই 'যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ' এই প্রবাদকে আর কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে ছুড়ে দেওয়ার আগে রাষ্ট্রকে একটি প্রশ্ন করতে হবে: আমরা কি রাবণের মুখ বদলাতে চাই, নাকি লঙ্কার নিয়মটাই বদলাতে চাই? কারণ মুখ বদলালে ইতিহাস বদলায় না। রাবণকে সরিয়ে যদি রাবণের আসনটি অক্ষত রাখা হয়, একদিন সেখানে আবার কেউ বসবেই।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক ও কলামিস্ট।

যা বলার তা কি বলছে গণমাধ্যম

৩ পৃষ্ঠার পর

জন্য নতুন নতুন গল্প বা সংবাদ ও প্রশাসনভেদে নতুন কাহিনির প্রয়োজন পড়ে না। আমাদের এমনই কপাল, একজোড়া সাংবাদিক খুন হয়েছিল সেই কবে, আজও তার সুরাহা হয়নি। প্রতিবার বদলে যাওয়া নতুন গল্পে মিশেযারা মানুষ, উদ্ভ্রান্ত মিডিয়াও দিশেহারা বটে। রংপুরের ঘটনার কথাই ধরি। কে জানে কোন পথে এগোবে এবং কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তার শেষ অংশ। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা কোনো অমূলক বা গল্পের বিষয় না।

আমরা যদি অতীতের দিকে তাকাই, মাঝে মাঝে যে সময়টুকুতে আমাদের দেশের মিডিয়া স্বপ্নে উঠতে পেরেছিল, সে সময়টাতেই জয়ী হয়েছিল সমাজ, জয়ী হয়েছিল আমাদের স্বদেশ। আজ আমরা এমন এক সভ্যতার কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছি, যখন মানুষ নিজেই একেকটি মিডিয়া। যার হাতে মোবাইল ফোন, তার হাতেই ক্যামেরা। আর হালিও বলতে থাকা ঘটনার বিবরণ ও একধরনের মিডিয়া বৈকি। কে অস্বীকার করবে এই সোশ্যাল মিডিয়া কত রহস্য উন্মোচন করেছে, কত ঘটনা সুরাহা করার পথ দেখিয়েছে!

সামাজিক মিডিয়া একদিকে যেমন শক্তিশালী তরবারি, আরেক দিকে খোলা ছুরি। এর ওপর নির্ভর বা বিশ্বাস করার একটা সীমা আছে। অন্যদিকে, মুদ্রিত ও ডিজিটাল টিভি মিডিয়া একবার যা বলে বা লেখায়, সেটাই স্থায়ী। পরে দুঃখ প্রকাশ করা বা মাফ চাইলেও যা বলার বা যা লেখার তা কিন্তু হয়েই যায়।

বলছিলাম গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে। গণমাধ্যমের প্রকৃত স্বাধীনতা আসলে ব্যক্তি বা সমাজের পাশাপাশি দেশের ওপর নির্ভরশীল। গণতন্ত্র, বাকস্বাধীনতা আর চিন্তার মুক্তি ছাড়া তা অসম্ভব। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে স্বাধীনতা, তাকে অস্বীকার করলে বা তাকে সঙ্গে নিয়ে না এগোলে দেশ এগোবে কীভাবে? স্বাধীনতার এত বছর পরও আমরা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে এক বিপন্ন বিস্ময় ও মোহের মধ্যে আছি। আশা করি এই ঘোর বিপদ কেটে স্বাধীনতার দীপ্তি আমাদের গণমাধ্যমকে মুক্ত আলোর পথ দেখাবে; যাতে দেশ, সমাজ ও মানুষের আস্থা আর ভালোবাসা জয়ী হবে। জয়ী হবে বাংলাদেশ।

লেখক: অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী কলামিস্ট।

আমি ডাক্তার কদম আলী, আমার কোনো ডিগ্রি নাই

৭ পৃষ্ঠার পর

হাসপাতালে আনার কারণে, নাকি প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাবে হয়েছে-তা নির্ধারণ করবেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পর্যালোচনা কমিটি। এই প্রক্রিয়া দ্রুত, স্বচ্ছ ও রোগীবান্ধব হতে হবে। কিন্তু বিচার হবে প্রমাণের ভিত্তিতে; মবের ভিত্তিতে নয়।

চিকিৎসককে ভয় দেখিয়ে, অপমান করে বা হাসপাতালে হামলা চালিয়ে মানসম্মত চিকিৎসা পাওয়া যায় না। বরং চিকিৎসকেরা ঝুঁকিপূর্ণ রোগীকে গ্রহণ করতে ভয় পান, জরুরি সিদ্ধান্তে বিলম্ব হয়, রেফারেল বাড়ে এবং শেষ পর্যন্ত সাধারণ রোগীই চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হন।

শয্যা কম, রোগী বেশি-এ বাস্তবতা সব জানে না : বাংলাদেশের সরকারি হাসপাতালগুলোর বড় সংকট হলো-শয্যার তুলনায় বহুগুণ রোগীর চাপ। দেশের পুরোনো ও বড় মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল গুলোতে অনুমোদিত শয্যার দুই থেকে তিন গুণ, কোথাও আরও বেশি রোগী ভর্তি থাকেন। অনেক রোগীকে করিডোরে, বারান্দায়, ওয়ার্ডের মেঝেতে, লিফটের সামনে বা সিঁড়ির কাছাকাছি জায়গায় চিকিৎসা নিতে হয়।

এটি কোনো চিকিৎসকের ব্যক্তিগত ব্যর্থতা নয়; এটি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কাঠামোগত ব্যর্থতা।

একজন চিকিৎসক যখন নির্ধারিত সংখ্যার কয়েক গুণ রোগী দেখেন, একজন নার্স যখন বিপুলসংখ্যক রোগীর ওষুধ, ইনজেকশন, পর্যবেক্ষণ ও জরুরি সেবা সামলান, একজন টেকনোলজিস্ট যখন সীমিত যন্ত্রপাতি নিয়ে শত শত পরীক্ষা সম্পন্ন করেন, তখন ভুলের ঝুঁকি বাড়ে। কিন্তু এই ঝুঁকির দায় শুধু মাঠ পর্যায়ের চিকিৎসক, নার্স বা স্বাস্থ্যকর্মীর ওপর চাপিয়ে দিলে সমস্যার সমাধান হবে না। রোগী যদি শয্যা না পান, তার কারণ চিকিৎসক নন।

রোগী যদি মেঝেতে চিকিৎসা নেন, তার কারণ চিকিৎসক নন।

আইসিইউ শয্যা না থাকলে, অক্সিজেন সংকট হলে, রিএজেন্ট না থাকলে, মেশিন নষ্ট থাকলে বা পর্যাপ্ত নার্স না থাকলে-তার দায় শুধু দায়িত্বে থাকা চিকিৎসকের ওপর দেওয়া অন্যায়। এই বাস্তবতা বুঝতে হবে।

দেশে প্রায় দেড় লাখ নিবন্ধিত এমবিবিএস ও বিডিএস চিকিৎসক থাকলেও তাঁদের সবাই সরকারি হাসপাতালে কর্মরত নন, সবাই একই অঞ্চলে কাজ করেন না এবং সবাই একই ধরনের সেবা দেন না। চিকিৎসক, নার্স, মিডওয়াইফ, টেকনোলজিস্ট ও সহায়ক কর্মীর সংখ্যা বাড়লেও জনসংখ্যা, রোগীর চাপ এবং হাসপাতালের বিস্তারের তুলনায় তা এখনো অপর্যাপ্ত। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো-জনবলের অসম বণ্টন। রাজধানী ও বড় শহরের বাইরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, দক্ষ নার্স, অ্যানেসথেটিস্ট, টেকনোলজিস্ট এবং জরুরি সেবার ঘাটতি প্রকট।

হাসপাতালের সংকট শুধু চিকিৎসকের নয় : একটি হাসপাতালকে কার্যকরভাবে চালাতে শুধু চিকিৎসক যথেষ্ট নন। প্রয়োজন-

* পর্যাপ্ত শয্যা;
* চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক;
* নার্স ও মিডওয়াইফ;
* মেডিকেল টেকনোলজিস্ট;
* ফার্মাসিস্ট;
* পরিচ্ছন্নতাকর্মী;
* ওয়ার্ড বয় ও সাপোর্ট স্টাফ;
* নিরাপত্তাকর্মী;
* অ্যাম্বুলেন্স ও রেফারেল ব্যবস্থা;
* রক্তব্যাংক ও জরুরি ল্যাবরেটরি;
* অক্সিজেন, ভেন্টিলেটর, মনিটর ও জরুরি ওষুধ;
* সিটি স্ক্যান, এমআরআই, এক্স-রে, আল্ট্রাসনোগ্রাম ও পরীক্ষাগারের নিরবচ্ছিন্ন সেবা;
* সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা;
* রোগীর অভিযোগ গ্রহণ ও সমাধানের ব্যবস্থা।

এসবের যেকোনো একটি দুর্বল হলে রোগীর চিকিৎসা ব্যাহত হয়। কিন্তু আমাদের বাস্তবতায় অনেক সরকারি হাসপাতালে একই সঙ্গে শয্যা সংকট, জনবল ঘাটতি, পরীক্ষা-নিরীক্ষার সীমাবদ্ধতা, যন্ত্রপাতি বিকল থাকা, ওষুধ ও রিএজেন্ট সংকট, পরিচ্ছন্নতাকর্মীর ঘাটতি এবং নিরাপত্তাহীনতা থাকে। একটি হাসপাতালের জরুরি বিভাগে রোগী ভর্তি হলো, কিন্তু শয্যা নেই। তাকে মেঝেতে রাখতে হলো। রোগীর পরীক্ষা প্রয়োজন, কিন্তু যন্ত্র নষ্ট বা রিএজেন্ট নেই। বাইরে পরীক্ষা করতে হলো। আইসিইউ প্রয়োজন, কিন্তু শয্যা খালি নেই। চিকিৎসক রুগীকে উচ্চতর কেন্দ্রে পাঠালেন। এরপর রুগীর স্বজনের মনে ধারণা তৈরি হলো-"ডাক্তার চিকিৎসা দিলেন না।" অথচ বাস্তবতা হলো, চিকিৎসক সীমিত ব্যবস্থার মধ্যে রোগীর জন্য সর্বোত্তম পথ খুঁজেছেন।

সরকারি হাসপাতালকে শক্তিশালী না করে চিকিৎসকের বিচার নয় : দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় সরকারি হাসপাতাল শক্তিশালী না হলে মানুষের ভরসা অনিয়ন্ত্রিত ও অনানুষ্ঠানিক চিকিৎসাদাতাদের ওপরই থাকবে। জেলা হাসপাতাল গুলোতে পর্যাপ্ত বিশেষজ্ঞ, অ্যানেসথেসিয়া সেবা, জরুরি অস্ত্রোপচার, রক্তব্যাংক, আইসিইউ-এইচডিইউ, নিরবচ্ছিন্ন পরীক্ষা ও নিরাপদ রেফারেল ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জরুরি সেবা, মৌলিক পরীক্ষা, প্রসূতি সেবা, শিশু সেবা, স্ট্রোক ও হৃদ্রোগের প্রাথমিক ব্যবস্থাপনা এবং দ্রুত রেফারেলের সক্ষমতা নিশ্চিত করতে হবে। জেলা পর্যায়ে রোগীর অবস্থা অনুযায়ী দ্রুত উচ্চতর কেন্দ্রে পাঠানোর জন্য কার্যকর অ্যাম্বুলেন্স নেটওয়ার্ক থাকতে হবে। রাজধানীর কয়েকটি বড় হাসপাতালকে দেশের সব রোগীর শেষ আশ্রয় বানিয়ে রাখলে শয্যা ও জনবলের ওপর চাপ বাড়তেই থাকবে। ফলে একজন রোগী চিকিৎসা পাওয়ার আগে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবেন, আর একজন চিকিৎসক রোগী দেখার আগে অমানবিক চাপের মুখে পড়বেন।

ভুয়া চিকিৎসা বন্ধ ও মব প্রতিরোধে রাষ্ট্রের করণীয় : স্বাস্থ্যখাতকে শৃঙ্খলায় আনতে অবিলম্বে কয়েকটি দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে।

প্রথমত, প্রকৃত চিকিৎসক শনাক্তে একটি জাতীয় ডিজিটাল রেজিস্ট্রি তৈরি করতে হবে। রোগী মোবাইল নম্বর বা কিউআর কোড স্ক্যান করেই চিকিৎসকের নিবন্ধন, ডিগ্রি ও বিশেষজ্ঞতার তথ্য যাচাই করতে পারবেন।

দ্বিতীয়ত, ভুয়া চিকিৎসক, ভুয়া বিশেষজ্ঞ, অবৈধ চেম্বার ও অননুমোদিত ক্লিনিকের বিরুদ্ধে জাতীয় পর্যায়ে সমন্বিত অভিযান চালাতে হবে। এই অভিযান যেন শুধু ছবি তোলা বা সাময়িক ভ্রাম্যমাণ আদালতে সীমাবদ্ধ না থাকে; পুনরাবৃত্ত অপরাধের ক্ষেত্রে লাইসেন্স বাতিল, জরিমানা ও ফৌজদারি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

তৃতীয়ত, ওষুধের দোকানে প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক, ইনজেকশন ও ঝুঁকিপূর্ণ ওষুধ বিক্রি বন্ধ করতে হবে। ফার্মেসিগুলোকে প্রশিক্ষিত ফার্মাসিস্ট ও ডিজিটাল নজরদারির আওতায় আনতে হবে।

চতুর্থত, হাসপাতাল ও ক্লিনিকের লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে চিকিৎসক, নার্স, টেকনোলজিস্ট, জরুরি সেবা, অক্সিজেন, রক্তব্যবস্থা, সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ এবং রোগী-নিরাপত্তার ন্যূনতম মানদণ্ড কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

পঞ্চমত, প্রতিটি হাসপাতালের জন্য রোগী অভিযোগ গ্রহণ ও দ্রুত সমাধানের স্বাধীন ব্যবস্থা থাকতে হবে। গুরুতর অভিযোগ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রাথমিকভাবে পর্যালোচনা এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশেষজ্ঞ বোর্ডের প্রতিবেদন দিতে হবে।

ষষ্ঠত, হাসপাতালকে 'মবমুক্ত নিরাপদ অঞ্চল' ঘোষণা করতে হবে। জরুরি বিভাগ, ওয়ার্ড, আইসিইউ, সিসিইউ ও অপারেশন থিয়েটারে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীর ওপর হামলা হলে দ্রুত মামলা, তদন্ত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

সপ্তমত, সরকারি হাসপাতালের শয্যা, জনবল, যন্ত্রপাতি, ওষুধ, রিএজেন্ট, আইসিইউ ও জরুরি সেবার তথ্য নিয়মিত জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে। মানুষ জানতে চান-কত শয্যার হাসপাতালে কত রোগী ভর্তি, কত চিকিৎসক ও নার্স আছেন, কোন পরীক্ষা চালু আছে, কোন যন্ত্র নষ্ট, কত দিন ধরে নষ্ট এবং কবে তা মেরামত হবে। এই স্বচ্ছতা জবাবদিহি বাড়াবে, গুজব কমাবে এবং মব তৈরির সুযোগ সংকুচিত করবে।

চিকিৎসা পেশার মর্যাদা ফিরুক : চিকিৎসককে সম্মান দেওয়া মানে ভুলকে আড়াল করা নয়। রোগীর অধিকার নিশ্চিত করা মানে চিকিৎসককে অপমান করা নয়। ভুয়া চিকিৎসা বন্ধ করা মানে প্রকৃত চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ তৈরি করা নয়। আর কোনো রোগীর মৃত্যুর সুষ্ঠু তদন্ত চাওয়া মানে হাসপাতাল ভাঙচুর করা নয়।

বাংলাদেশের চিকিৎসকেরা সীমিত শয্যা, সীমিত জনবল, অপ্রতুল যন্ত্রপাতি এবং বিপুল রোগীর চাপের মধ্যেও নিরলস সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। সেই সেবাকে নিরাপদ রাখতে হবে। একই সঙ্গে পেশার ভেতরের অনৈতিকতা, অনিয়ম, কমিশন নির্ভরতা ও অদক্ষতা দূর করতে হবে।

রাষ্ট্রকে বুঝতে হবে-ভুয়া চিকিৎসক ও হাসপাতাল কেন্দ্রিক মব একই মুদ্রার দুই পিঠ। একদিকে ভুয়া চিকিৎসা রোগীর জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলে, অন্যদিকে মব প্রকৃত চিকিৎসা সেবাকে অচল করে দেয়। দুটোরই লাভবান হয় দালালচক্র, অনিয়ন্ত্রিত ব্যবসা এবং অরাজকতা। আমরা একটি মানবিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও জবাবদিহিমূলক স্বাস্থ্যব্যবস্থা চাই। যেখানে রোগী নিরাপদ থাকবেন, চিকিৎসক নিরাপদ থাকবেন এবং হাসপাতাল হবে সেবার স্থান-ভয়, অপমান ও মবের স্থান নয়।

লেখক: অধ্যাপক, এমবিবিএস (ডিএমসি), এমডি (কার্ডিওলজি), বিভাগীয় প্রধান, কার্ডিওলজি বিভাগ, পপুলার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল।

Mybestfly
New York, United States
Dhaka, Bangladesh
Nov 21
Return Date
DISCOUNT
Plan your next flight
সামার সেল! সামার সেল!
Emirates
Scan Me
এই সামারে বিমান, এমিরেটস, কাতার, টার্কিশ এবং
সৌদি এয়ারলাইন্স এর ফ্লাইট বুকিংয়ে পাচ্ছেন বিশেষ ছাড়
ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট
www.mybestfly.com
Emirates
QATAR AIRWAYS القطرية
TURKISH AIRLINES
السعودية SAUDIA
Biman BANGLADESH AIRLINES
এছাড়াও আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিশ্বের সকল দেশের ইন্টারন্যাশনাল
এবং ডোমেস্টিক ফ্লাইট বুক করতে পারবেন
BOOK ONLINE
mybestfly.com
CALL TO BOOK
718-406-9745
Global Tours & Travel
USA Office
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA
Dhaka Office
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka-1000

জাতিসংঘে তারেকের ৯৬ ঘণ্টার সফর

১ পৃষ্ঠার পর

স্পেশাল বিমান এনে প্রায় ১ মাস জেএফকে বিমানবন্দরে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। এতে এভিয়েশন ডিপার্টমেন্টকে কয়েক লাখ ডলার দিতে হয়েছিল পার্কিং ফি হিসেবেই।

তারেক রহমানের কেন এই কৃচ্ছ্রতা। কেনইবা মাত্র ৪ দিনের সফর। অনেকে বলেছেন, নাগরিক সংবর্ধনার নামে ডোনেশন নেয়ার খবর ছিল ঢাকায়। কমিউনিটিতে ছিল আলোচনাও। এতে ক্ষুব্ধ তারেক সংবর্ধনার আয়োজন বন্ধের নির্দেশ দেন। বাংলাদেশের সরকার প্রধানদের ইতিহাসে এতো সংক্ষিপ্ত সফর করেননি কোন সরকার প্রধান। তার মূল সফর ছিল ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। সফর করার কথা ছিল সানফ্রান্সিসকো। তাও বাতিল করেছেন। দায়িত্বশীল সূত্রগুলো এই প্রতিবেদককে জানান, ছোট প্রতিনিধিদল নিয়ে আসার পেছনে তার কৃচ্ছ্রতাসাধনের বহিঃপ্রকাশ।

প্রধানমন্ত্রীর নাগরিক সংবর্ধনা বাতিল হলো কেন?

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সংবর্ধনা নেবেন কিংবা তাকে সংবর্ধনা দেয়া হবে এমন কোন সিদ্ধান্তই ছিল না। তবে সংবর্ধনার সম্ভাবনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট, জাতিসংঘস্থ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন, ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতাকর্মীরা আলোচনা করছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গিয়াস আহমেদ সংবর্ধনার প্রাক আলোচনা করতে ঢাকায় গিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে তাকে বারবার বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের লাখ লাখ ডলার খরচ করে প্রধানমন্ত্রী সংবর্ধনা নিতে আগ্রহী নন। তিনি দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্যোগে সংবর্ধনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি নিউইয়র্কে ফিরে দলীয় উদ্যোগে সংবর্ধনা হবে বলে সাংবাদিকদের জানান। ম্যানহাটনের ম্যারিয়ট মারকুইস হোটেলে সংবর্ধনার জন্য বুকিংও দিয়েছিলেন। বুকিং ছিল ২৫ সেপ্টেম্বরের জন্য।

প্রধানমন্ত্রীর সানফ্রান্সিসকো সফর বাতিল হবার পর দৃশ্যপট পাল্টে যায়। তারেক রহমান ২৪ সেপ্টেম্বর ভাষণ দিয়েই ২৫ তারিখ দেশে ফিরতে চান। ভেস্তে যায় নাগরিক সংবর্ধনার সকল আয়োজন। গত বুধবার গিয়াস আহমেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী ২৫ সেপ্টেম্বর দেশে ফিরে যাচ্ছেন। এমতাবস্থায় সংবর্ধনা সম্ভব নয়। তবে ২৫ তারিখ বিকেলে তিনি স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মীদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন। যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান এই প্রতিবেদককে জানান, প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। তবে সংবর্ধনা হচ্ছে না। আগামীকাল ১৯ সেপ্টেম্বর শনিবার প্রধানমন্ত্রীর সফর নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে আমরা বিস্তারিত তথ্য ও কর্মসূচি তুলে ধরবো।

Trump's Effort to Assert Control Over Elections Continues, Despite Court Loss

Continued from page 18

submitted by state elections officials. The new rules would require states to submit lists of voters approved to receive mail ballots. The Postal Service would then deliver the ballots only to the voters on the lists. In addition to the loss on Monday, Mr. Trump's other attempts to pressure states over the election process have faced legal setbacks.

The Justice Department has sued 30 states for unredacted voter lists, which include personal information like driver's license numbers and partial Social Security numbers.

They have lost 23 of those cases. Decisions are pending in the rest.

The federal actions, as well as the various court decisions, have caused alarm among local election officials and voters, according to election experts. This month, the chief election officials in seven Republican-controlled states filed a brief to the Supreme Court, arguing that with less than two months until Election Day, it was too close to the midterms to make any major changes to the election process. Some states including North Carolina, Delaware and Alabama had already mailed out their ballots, even before the Supreme Court issued a final decision. "Attempting to implement the rule now will almost certainly lead to mistakes, delays and confusion for both voters and election officials," the brief stated. But it was not just the pending Postal Service rule that has caused confusion and upended coordination among local election officials and the federal government.

The administration has also asked the Supreme Court to intervene to allow it to move forward with an effort to build citizenship lists by merging data from various agencies, including the Department of Homeland Security and the Social Security Administration. A lower court has so far blocked the use of that tool, which administration officials argue is needed to verify citizenship for voting, among other purposes. In July, Markwayne Mullin, the homeland security secretary, threatened election officials in a speech and said they could face prison time if they did not comply with the Trump administration's efforts to change election policies. Officials in the Justice Department have also explored whether they could bring criminal charges against state or local election officials if the administration determined they had not sufficiently safeguarded their computer systems.

The Federal Emergency Management Agency, which sits under the Homeland Security Department, is demanding that states change the way they conduct elections or risk losing tens of millions in federal terrorism-prevention funds. Kimball W. Brace, the president of Election Data Services, an organization that works with local governments on election preparedness, said he did not expect the Supreme Court decision to stop Mr. Trump's broader effort to pursue his election grievances.

"I don't anticipate people on the Republican side not wanting to continue and push their side of the story as much as possible," Mr. Brace said.

Distrust of the election process among voters is growing ahead of the November elections. A survey from The Associated Press and the NORC Center for Public Affairs Research and USAFacts showed that only 34 percent of U.S. adults trust government certifications of election results "a great deal" or "quite a bit," down from 40 percent in 2024.

Mr. Trump has also gutted the government's election security infrastructure. Experts warn that his cuts to agencies tasked with coordinating election security with state governments could reduce visibility into foreign influence campaigns and cyberattacks. Mr. Brace said all the executive actions have fueled pressure on local election officials. "They don't want to deal with this crazy pressure that various interests and various individuals have pushed on the election administration," he said.

(Source-NY Times)

Mahmoud Khalil Says Columbia Failed to Protect Pro-Palestinian Students

Continued from page 18

Palestinian campus protests. The 2023 and 2024 protests divided the Columbia campus, with thousands joining in, and others, including some Jewish students, saying they were too disruptive or made them feel unsafe.

But Mr. Khalil's detention marked a frightening new phase for student activists, sparking demonstrations nationwide and crystallizing concerns that under President Trump, even a legal permanent resident could be detained for political speech. In recent months, Mr. Khalil has also filed a lawsuit accusing Trump administration officials, pro-Israel groups and a conservative think tank of colluding to suppress his constitutional rights.

The lawsuit filed on Monday seeks to hold Columbia responsible for failing to end the harassment it claims was faced by more than a dozen members of the SIPA Palestine Working Group, an advocacy organization that Mr. Khalil led while a student at Columbia's School of International and Public Affairs between 2023 and 2025.

The student group was formed in 2018 to "encourage a more holistic understanding of Palestine," according to its mission statement. The lawsuit charges that when the fliers for the group's events were torn down, or when group members faced anti-Palestinian or Islamophobic rhetoric from fellow students, Columbia did not do enough to stop it.

The lawsuit says that the treatment of the group worsened under the current dean of SIPA, Keren Yarhi-Milo, who is named as a defendant in the lawsuit. After she began as dean in 2022, the group faced extra roadblocks when organizing events compared with other organizations, the lawsuit claims. When its events did take place, Columbia sent security personnel, which pro-Palestinian students found intimidating.

After the Oct. 7 attacks, an outside organization, Accuracy in Media, published photographs and names of student group members that were accessible only to people with Columbia passwords, the lawsuit said. The students were publicly shamed on a truck circling campus with their faces under the words "Columbia's Leading Antisemites."

When students met with Dean Yarhi-Milo to ask that she investigate who leaked the photographs, she initially dismissed their concerns, the lawsuit stated. The images were removed from the Columbia platform several days later, but the damage was already done, the lawsuit said. Websites that Accuracy in Media created that accuse the former students of being antisemitic remain active. *(By Sharon Otterman)*

40th Toronto FOBANA Concludes in Toronto

Continued from page 19

Islam, and musicians Khalid Hasan Milu (posthumous) and Andrew Kishore (posthumous). The opening day featured seminars and discussions on contemporary issues alongside colorful cultural performances. Prominent businessman, FOBANA Chairman, and "Weekly Aajkaal" Editor Shah Newaz served as the Chief Patron of the conference. Convention Chief Executive Abu Zobayer Darah and other leading figures from the local community were also present. Former footballer Enayetur Rahman and actress Shanta Islam were among the many others who received honors.

Musical performances at the opening ceremony were delivered by artists from both Bangladesh and Toronto, including Selim Chowdhury, Akhi Alamgir, Jhilik, and Pintu Ghosh, accompanied by captivating dance performances. With music, dance, performances by star artists, honors for distinguished individuals, and an array of traditional food and products, the Don Valley Hotel transformed into a delightful, miniature Bangladesh.

A vibrant, large-scale Bangladeshi fair was held on the second and third days of the conference. Organized jointly by Central FOBANA and the local Canadian host, "Taste of Bangladesh," the fair—held at the intersection of Birchmount Road and Danforth Road in Toronto—drew massive crowds on both days. The overwhelming turnout of thousands shattered all previous records; many estimated that attendance exceeded 10,000. Alongside stalls featuring traditional clothing, jewelry, various goods, and authentic cuisine, the event hosted open-air concerts and captivating dance performances. More than a hundred stalls offering diverse products and cultural programs were set up under the open sky. The gathering of thousands of Bangladeshis in one place recreated the atmosphere of a traditional "Baishakhi Mela" (New Year's fair) amidst life abroad. On foreign soil, the fair became a lively celebration of Bangladeshi culture and heritage, with people from other local communities also joining in the festivities.

Popular artists from both Bangladesh and the diaspora—including Dolly Sayantani, Selim Chowdhury, Rano Newaz, Fakir Shahabuddin, Shahnaz Beli, and Onki Raj—performed music on the second and third days, filling the entire festival with joy and excitement. On the final day, distinguished individuals who had made significant contributions across various fields within the Bangladeshi communities of Toronto and the United States were honored.

Distinguished guests at the conference included Toronto Mayor Olivia Chow, Member of Provincial Parliament (MPP) Fatima Sajan, newly elected MP for East York Tanvir Shahanaz, Toronto mayoral candidate Brad Bradford, Conservative Party candidate Dr. Tarun (who contested the recent Scarborough by-election), and local City Councillor Parthi Kandavel, alongside other prominent figures from local political, social, and cultural spheres. Although the three-day event steeped in native culture has concluded, expatriate Bangladeshis felt as though they had once again reconnected with their roots through FOBANA. Key contributors to the conference included Russell Rahman (Founder of 'Taste of Bangladesh'); Khokon Rahman (President of the organizing body, Bangladesh Society SC); Jahirul Islam (General Secretary); Sanchay Chaki (Admin Director); and organizing committee members Shibu Chowdhury, Ashish Chowdhury, Dewan Azim, and Syed Shamsul Alam, among others.

BNP Holds Preparatory Meeting in New York to Welcome Tarique Rahman

Continued from page 19

for Tarique Rahman. The BNP leader is scheduled to address the United Nations on September 24. Activists were also directed to be present in front of the UN on that day to welcome his address.

Anwar Hossain Khokon, the BNP's International Affairs Secretary, attended the metropolitan committee meeting as the chief guest. Speakers at the event included Gias Ahmed (member of the Central BNP Executive Committee), Saidur Rahman Said (State BNP Secretary), Jashim Uddin (Vice President), Arifur Rahman (Senior Joint General Secretary), Roich Uddin (Organizing Secretary), Syeda Mahmuda Akter Shirin (former Women's Affairs Secretary of US BNP), Kazi Asaduzzaman (BNP leader), and former State BNP Joint Conveners Aminul Islam Chowdhury, Badrul Haque Azad, Humayun Kabir, Dewan Kawsar, Ashraf Hossain, Anisur Rahman, Ebad Chowdhury, Neera Rabbani, R. Mahbubul Haque, M.A. Kaiyum, Ziaur Rahman Milon, Khandaker Saifur Rahman Sabu, Saiful Alam Apu, and Rana Chowdhury. Also present were Sirajuddowla Babul (Chief Advisor, Buffalo BNP), Mohammad Sohel Helal (Vice President), and advisors Anwar Hossain, Engineer Moinuddin, and Al-Amin.

জ্যাকসন হাইটসে ডাইভারসিটি প্লাজার পাশেই
বিশ্ব ট্রাভেলস
BISSHO TRAVELS
QATAR
VISA
অল্প খরচে
উমরাহ প্যাকেজ
অভিজ্ঞ মোয়াল্লেম দ্বারা পরিচালিত
Masjidul A Robin
Founder and CEO
আমাদের সার্ভিস সমূহ
এয়ার টিকেট
উমরাহ প্যাকেজ
ভিসা সার্ভিস
মানি ট্রান্সফার
ট্রাভেল গাইডেন্স
বাংলাদেশ/ইউএসএ পাসপোর্ট রিনিউ
আমাদের ভিসা সার্ভিস
সৌদি উমরাহ/টুরিস্ট ভিসা
ইন্ডিয়া ভিসা
ইউকে ভিসা
কানাডা ভিসা
ইউরোপ/শেনজেন ভিসা
দুবাই ভিসা
Call করুন:
+1 (929) 994-4422
74-03 37th Rd, Jackson Heights, NY 11372
bisshotravels@gmail.com
আপনার যাত্রা, আমাদের দায়িত্ব

International Students Could Stay in US until Finish Education

Continued from page 18

Foreign journalists would also have been limited to visas of just 240 days. Students and journalists could apply for extensions, but approval is at the discretion of officials at the Department of Homeland Security, and a declined extension is unappealable. Judge F. Dennis Saylor IV of the Federal District Court in Massachusetts, who was nominated to the court by President George W. Bush, ruled that the Trump administration's reasoning for implementing the rule was so arbitrary that it was unlawful.

The Department of Homeland Security did not answer a question on whether it would appeal the ruling, instead responding in a statement: "if the media really cared about legitimate international students, they would be thanking President Trump for cracking down on the rampant fraud to ensure only those truly intending to study in the United States are given the privilege." There is no evidence of widespread fraud by immigrants posing as students. Judge Saylor wrote in his 48-page ruling that Trump officials based their reasoning for the rule "almost entirely on a small handful of anecdotes, each of which involved incidents that the new rule would do nothing to prevent or even mitigate." He added that "damage to the higher education system and to the economy of the United States" from the rule was "likely to be catastrophic," noting that the rule would discourage international students from attending U.S. universities. Judge Saylor noted that the Trump administration estimated "that compliance costs alone will likely total more than $250 million in the first year." "Notwithstanding the scale of the likely harm," Judge Saylor wrote, "the government's proffered rationales for the rule are exceptionally weak," adding that the Trump administration's claim "that the rule is necessary to safeguard national security borders on the absurd" and that officials "did not explain how a four-year cap will prevent individuals from obtaining visas by fraud." He continued, "As to journalists, D.H.S. makes no real effort even to defend the new rule on its merits — in fact, it did not offer any national security or fraud-and-abuse evidence, or indeed provide any reasoned explanation, at all." The government's rationales for the rule were so weak, Judge Saylor wrote, that it "raises legitimate questions as to whether its real purpose is not to safeguard national security and protect our borders, but to achieve other, undisclosed, goals — such as, for example, asserting greater government control over academic institutions and the press." Judge Saylor also wrote that "the possibilities for abuse" in the process of applying for a visa extension were rampant.

Swagata's journey through cinema, music and upcoming films

Continued from page 19

of Swagata's university's Film and Media Department. Swagata said, "I was very happy to have Abdullah Al Mamun Sir at that time. He was an immensely talented person. One day, Sir told me, 'I'm writing a series for you. You have to act on it.' I told him, 'I want to become a filmmaker. I am more interested in directing.' Sir said, 'Who told you that you can't do anything else if you act? You can do everything while acting as well.'"

Swagata said she was deeply impressed by his words. "I liked what sir said. I had once thought I would never act and would only pursue music. I was completely focused on music and had big dreams centred around it. But Abdullah Al Mamun sir encouraged me to act. He told me I would do well in acting. When I was a little reluctant, he said, 'Why wouldn't you be able to? You can do everything.' After that, I acted in "Ek Jonome", a series written by sir."

Swagata acted in Abdullah Al Mamun's "Ek Jonome" more than 20 years ago. She said, "It was a big opportunity for me. The script was beautiful and there was ample scope to perform. Most importantly, renowned actress Ferdousi Majumdar was also in the drama. There were many other prominent artistes as well. Getting the opportunity to work alongside them was a big deal for me." She has also acted alongside Nayak Raj Razzak and worked in films directed by Kazi Hayat. Her most recently released film is "Deyaler Desh". Swagata's film "Manusher Bagan" is awaiting release and has already received censor clearance. Swagata first appeared as a heroine opposite popular actor Manna in "Shotru Shotru Khela". The film generated considerable discussion at the time. Swagata said, "I received a lot of praise from everyone after working with Manna bhai".

কানাডা পেলো ইইউ'র সদস্যের প্রস্তাব

১ পৃষ্ঠার পর

তাপের নির্মম পরিহাস, ট্রাম্প যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেন সেটাই বিপক্ষে চলে যায়। ইইএন- কানাডার 'লেক অন্টারিওকে' বানাতে চাইলেন 'লেক আমেরিকা'। প্রত্যাঘাত হলেন বন্ধুদেশ কানাডার কাছে। গ্রীনল্যান্ডকে দখল করতে চাইলেন। হিতে বিপরীত হলো। 'স্ট্রেইট অব হরমুজকে দখল করে বানাতে চাইলেন স্ট্রেইট অব আমেরিকা। তা নিয়ে যে যুদ্ধ চলছেই। তিনি পানামা খাল দখলের স্বপ্ন ছাড়েননি। দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় এসে সময়টা ভালো যাচ্ছে না তার। আগামী মধ্যবর্তী নির্বাচনেও কংগ্রেসে হারতে বসেছে তার দল রিপাবলিকান পার্টি। তার ব্যর্থতার জন্যই। এদিকে বুধবার রাতে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় কানাডার প্রতি ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পদক্ষেপের বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

শনির দশা যাকে বলে। নিউইয়র্ক টাইমসের এক নিবন্ধে বলা হয়েছে, ট্রাম্প কানাডাকে ৫১তম অঙ্গরাজ্য হিসেবে চেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি দেশটিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। দ্বিতীয় মেয়াদের শুরুর দিকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কানাডাকে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একটাই নিবিড়ভাবে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন যে, তিনি দেশটিকে ৫১তম অঙ্গরাজ্য বানানোর উদ্যোগও নিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তিনি কানাডাকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। এর আগে তিনি মাসের পর মাস কানাডিয়ানদের ক্ষুব্ধ করেছেন। দেশটির প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে উপহাস করেছেন এবং এক নিরন্তর বাণিজ্য যুদ্ধ চালিয়েছেন। বুধবার ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্তৃক কানাডাকে 'সহযোগী সদস্য' হওয়ার আমন্ত্রণ জানানো ট্রাম্পের কূটনৈতিক কৌশলেরই একটি পরোক্ষ ফলাফল। তাঁর এই কৌশলে প্রায়শই এমন সব দেশকে হুমকির মুখে ফেলা হয়। এসব দেশ একসময় আমেরিকার ঘনিষ্ঠতম মিত্র হিসেবে বিবেচিত হতো। ইউরোপীয় ইউনিয়নের এই পদক্ষেপটি যদি শেষ পর্যন্ত বাস্তব প্রভাবের চেয়ে প্রতীকীই যদি হয় তবুও এটি প্রমাণ করে যে ট্রাম্প কীভাবে বিশ্বজুড়ে বিদ্যমান সম্পর্কগুলোকে এমনভাবে ওলটপালট করে দিয়েছেন। যা কিনা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা কঠিন হবে। আটলান্টিক কাউন্সিলের 'ইউরোপ সেন্টার'-এর উপ-পরিচালক জেমস ব্যাটিক বলেন, "কানাডা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের এই পদক্ষেপকে ট্রাম্পের কার্যকলাপ ও বাগাড়ম্বরের সরাসরি ফলাফল হিসেবেই দেখা উচিত। কানাডাকে ৫১তম অঙ্গরাজ্য বানানোর কথা বলা কিংবা গ্রিনল্যান্ডকে নিয়ে হুমকি দেওয়া-বিষয়গুলো অত্যন্ত বিতর্কিত এবং ব্রাসেলসে এখনো তা মনে রাখা হয়েছে।

জানা সমস্যার সমাধান অজানা

১০ পৃষ্ঠার পর

হাহাকারের নানা কিংবদন্তি গল্প চালু আছে। থানা-আদালত-ভূমি-সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের ইট-কাঠ-ঘাসও ঘুষ খায় বলে যুগের পর যুগ লোকে বলাবলি করে আসছে। এ ব্যাপারে সরকারি হাসপাতালের অসুস্থতা অনেক পুরোনো। জনগণের ওষুধ বিক্রি, হাসপাতালে চিকিৎসক না থাকা, গরিব রোগীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার কমিক ভিজিজ। এ ছাড়া, লোকবলের অভাব দেখিয়ে কোটি কোটি টাকার যন্ত্রপাতি প্যাকেট থেকে খোলাই হয় না। অন্যান্য যন্ত্রপাতি, অ্যাম্বুলেন্স নষ্ট থাকে দিনের পর দিন। অথচ, সরকারি হাসপাতালের নাকের ডগায় অনেকেই সহযোগিতায় ব্যবসা করছে বেসরকারি ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার। সরকারি বিমান, নৌ, রেলওয়ে, সড়ক-সবক্ষেত্রে বছরের পর বছর ভর্তুকি দিতে হয়। অথচ, টিকিট পাওয়া যায় না। কে না জানে এ সব খাতের দুর্নীতির খবর! পাসপোর্ট অফিসের দুর্নীতি কোনো সীমায় বাধা যায় না। সীমাহীন অনেক কর্মকাণ্ড। শৃঙ্খলা নিশ্চিতে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বন্দর, পাসপোর্ট অফিসের মতো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে সেনা কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। কিন্তু, তারাও শৃঙ্খলিত হয়ে পড়েন সিন্ডিকেটের লোভনীয় শেকলে। ওপেন সিক্রেট এই ব্যাপারগুলো কপালের লিখন বলে মেনে নিয়েছে দুর্ভাগা জাতি। তবু, মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করে নিজের জীবনকে ঝুঁকিপূর্ণ করে ফেলে কেউ কেউ। সেরকমই একজন ময়মনসিংহের শাহেদ শরীফ আহমেদ।

মায়ের মৃত্যুর পর সরকারি পেনশনের প্রভিডেন্ট ফান্ড ও কল্যাণ তহবিলের টাকা তুলতে গিয়ে জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসে পদে পদে ঘুষ দিতে হয়েছে। এরপর নিজের পাসপোর্ট করতেও একই তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয় ১৭ বছরের এই কিশোর। প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গড়ে ওঠা ঘুষ সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই সে নিয়েছে অভিনব প্রযুক্তিভিত্তিক উদ্যোগ। ভুক্তভোগীরা পরিচয় গোপন রেখে ঘুষ দাবির অভিজ্ঞতা জানাতে পারবেন। সে জন্য সে তৈরি করেছে 'ঘুষ.সাইট' (ঘাঁসখ.ওয়ান) নামের একটি উন্মুক্ত ওয়েবসাইট। এটি চালু হওয়ার মাত্র ৯ দিনের মধ্যে ৯ হাজার ৬৬৫টি ঘুষের অভিযোগ জমা পড়েছে। এসব অভিযোগে দাবি করা ঘুষের মোট পরিমাণ প্রায় ৩০০ কোটি টাকা। উদ্যোক্তাদের মডারেশন টিম অভিযোগগুলো নিয়ম অনুযায়ী পর্যালোচনা করে। যাচাই-বাছাইয়ের পর সেগুলো ওয়েবসাইটের ড্যাশবোর্ডে প্রকাশ করা হচ্ছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এই উদ্যোগে আগ্রহ জানিয়েছেন বলে জানা গেছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, একজনের পক্ষে কি সব কিছু দেখা সম্ভব? অন্যদের চোখে কিছু পড়ে না! নাকি পুরোনো অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না পারিষদবর্গ? চাকিন মন্ত্রিসভা, আগে-বাগে উপদেষ্টা আর বিশেষ সহকারীরা শুধু বাকবাকুম করছে। অথচ, বাকস্বাধীনতার নামে অসত্যতার বিরুদ্ধে বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারছে না দায়িত্বশীলরা। অল্প দিনে সেনা ছেড়ে যাচ্ছে চক্রবৃদ্ধি হারে। শুধু জনগণ নয়, বিএনপির সাধারণ কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও নানা প্রশ্ন দানা বাঁধছে। সাজ আছে, ব্যবস্থাপনা নেই। ক্ষিপ্তরের লোকের কাছে নিরীহ কৃষকও লুটেরা হয়ে যাচ্ছে। মজলুম নেতারা মন্ত্রী-এমপি হয়ে উপভোগ করছে আমলাতন্ত্রের মন্ত্র। বিভিন্ন দপ্তরের কর্মচারী সমিতি, সিবিএ বা পেশাজীবী সংগঠনের অহেতুক আয়োজনে কৌতুক করছে অনেকে। সরকারি কর্মচারীদের এসব মৌসুমি সংগঠনের ছত্রছায়ায় সাধারণত দুর্নীতি করে স্থায়ী সিন্ডিকেট। সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই দুর্নীতিবাজদের সখ্য থাকে। নিজেদের মধ্যে সমস্যা হলে পুরোনো ছবি সামনে আসে। তখন বোঝা যায়, দুর্নীতিবাজ তার প্রয়োজনে বিএনপি-জামায়াত-আওয়ামী লীগ করে। অতএব, তাদের গুরুত্ব দিলে বৈষম্যহীন দেশ গড়ে তোলা যাবে না। উল্টো শক্তিশালী বিএনপি দুর্বল দলে পরিণত হবে।

লেখক: হেড অব নিউজ, আরটিভি।

Quader, Arafat, Nasim and Three others sentenced to death

Continued from page 18

cadres and coordinating attacks. The investigation began on June 18, 2025, and the investigation agency submitted its report to the prosecution on December 7.

The tribunal took cognisance of the seven charges on December 18 and framed seven charges on January 22, 2026.

The trial began on February 17, with 29 prosecution witnesses testifying. The prosecution and defence completed their closing arguments over nine working days, from August 4 to 17.

আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধেই কেন এত দুর্নীতির অভিযোগ?

১২ পৃষ্ঠার পর

অধিকাংশ ইতোমধ্যে পালিয়ে গেছেন।

তাহলে আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে এত অভিযোগ আনা হচ্ছে কি রাজনৈতিক কারণে? বিশেষ করে তিনি ঢাকা উত্তর সিটির মেয়র পদে প্রার্থী হবেন বলে? যদিও সিটি করপোরেশনের মেয়র পদে সাধারণত সরকারি দলের সমর্থিত প্রার্থীরাই জয়ী হন। তাছাড়া বর্তমান সংসদে বিএনপির দুই-তৃতীয়াংশ আসন রয়েছে। উপরন্তু ভোট ও মাঠের রাজনীতিতে এনসিপি এখনো বিএনপির সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। সুতরাং আসিফের ঢাকার উত্তরের মেয়র প্রার্থী হওয়া ঠেকাতে তার বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ আনা হচ্ছে-এমন যুক্তিও ধোপে টেকে না। তাহলে কি যাহা রটে, তার কিছুটা হলেও বটে? যদিও আসিফ মাহমুদ অভিযোগ করেছেন যে, তাকে রাজনৈতিকভাবে হেয় করার জন্য দুদকের অনুসন্ধানকে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে 'মিডিয়া ট্রায়াল' হচ্ছে। অন্যদিকে দুদক বলছে, অভিযোগগুলো 'আমলযোগ্য' বলেই অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। দুই পক্ষের বক্তব্যের মাঝখানে সত্যটা কোথায়-তা নির্ধারণ করবে প্রমাণ। ফলে দুদকের অনুসন্ধানকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলা যেমন আগাম সিদ্ধান্ত, তেমনি দুদকের অনুসন্ধান শুরু হওয়া মানেই আসিফ দুর্নীতিবাজ-সেটিও বলার সুযোগ নেই। অর্থাৎ যতক্ষণ না তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ প্রমাণিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে দুর্নীতিবাজ বা অর্থপাচারকারী বলার সুযোগ নেই। উপরন্তু, এনসিপি যেহেতু এখন বিরোধী দলে, অতএব সেই রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে তিনি যাতে অবিচারের শিকার না হন, যাতে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের নির্মোহ ও প্রভাবমুক্ত তদন্ত হয়-সেটিও নিশ্চিত করতে হবে।

উল্টো ঘটনাও আছে। যেমন অতীতে বিভিন্ন সময়ে দেখা গেছে, দুর্নীতির অনেক বড় বড় অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও এবং অনেকের দুর্নীতির ব্যাপারে জনমনে দৃঢ় বিশ্বাস থাকলেও রাজনৈতিক পরিচয় ও প্রভাবের কারণে তারা দুর্নীতির অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন। আওয়ামী লীগের আমলে দুদক ছিল দুর্নীতিবাজদের 'রক্ষাকবচ', যখন 'রাঘববোয়াল' হিসেবে পরিচিত প্রায় তিন হাজার ব্যক্তিকে দায়মুক্তি বা 'ক্লিনচিট' দেওয়া হয়েছিল। তাদের কারও কারও বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়নি বলে অনুসন্ধান পর্যায়ে তা নথিভুক্ত করা হয়। আবার অনেকের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানে দুর্নীতির সত্যতা পাওয়ায় মামলা করা হলেও তদন্তের পর ফাইনাল রিপোর্ট ট্রু (এফআরটি)-এর মাধ্যমে দায়মুক্তি দেওয়া হয়।

সুতরাং আসিফ মাহমুদ বিরোধীদলীয় নেতা বলে তার প্রতি অবিচার বা পক্ষপাতদুষ্ট তদন্ত যেমন কাম্য নয়, তেমনি তিনি জুলাই অভ্যুত্থানের সামনের সারিতে ছিলেন বলে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্তে দুদক ছাড় দেবে কিংবা অতীতের মতো দায়মুক্তি দেওয়া হবে-সেটিও যৌক্তিক নয়। অর্থাৎ তদন্ত হতে হবে নির্মোহ ও প্রভাবমুক্ত। সেইসঙ্গে এটিও বিবেচনায় রাখতে হবে যে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ দুর্নীতিরই কোনো তথ্যপ্রমাণ বা রেকর্ড থাকে না। ফলে দুদকসহ যেকোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য সঠিক তদন্ত করে কাবিখ বের করে নিয়ে আসা বেশ কঠিন। অতএব অর্থপাচারসহ আরও যেসব অভিযোগ আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে উঠেছে, সেগুলোর সঠিক তদন্ত করার সক্ষমতা দুদকসহ রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলোর কতটা আছে, সেই প্রশ্নও এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।

আমীন আল রশীদ সাংবাদিক ও লেখক।

জিন্নাহপ্রীতি: ইনকিলাব মঞ্চ কেন জন্মদিন পালন করে, ডাকসু কেন ছবি ঝুলায়?

১০ পৃষ্ঠার পর

নিয়ে আসা হয়। ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রের জনক কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর ওজন তখন মাত্র ৪০ কিলোগ্রাম। যে অ্যাম্বুলেন্সে করে তাকে গভর্নর হাউসে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, মাঝপথে সেটার পেট্রল শেষ হয়ে যায়। জানা যায়, পাকিস্তানের জন্মদাতা, প্রথম গভর্নর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর ওরকম শারীরিক অবস্থায় অ্যাম্বুলেন্সের তেল শেষ হয়ে গেল মাঝপথে! সামরিক সচিব অনেক চেষ্টা করে ঘণ্টাখানেক পরে একটা অ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। অ্যাম্বুলেন্সেই জিন্নাহর শাসন কমে আসছিল। সে রাতেই তিনি মারা যান। নিজের জন্ম দেওয়া দেশে, অবহেলায়। বিয়ে করেছিলেন মুম্বাইয়ের পার্সি এক ধনী পরিবারের মেয়েকে, তার স্ত্রীর নাম রতনবাই পেটিত। এটি তার দ্বিতীয় বিয়ে। সেই বিয়ে গোটা দেশের অভিজাত পল্লীতে হইচই ফেলে দিয়েছিল। ১৯২৯ সালে মাত্র ২৯ বছর বয়সে মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত তারা একসঙ্গে ছিলেন। মনে করা হয়, রতনের মধ্যে-নাম পরিবর্তন করে যিনি পরে মরিয়ম জিন্নাহ হয়েছিলেন-জিন্নাহ সত্যিকারের ভালোবাসা খুঁজে পেয়েছিলেন।

তাদের একমাত্র কন্যাসন্তান দিনা ওয়াদিয়া। তার বাবার তৈরি করা দেশ পাকিস্তানে না গিয়ে ভারতে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এর পেছনে কাজ করেছে ব্যক্তিগত পছন্দ, বৈবাহিক সম্পর্ক এবং বাবার সঙ্গে হওয়া দূরত্ব। দিনা মুম্বাইয়ের এক ধনী পার্সি ব্যবসায়ী নেভিল ওয়াদিয়াকে বিয়ে করেন। জিন্নাহ এই বিয়েতে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন এবং মুসলিম পাত্র বেছে নেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন মেয়েকে। কিন্তু দিনা নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকে নেভিলকে বিয়ে করায় বাবার সঙ্গে তার দূরত্ব তৈরি হয়। মুম্বাই ছাড়াও ইংল্যান্ড এবং আমেরিকায় বসবাস করেছেন তিনি। দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন, ২০১৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন। বিখ্যাত জীবনীকার স্ট্যানলি ওলপার্ট লিখেছেন, জিন্নাহর পছন্দের পানীয় ছিল হুইস্কি। এমন সব পশ্চিমা খাবার তার তালিকায় ছিল (যেমন শূকরের মাংস), সেগুলো মুসলমানদের জন্য হারাম।

জন্ম নিয়েছিলেন শিয়া পরিবারে, সুন্নিরা যাদেরকে মুসলমানই মনে করেন না। তার পূর্বপুরুষরা ছিলেন হিন্দু লোহানা বংশোদ্ভূত। যদিও জিন্নাহ নিজেকে কোনো মাজহাবে না রেখে 'সাধারণ মুসলমান' হিসেবে পরিচয় দিতেন। নানা নথিতে দেখা যায়, জাত-পাত, গোত্র-মাজহাবে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। জিন্নাহ পড়েছেন আইন। পেশায় ঢোকার আগে ইংল্যান্ডের এক নাট্যদলে অভিনয় করেছেন তিনি। কিন্তু বাবার কড়া চিঠি পেয়ে আর এগোননি। না হলে ওখানেও যে তিনি ভালো করতেন এ নিয়ে সন্দেহ নেই। জিন্নাহ নাটক নিয়ে ইংল্যান্ডে থিতু হয়ে গেলে পরবর্তীকালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ ভাগ হতো কিনা-সেটি নিয়ে আলোচনা করাই যায়। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রূপকার জিন্নাহর সঙ্গে ধর্মের ন্যূনতম সংযোগ না থাকলেও সেই রাষ্ট্র বানাতে গিয়ে ভারতবর্ষে রক্তের গঙ্গা বয়ে গিয়েছিল। কোনো কোনো গবেষকের মতে, দেশভাগ অন্তত ২০ লাখ মানুষ একে অপরকে হত্যা করেছে। দেড় কোটি মানুষ ভিটেমাটি ছেড়ে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এর পেছনে জিন্নাহর ঠিক কোন মনস্তত্ত্ব কাজ করেছে? এটি বুঝতে মওলানা আবুল কালাম আজাদের 'ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম' বইটির দিকে তাকানো যেতে পারে। স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন কংগ্রেসের এই সাবেক সভাপতি। আজকের ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা আজাদের মস্তিষ্কপ্রসূত। ফলে ভারতের শিক্ষা দিবসও এই 'মুসলমান' নেতার জন্মদিনে উদযাপন করা হয়। মওলানা আজাদ লিখেছেন, এর পেছনে কাজ করেছে জিন্নাহর অহং। এই অহং কোনো ধর্মীয় উন্মাদনা থেকে আসেনি, বরং এটি ছিল তার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক উচ্চাশা, ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা এবং কংগ্রেস নেতাদের কিছু কৌশলগত ভুলের সম্মিলিত ফল। উদাহরণ দিতে গিয়ে আজাদ তার বইয়ে একটি ঐতিহাসিক মোড়ের কথা উল্লেখ করেছেন, যা জিন্নাহকে চূড়ান্তভাবে জেদি করে তুলেছিল। ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে উত্তর প্রদেশে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একসঙ্গে লড়ার পর, কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। তখন মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভায় দুটি আসন চেয়েছিল। কিন্তু জওহরলাল নেহরু শর্ত দেন যে মুসলিম লীগের সদস্যদের লীগে ইস্তফা দিয়ে কংগ্রেসে যোগ দিতে হবে।

আজাদ এই ঘটনাকে কংগ্রেসের একটি 'মস্ত বড় ভুল' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি লিখেছেন, এই ঘটনার পর জিন্নাহ চূড়ান্তভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে কংগ্রেস ক্ষমতার ভাগ দিতে চায় না এবং মুসলমানদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। এর পরেই জিন্নাহ পাকিস্তানের দাবিকে তার রাজনীতির মূল অস্ত্র বানিয়ে ফেলেন।

১৯৪০ সালের ২২ মার্চ লাহোরের মিন্টো পার্কে লাহোর প্রস্তাবের বৈঠকে জিন্নাহ দ্বিজাতি তত্ত্ব উপস্থাপন করতে গিয়ে যে দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছিলেন, সেটিও মওলানা আজাদের বক্তব্যকেই প্রতিফলিত করে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তুলে ধরা এই তত্ত্বে তিনি বলেছিলেন, "হিন্দু ও মুসলিমদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জীবনদর্শন সম্পূর্ণ আলাদা, একটি বৃহৎ রাষ্ট্রে মুসলিমরা স্থায়ীভাবে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের আধিপত্য ও বৈষম্যের শিকার হবে।" ফলে ধর্মকে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ঊর্ধ্বে তুলে রাজনৈতিক পরিচয় ও জাতিসত্তার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করেন জিন্নাহ। তবে ধর্মের নামে উগ্রতা এবং এরপর ঘটে যাওয়া ইতিহাসের অন্যতম নৃশংস ধর্মযুদ্ধ চাননি বলেই জিন্নাহ পরবর্তীকালে দাবি করেছেন। ১৯৪৭ সালের ১১ আগস্ট পাকিস্তানের গণপরিষদে দেওয়া তার ঐতিহাসিক ভাষণ থেকে একটু বলা যাক-"রাষ্ট্রের চোখে সবাই সমান। আপনারা স্বাধীন, আপনাদের যার যার মন্দিরে, মসজিদে বা অন্য কোনো উপাসনালয়ে যাওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। রাষ্ট্রের কাছে কোনো ধর্মের আলাদা রাজনৈতিক গুরুত্ব থাকবে না।" কিন্তু ততদিনে যে অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে! ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. এলাহী বখশকে নাকি বলেছিলেন, "দেখো ডাক্তার, আমি জীবনে দুটি ভুল করেছি তা-ও পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে। প্রথম ভুল করেছি লাহোর প্রস্তাবকে বিকৃত করে, যা দেশের একজন নেতা হিসেবে আমার পক্ষে আদৌ উচিত হয়নি। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তৃত্ব মানবে না। তারা নিশ্চয়ই স্বাধীন হয়ে যাবে।" আর এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, ওদের ওপর বিমাতাসুলভ আচরণ। পাকিস্তান প্রকৃতপক্ষে ওদের ত্যাগের জন্যই এসেছে, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা ওদের প্রতি অবিচার করছে। আমার দ্বিতীয় ভুল, আমি ঢাকায় গিয়ে করেছি। গভর্নর জেনারেল হিসেবে ভাষা সমস্যা নিয়ে কথা বলা আমার উচিত হয়নি।" চিকিৎসক এলাহী বখশ জিন্নাহর কথোপকথনের উক্তিটি লেখায় রেখেছেন, মোহাম্মদ মোদাব্বেরের 'ইতিহাস কথা কও' নামে একটি বই থেকে, যা ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয়েছে। আলোচনার এই দিকটি আমি দ্বিতীয় পর্বের জন্য তুলে রাখছি। কিন্তু এই পর্ব শেষ করার আগে প্রশ্ন রাখতে চাই, পশ্চিমা ধাঁচে জীবনযাপন করা, ভুলগামী, আধুনিক, ধর্মের সঙ্গে ন্যূনতম সম্পর্ক না থাকা মানুষটিকে কেন বাংলাদেশের তথাকথিত ধর্মবাদী কিছু মানুষ এবং তাদের বানানো মঞ্চ (যেমন ইনকিলাব মঞ্চ) একমাত্র ধর্মগুরু বানিয়ে ফেলেছে? কেন ডাকসুর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক ডাকসুর গ্যালারিতে বর্ষপ্রাপ্ত টিপিক্যাল বাঙালি মুসলমান মুজিবকে মুছে ফেলে জিন্নাহর তিনখানা ছবি প্রতিস্থাপন করে? এদের সবাইকে কেন স্বাধীন বাংলাদেশে বসে আড়ম্বরে এখনো জিন্নাহর জন্মদিন উদযাপন করতে হয়? সেসব উদযাপন অনুষ্ঠান থেকে আবার দেশবিরোধিতার বার্তা কেন ছড়িয়ে পড়ে? ব্যাপারটা কি ধর্মপ্রীতি? তা তো হওয়ার কথা নয়। ধর্মচর্চা আর জিন্নাহ একে অপরের কাছ থেকে যোজন যোজন দূরে। তাহলে কি পাকিস্তানপ্রীতি? ধর্মের ভিত্তিতে বানানো দেশ ভেঙে যাওয়ার যন্ত্রণা? কিন্তু জন্মের আট বছরের মাথায় যে দেশ সেনাশাসনের হাতে পড়ে গেল, এরপর আজ পর্যন্ত গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত কোনো সরকার তার মেয়াদ পূর্ণ করতে পারল না, যে দেশ হিসেবে যেটি বিভিন্ন সময়ে 'অসফল' ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হয়, জিন্নাহর স্বপ্ন সেকুলার দেশ থেকে যে দেশ ধর্মান্ধতায় আইন চেনে, তার প্রতি এত প্রেমের উৎস কোথায়?

লেখক: রাজু নূরুল উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ। ও বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় পূর্ব আফ্রিকার কয়েকটি দেশে পরিচালিত প্রকল্পে উর্ধ্বতন উপদেষ্টা হিসেবে কর্মরত।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW

ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE

ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স

বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ

ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার

MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK

347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের আগমন উপলক্ষে কর্মিসভা অনুষ্ঠিত

৩ পৃষ্ঠার পর

সম্পাদক জিল্লুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আলমগীর মুধাসহ সংগঠনের প্রচুর সংখক নেতৃবৃন্দগণ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জাতীয়তাবাদী ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে মোঃ নাসির উদ্দিন, রুহুল আমিন নাসির, ফখরুল আলম, মিজানুর রহমান ভূঁইয়া মিলন প্রমুখ। বদিউল আলমের সঞ্চালনায় সভাটি শুরুতে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা আব্দুল কালাম। প্রধান অতিথি বক্তব্য প্রদানের সময় উপস্থিত কর্মীদের মধ্যে বিপুল প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, সবাই সমস্বরে 'তারেক জিয়ার আগমন , শুভেচ্ছা স্বাগতম' সহ নানান স্লোগানে মুখরিত করে তোলেন। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন , প্রধান মন্ত্রীর আগমন উপলক্ষ্যে পলাতক ও নিষিদ্ধ শত্রুরা নানা চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। সুতরাং সবাইকে সতর্ক ও সজাগ থেকে তা প্রতিরোধ করতে হবে কিন্তু এ ব্যাপারে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়া যাবে না। তিনি আরোও বলেন ২৫ তারিখ প্রধানমন্ত্রীকে যে গণ সংবর্ধনা দেয়ার কথা রয়েছে তা হয়তো ব্যস্ততার কারণে সম্ভব নাও হতে পারে। সুতরাং হতাশ না হয়ে এ ব্যাপারে সবাইকে ধৈর্য্য ও আন্তরিক ভাবে মেনে নেয়ার তাগিদ দেন। সভায় অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে স্বাগত ও জাতিসংঘের অধিবেশনে তার বক্তব্যের সময় শান্তিপূর্ণ অবস্থানের কথা ব্যক্ত করেন এবং বিরোধীদের যে কোন চক্রান্ত ও বিশৃঙ্খলা কঠোর হস্তে দমনের দৃঢ়তা ব্যক্ত করেন।

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

Cell: 718-864-8882

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine

Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com

718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট

Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.

We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

Mon-Tue-Thu-Fri (2Pm to 7 Pm)

Wednesday (12 Pm to 5 Pm)
Saturday (12pm to 5 Pm)

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

কনস্ট্রাকশন / রেনোভেশন

Free Estimate

নতুন কিচেন / রিনোভেশন • বাথরুম ইনস্টলেশন/ রিপেয়ার কার্পেটিং / ফ্লোরিং / ওয়াল • টাইলস, প্লাম্বিং ও ইলেক্ট্রিক সহ যে কোন কনস্ট্রাকশন কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।

বাংলা কনস্ট্রাকশন ইনক
73-05 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Email:bmz01x@gmail.com
Phone: 646-996-7171

HOPE & CHERISH
HOME CARE
HOME CARE
PCA, HHA, OPWDD & PEDIATRIC SERVICE
COUNTIES SERVED
BRONX • BROOKLYN • MANHATTAN
STATEN ISLAND • QUEENS • NASSAU
WE ARE PROVIDING PCA/HHA CERTIFICATION, TRAINING, AND RECRUITMENT
Please Contact
718-252-3590
CELL: 646-591-8396 | TEXT: 646-591-8396
EMAIL: SHAH@HOPENCHERISH.COM
WWW.HOPENCHERISH.COM
3345 NEPTUNE AVE, BROOKLYN, NY 11224

বাংলাদেশের আগুনঝরা দিনের মহাপুরুষ
আফ্রো-এশিয়া-ল্যাটিন আমেরিকার মেহেনতি জনগণের অন্যতম সারথী
সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াকু মানুষের দিশারী মজলুম জননেতা

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী'র স্মরণে

৬ষ্ঠ আন্তর্জাতিক

ভাসানী সম্মেলন

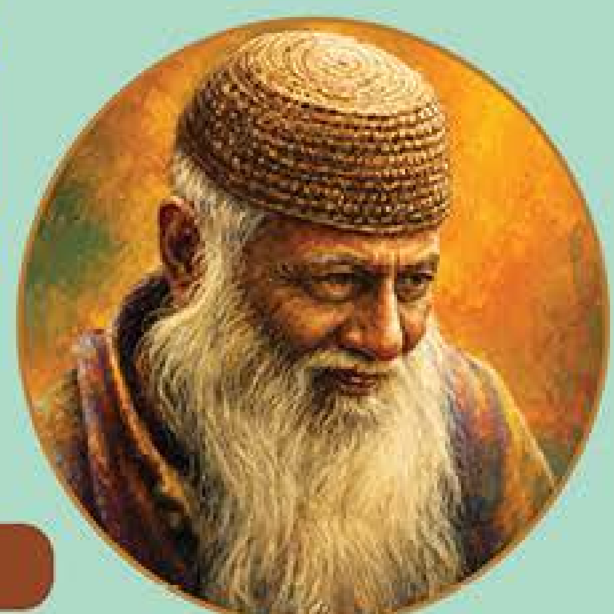

২০শে সেপ্টেম্বর ২০২৬ রোববার

স্থানঃ কুইন্স প্যালেস

৩৭-১১ ৫৭ ষ্ট্রিট, উডসাইড, নিউউয়র্ক ১১৩৭৭

সময় দুপুর ৩ ঘটিকা

তথ্যচিত্রঃ বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থান ২০২৪

সৌমিত্র দস্তিদার, লেখক, গবেষক, ফিল্ম মেকার ও প্রতিষ্ঠাতা-ভাসানী চর্চাকেন্দ্র কলকাতা, পশ্চিম বাংলা।

আলোচকবৃন্দ

প্রধান আলোচক: বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক
প্রফেসর সলিমুল্লাহ খান
নর্থ-সাউথ ইউনির্ভাসিটি, ঢাকা

- প্রফেসর এমিরিটাস আনিসুজ্জামান চৌধুরী
  সিডনী ইউনির্ভাসিটি, অষ্ট্রেলিয়া।
- ডঃ আবিদ বাহার, মন্ট্রিয়েল, কানাডা
- এম. সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  জুলাই পরবর্তী অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার মূখ্য সচিব, লেখক ও গবেষক, বাংলাদেশ।
- ডঃ লাইলী উদ্দিন, ভাসানী গবেষক লন্ডন
- শেখ রফিকুল ইসলাম বাবলু, আহ্বায়ক, ভাসানী অনুসারী পরিষদ, বাংলাদেশ।
- নাহিদুল এইচ খান, বিশিষ্ট সমাজসেবক ও রাজনীতিক
- বীর মুক্তিযোদ্ধা ইমরানুল হক চাকলাদার, ফ্লোরিডা

লোকসংগীত ও মরমী সংগীত পরিবেশন করবেন

কৃষ্ণা তিথি

মরিয়ম মারিয়া

করিম হাওলাদার

যোগাযোগ

গিয়াস আহমেদ
আহবায়ক, উদ্‌যাপন কমিটি
ফোন: ৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

সৈয়দ টিপু সুলতান
পৃষ্টপোষক, উদ্‌যাপন কমিটি
ফোন: ৯১৭-২৯১-৬২৮৯

শাহাব উদ্দিন সাগর
সদস্য সচিব, উদ্‌যাপন কমিটি
ফোন: ৯১৭-৩৫৩-৯৩২১

ফিরোজ আহমেদ
যুগ্ম-আহবায়ক, উদ্‌যাপন কমিটি
ফোন: ৯১৭-৪০০-১১৭৬

কাজী আজম
কোর্ডিনেটর, উদ্‌যাপন কমিটি
ফোন: ৯১৭-৭৮৩-৮১৩৮

মোঃ হোসেন খান
প্রধান উপদেষ্টা, উদ্‌যাপন কমিটি
ফোন: ৫১৬-৩৪৩-৯৪৫৬

এস.এম ফেরদৌস
যুগ্ম-সদস্য সচিব, উদ্‌যাপন কমিটি
ফোন: ৬৪৬-৩৩১-৪১০০

আলী ইমাম
সভাপতি
ফোন: ৩৪৭ ৭৭৪ ৬৪৬৯

তানভীর করিম
প্রধান, প্রচার কমিটি
ফোন: ৯১৭-৪৪৩-২৪৪৫

নুর আমীন
প্রধান, সাংস্কৃতিক কমিটি
ফোন: ৭১৮ ৫৫৯ ২৪২১

মঈনুদ্দীন নাসের
সাধারণ সম্পাদক
ফোন: ৯১৭ ৪৪৬ ৩৬৩২

আয়োজনেঃ মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ফাউন্ডেশন, নিউইয়র্ক, ইউএসএ

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN A
HOME CA

PCA HOME CARE সেবা
আমাদের স

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনে

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-
Cell: 646-591-83
Email: shah@gol

আমাদের নিজস্ব PCA ও HHA ট্রেনিং

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Ave
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. O
170-18A Hillsid
Jamaica, NY 1
Ph: 718-530-1
Fax: 917-396-

Email: info@goldenagehomecare.c

AGE
ARE
HHA/PCA SERVICE
SKILLED NURSING
নিতে চান?
াথে যোগাযোগ করুন
প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
আপনাকে HOME CARE
নর সেবা প্রদান করবো
7852
96 Text: 646-591-8396
denagehomecare.com
ং স্কুল আছে
FFICE
e Ave
432
820
115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870
Fax: 917-396-4115
We Hire And Train HHA/PCA Certificate Holder AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট সহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
om | www.goldenagehomecare.com

গোল্ডেন এইজ প্রেজেন্টস সোনু নিগমের কনসার্ট

১ পৃষ্ঠার পর

জনপ্রিয় গান মাতিয়ে রাখে দর্শকদের। তবে রাতের অন্যতম আলোচিত মুহূর্ত আসে যখন সোনু নিগম শুরু করেন শাহরুখ খান অভিনীত ২০০৬ সালের সিনেমা 'কভি অলবিদা না কেহনা' নয়, 'জন: দ্য ডেঞ্জ বিগিনস এগেইন'-এর জনপ্রিয় গান 'আজ কি রাত..'।

চমক হিসেবে একই গানে পুরুষ ও নারী দুই ভোকালেই গানটি পরিবেশন করে দর্শকদের তাক লাগিয়ে দেন সোনু। তাঁর কণ্ঠের পরিবর্তন, নিখুঁত সুর এবং অসাধারণ ভোকাল কন্ট্রোল মুহূর্তেই পরিণত হয় রাতের অন্যতম স্মরণীয় পরিবেশনায়। কনসার্টের সেই মুহূর্তের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয় প্রশংসার ঝড়।

এক ভক্তের মন্তব্য 'এমনকি তাঁর নারী কণ্ঠও নেহা কাক্করের চেয়েও ভালো।' আরেকজন লিখেছেন, 'এক প্রজন্মে একবারই এমন প্রতিভা দেখা যায়।' কারও ভাষায় 'অকল্পনীয় বহুমুখি প্রতিভা'। মূল গানটিতে সোনু নিগমের সঙ্গে কণ্ঠ দিয়েছিলেন আলিশা চিনাই ও মহালক্ষ্মী আইয়ার। শুধু গান নয়, প্রযুক্তির যুগে গায়কীর পরিবর্তন নিয়েও সম্প্রতি খোলামেলা কথা বলেছেন সোনু নিগম। সোনু নিগমের দীর্ঘ সংগীত জীবনে এমন বহুমুখী কণ্ঠের উদাহরণ কমই আছে। আর নিউইয়র্কের মঞ্চে তাঁর সাম্প্রতিক এই পরিবেশনা যেন আরও একবার মনে করিয়ে দিল সোনু নিগম শুধু গান করেন না, কণ্ঠ দিয়েই তৈরি করেন মঞ্চের একেকটি মুহূর্তের জাদু।

আর সেই জাদুর সাক্ষী এবার নিউইয়র্কের হাজারো দর্শক। সোনু নিগমের কনসার্টে প্রেজেন্ট করে গোল্ডেন এইজ হোমকেয়ার।

গোল্ডেন এইজ হোমকেয়ার-এর প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও শাহ নেওয়াজ ও সোনু নিগম একই মঞ্চে কুশলাদি বিনিময় করেন। কনসার্ট শেষে সোনু নিগমের সাথে গোল্ডেন এইজ পরিবারের সাথে সোনুর একান্ত সাক্ষাতে খোলামেলা আলাপ করেন এবং তিনি প্রেসিডেন্টসহ সকলকে অভিনন্দন জানান।

ভারতের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের শতভাগ শুল্ক আরোপ

৩ পৃষ্ঠার পর

আইনটি প্রতিনিধি পরিষদে চূড়ান্ত অনুমোদন পেলে স্বাক্ষর করে আইনি রূপ দেবেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন আইনপ্রণেতাদের জমা দেওয়া এক সংশোধনীতে বলা হয়, রাশিয়ার তেল বা জ্বালানি পণ্য ক্রয় অব্যাহত রাখায় সম্ভাব্য এই মার্কিন নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়া ১০টি দেশ হলো- ভারত, চীন, তুরস্ক, আজারবাইজান, হাঙ্গেরি, স্লোভাকিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সিঙ্গাপুর, কাজাখস্তান ও কিরগিজস্তান। ওয়াশিংটনের মূল উদ্দেশ্য, রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল বাণিজ্য ও রাজস্ব আদায় সংকুচিত করে ইউক্রেন যুদ্ধে তাদের অর্থের যোগান পুরোপুরি বন্ধ করা। এই বিলে রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান ও তাদের বিদ্যুৎ-জ্বালানি খাতের ওপর সরাসরি নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে তেল বহনে ব্যবহৃত গোপন 'ছায়া বহর' (শ্যাডো ফ্লিট)-এর ওপর কঠোর নজরদারি ও শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। মার্কিন নীতিপ্রণেতারা মনে করছেন, ভারতসহ এশিয়ার শীর্ষ ক্রেতারা সরাসরি নিষেধাজ্ঞা এড়াতে বিকল্প উপায়ে তেল আমদানি চালু রাখায় এবার মিত্রদের ওপরও শুল্কের অস্ত্র ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

তবে হাউস ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটির শীর্ষ ডেমোক্র্যাট সদস্য গ্রেগরি মিকস এই শুল্ক বিলের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি তুলেছেন। তার দাবি, এই বিলটি পাস হলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে শুল্ক চাপানোর অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা দেবে, যা শেষ পর্যন্ত ওয়াশিংটনের বৈশ্বিক জোট ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় ধস নামাতে পারে।

কাদেরসহ ৭ নেতার মৃত্যুদণ্ডের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

৬৪ পৃষ্ঠার পর

বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা। মঙ্গলবার ১৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। পরে নেতাকর্মীরা ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে স্থানীয় সড়কে বিক্ষোভ মিছিল করেন। কর্মসূচিতে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, শ্রমিক লীগ, মহিলা আওয়ামী লীগ, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগ এবং নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন সাবেক পানি সম্পদমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এনামুল হক শামীম, আওয়ামী লীগের প্রচার ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন, সাবেক প্রতিমন্ত্রী সংসদ সদস্য মো. জাহিদ আহসান রাসেল এবং সাবেক সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আবদুস সামাদ আজাদ, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুর রহমান রফিক, সাধারন সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী, যুবলীগের সভাপতি সেলুন মিয়া, ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদুল হাসান ও সেক্রেটারি স্বদয় মিয়া, স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি এইচ এম ইকবাল, সেক্রেটারি সৈয়দ কিবরিয়া জামান, মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মমতাজ শাহনাজসহ সংগঠনসমূহের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরাও কর্মসূচিতে ছিলেন। বিক্ষোভকারীরা বিভিন্ন ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড বহন করেন। সেখানে ট্রাইব্যুনালের রায় প্রত্যাখ্যান এবং দলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাকে রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দাবি করে বিভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরা হয়। আয়োজকদের প্রচারপত্রে রায়কে 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা' ও 'সাজানো বিচার' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। সমাবেশে বক্তারা ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিষয়ে তাদের আপত্তির কথা তুলে ধরে বিচারপ্রক্রিয়া ও প্রমানের রায় প্রত্যাখ্যান করে অবিলম্বে রায় বাতিলের দাবি জানান। সমাবেশে বক্তারা বলেন, রাজনৈতিক বিরোধের পরিবর্তে আইনি প্রক্রিয়ায় ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ গত চব্বিশের জুলাই-আগস্টের কথিত গণঅভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাতজনকে মৃত্যুদণ্ড দেন। দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ এক এম বাহাউদ্দিন নাছিম, সাবেক তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত, যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ, যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হোসেন খান নিখিল, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ ইনান।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের বারবিকিউ ও কমিউনিটি সম্মিলন

৩ পৃষ্ঠার পর

অংশগ্রহণ করেন। প্রেসক্লাবের অফিসসহ পুরো এলাকায় উৎসবমুখর এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এতে অংশ নেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মহিউদ্দীন দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট ও এটর্নি মঈন চৌধুরী, বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গিয়াস আহমেদ, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের সভাপতি দুলাল মেহেদু, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ফেরদৌস চৌধুরী লিটন, রাজনৈতিক সংগঠক সাজ্জাদ, বাংলাদেশ সোসাইটির সাংস্কৃতিক সম্পাদক আতিক রাজ, সায়েদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাসান জিলানী, সিনিয়র সাংবাদিক কাজী শামসুল হক, বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, বিএফইউজের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমিন রোকন, এনটিভির যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি ফরিদ আলম, এবিসিএইচ এর পরিচালক তরিকুল ইসলাম মিঠু, দৈনিক নয়াদিগন্তের সিনিয়র রিপোর্টার আবুল কালাম, দৈনিক সংগ্রামের নিউইয়র্ক

প্রতিনিধি আকতার হোসেন, আজকের টেলিগ্রাফের সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দীন, টাইম টিভির পরিচালক ইশিয়াদ খসরু, ক্লাবের কার্যকরী কমিটির সদস্য শেখ সিরাজ, সাপ্তাহিক ধনতের ডা. মশিউর রহমান মজুমদার, টিবিএন ২৪ এর প্রতিনিধি সাবহ বিশ্বাস, টাইম টিভির রাশিদা আকতার, মাহবুব রুমী, সাপ্তাহিক আজকালের আবু সায়েম, আওয়াজ বিডির সম্পাদক শাহ আহমেদ, বাংলাভিশন টেলিভিশনের আহমেদ সোহেল, আজকাল পত্রিকার জেনারেল ম্যানেজার আবু বকর সিদ্দিক, সাপ্তাহিক ঠিকানার আবেদ মাহমুদ, সিনিয়র সাংবাদিক হাবিব রহমান, রিমন ইসলাম, হাফিজুল ইসলাম খোকন, রওশন হক, আহমেদ রশিদ, মাহবুবুর রহমান, আলমগীর হোসেন সরকার, মোস্তাফিজুর রহমান, এমদাদ চৌধুরী দিপু, বাংলা টিভির আলমগীর হোসেন, জামিল আনসারী, তানভীরুল ইসলাম, নাজির উদ্দীন, আফরোজা ইসলাম, মাওলানা কাজি কাইয়ুম, জহিরুল হক ও কামরুল ইসলাম, ব্রুকস সায়েন্স প্রেসিডেন্ট সাইফুল ইসলাম, এবিসিএইচ এর পরিচালক তরিকুল ইসলাম মিঠু, সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক মার্কন ও জাতীয় পার্টি সাধারণ সম্পাদক আবু তাহের চান্দু। এ সময় সাংবাদিকতা, প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন বিষয় এবং পারস্পরিক যোগাযোগ ও সম্পর্ক আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা হয়। আনুষ্ঠানিকতার বাইরে এমন আয়োজন সাংবাদিক ও কমিউনিটির বিভিন্ন পেশার মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে বলে আয়োজকরা জানান।

যুদ্ধের ধাক্কা সামলাতে সুদের হার বাড়ালো যুক্তরাষ্ট্র

১ পৃষ্ঠার পর

টের পেতে শুরু করবে। ইরান যুদ্ধের ব্যয় সামলাতেই জনগণের ওপর সুদের চাপ বাড়ানোর হলো। ইরান যুদ্ধেই ব্যয় হয়েছে ৩৮ বিলিয়ন ডলার। দেশটির ঋণের পরিমাণ এখন ৪০ ট্রিলিয়ন ডলার। মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ দেড় লাখ ডলারের উপরে। তেলের দাম আকাশচুম্বি। জিনিসপত্রের দাম হুহু করে বাড়ছে। নতুন করে সুদ বাড়ানোর ফলে জনগণের ভোগান্তিও বাড়বে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। কারণ ফেডারেল সরকারের সিদ্ধান্তে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবে দ্রব্যমূল্যের জন্য বাড়তি অর্থ গুনতে হবে সাধারণ মানুষকে। ফেডারেল রিজার্ভ ২০২৩ সালের পর প্রথমবারের মতো তাদের বেঞ্চমার্ক সুদের হার এক-চতুর্থাংশ পয়েন্ট (০.২৫%) বাড়িয়েছে। এর ফলে সুদের হারের পরিসীমা ৩.৭৫% থেকে ৪.০০%-এ উন্নীত হয়েছে। ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষ্যে বছরের পরবর্তী সময়ে আরও পদক্ষেপ নেওয়ার ইঙ্গিতও দিয়েছে সংস্থাটি। সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এই সিদ্ধান্তটি মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে চলমান উদ্বেগের প্রতিফলন যা আংশিকভাবে ইরান কেন্দ্রিক সংঘাত এবং জ্বালানির উচ্চমূল্যের কারণে সৃষ্ট। সুদের হার কমানোর বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আহ্বানের সাথে এই সিদ্ধান্ত সাংঘর্ষিক হলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই পদক্ষেপ নিয়েছে। বছরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত তেলের দাম ৭৫% এর বেশি বেড়েছে। সংঘাত শুরুর পর থেকে পেট্রোলের দাম ৪৫%-এর বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আগস্ট মাসে মুদ্রাস্ফীতিকে ৩.৪%-এর কাছাকাছি নিয়ে গেছে অথচ একই সময়ে মজুরি বৃদ্ধির হার ছিল ৩.১%-এর কাছাকাছি। নীতিনির্ধারকরা সতর্ক করেছেন যে ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে অনিশ্চয়তা এখনো বেশি। তবে এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হলো মুদ্রাস্ফীতিকে ২%-এর লক্ষ্যমাত্রায় ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা। বিশ্লেষকরা এই পদক্ষেপটিকে সুদের হার বাড়ানোর একটি চক্রের সম্ভাব্য সূচনা হিসেবে দেখছেন। যা ভবিষ্যতের তথ্যের ওপর নির্ভর করবে। দীর্ঘমেয়াদী পরিস্থিতি মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা এবং বাহ্যিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল, যা ভবিষ্যতে হার বৃদ্ধির গতি পরিবর্তন করতে পারে।

ফেডারেল রিজার্ভ 'ফেডারেল ফান্ডস টার্গেট রেঞ্জ' বা সুদের হারের লক্ষ্যমাত্রার পরিসীমা ০.২৫ শতাংশ পয়েন্ট বাড়িয়ে ৩.৭৫%-৪.০০% এ উন্নীত করেছে। এই সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইঙ্গিত দিয়েছে যে, মুদ্রাস্ফীতি ও কর্মসংস্থানের প্রবণতা যদি পরিস্থিতি দাবি করে, তবে বছরের শেষ নাগাদ সুদের হার আরও একবার বাড়ানো হতে পারে। সিদ্ধান্তের পাশাপাশি প্রকাশিত অর্থনৈতিক পূর্বাভাসে দেখা যায়, এফওএমসি-এর দুজন সদস্য ছাড়া বাকি সবাই এ বছর আরও একবার সুদের হার বৃদ্ধির প্রত্যাশা করছেন। এটি অব্যাহত মুদ্রাস্ফীতির চাপের মধ্যে ঋণের খরচ বৃদ্ধির দিকে একটি সতর্ক পদক্ষেপের ইঙ্গিত দেয়। এই সিদ্ধান্তটি সুদের হার কমানোর বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আগের দাবির বিপরীত; ট্রাম্পের প্রশাসনের সময় থেকেই তাঁর এই অবস্থান ফেডারেল রিজার্ভের নীতি নিয়ে জনমনে প্রত্যাশা তৈরি করেছিল। পণ্যের দামের অস্থিতির অন্যতম কারণ হিসেবে ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিশেষ করে ইরান-ইসরায়েল সংঘাতকে দায়ী করা হচ্ছে।

এই পদক্ষেপটি সুদের হার বাড়ানোর একটি চক্রের সূচনা হতে পারে; সাধারণত প্রাথমিক বৃদ্ধির পর ধারাবাহিকভাবে হার বাড়ানোর যে প্রবণতা দেখা যায়, এটি তারই একটি অংশ হতে পারে। যা মুদ্রাস্ফীতির পরিবর্তনশীল তথ্য এবং বাহ্যিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে। ভবিষ্যতের দিকে তাকালে দেখা যায়, সুদের হার আরও বাড়ানোর প্রয়োজন আছে কি-না এবং তা ঋণ গ্রহণের খরচ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর কী প্রভাব ফেলবে তা যাচাই করতে বাজারগুলো মুদ্রাস্ফীতির গতিপথ, জ্বালানির দাম এবং ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর নজর রাখবে।

(তথ্যসূত্র-রয়টার্স ও এমএসএনবিসি)

আ'লীগ নেতাদের নিয়ে হাসিনার বৈঠকে আপত্তি দিল্লীর

৬৪ পৃষ্ঠার পর

সদস্যবৃন্দ এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সকল নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকার কথা ছিল। তার বাইরে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এবং সাবেক শিক্ষামন্ত্রী নওফেলেরও বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা ছিলো। বৈঠক উপলক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন স্থান এবং ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে ৪০ জন দিল্লিতে এসে জড়ো হয়েছিলেন। ভারত সরকার একথা জানার পর ৪০ জনকে নিয়ে এমন বৈঠক করার অনুমতি দেয়নি। অন্য একটি সূত্র জানিয়েছে, সর্বশেষ আ.লীগের ২২ জনকে নিয়ে এই বৈঠকটি শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এই ২২ জন কারা হবেন তা শেখ হাসিনা ঠিক করবেন বলে জানা গেছে। ভারত সরকার ২২ জনকে অনুমতি দিলে বৈঠকটি হবার সম্ভাবনা রয়েছে আজ শুক্রবার। বৈঠকে রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সরাসরি বৈঠক করার সুযোগ ছিল। ডিসেম্বরে শেখ হাসিনার ঘোষিত দেশে ফেরা নিয়েও প্রস্তুতি পর্যালোচনার বিষয় ছিল।

দিল্লী থেকে একটি বিশ্বস্ত সূত্র আজকালকে জানায়, অনিবার্য কারণে এই বৈঠক বাতিল করেছে ভারতের বর্তমান সরকার। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের দফতর থেকে শেখ হাসিনার বৈঠকের অনুমতি বাতিল করা হয়। ভারতে নির্বাসিত অবস্থায় থাকাকালে শেখ হাসিনার বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিতর্ক হচ্ছে। গত ৫ই আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের বার্ষিকীতে শেখ হাসিনা দিল্লির ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে অডিওর মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন। এই নিয়ে দুই প্রতিবেশি দেশের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিলো। কারণ শেখ হাসিনাকে ভারতের মাটিতে ওই সংবাদ সম্মেলন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিলো বাংলাদেশের অনুরোধকে উপেক্ষা করে। শেখ হাসিনা এমন একটি সংবাদ সম্মেলন করবেন বলে ঘোষণা দেবার পর পরই ঢাকায় ভারতের হাইকমিশনার দিনেশ ত্রিবেদীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এই সংবাদ সম্মেলন করার অনুমতি বাতিল করার অনুরোধ করেন প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ হুমায়ুন কবির। অনুরোধ রাখেননি ভারত। এই সময়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো। এই সফরকে সফল করতে দুই দেশের কর্মকর্তা ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছিলো। তখনই শেখ হাসিনা সংবাদ সম্মেলন করেন। বাংলাদেশ তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। তারেক রহমানের সফর স্থগিত করা হয়।

শেখ হাসিনাকে নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একটা টানাপোড়েন চলছে। বৃহস্পতিবার ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ভারতের হাইকমিশনার দিনেশ ত্রিবেদী। বৈঠকে মাহদী আমিন ভারতের প্রতি অনুরোধ করেন যে, তারা যেন শেখ হাসিনাকে উস্কানি দিয়ে বাংলাদেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির সুযোগ না দেয়।

শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হন। ওই প্রেক্ষাপটে তিনি ভারতে আশ্রয় নেন। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। বাংলাদেশ সরকার শেখ হাসিনাকে ফেরত চেয়েছে ভারতের কাছে। ভারত বলেছে, বিষয়টি আইনগত বিধায় আইনে পড়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বিশ্বের যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য
একমাত্র আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যের নিশ্চয়তা।
আমরা ওমরার প্যাকেজ করে থাকি
আমাদের প্যাকেজ বিবরণ
ওমরা ভিসা
এয়ার টিকেট
১ দিন মক্কায় ট্যুর
১ দিন মদিনা ট্যুর
মক্কা থেকে মদিনা গাড়িতে
এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল (4 Star Hotel with Breakfast.)
মদিনার হোটেল থেকে এয়ারপোর্ট ড্রপ অফ (একজন বাংলাদেশী মোয়াল্লেম মক্কা ও মদিনা)
* হজের পর পরই ওমরাহ পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ
* শুধুমাত্র গ্রুপ প্যাকেজের জন্য প্রযোজ্য।
NAFS TRAVEL INC.
SANU SHEAK (SANA)
Cell: 347-537-7657
Email: nafstravel@gmail.com
www.nafstravel.com
NAFS TRAVEL
37-59 74th Street, Jackson Heights, NY 11372
(Inside Mollika electronics next to CITI Bank)

হাদির 'আমায় ছিঁড়ে খাও হে শকুন': বিশ্লেষণ

১৭ পৃষ্ঠার পর

স্যাটায়ার, অস্তিত্ববাদী সংকট এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক ও মার্ক্সীয় চেতনা-যেখানে পুঁজিবাদের আগ্রাসন, মুদ্রাস্ফীতি এবং শোষক বনাম শোষিতের লড়াই-ই এই কবিতার মূল চালিকাশক্তি।

কবিতার শুরুতেই কবি স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পরাশক্তিগুলোকে মাংসাশী পাখির প্রতীকে উপস্থাপন করেছেন: আটলান্টিকের ঈগল (যুক্তরাষ্ট্র/ন্যাটো) বৈকাল হ্রদের বাজ (রাশিয়া) সীমান্তের শকুন (প্রতিবেশী আধিপত্যবাদী শক্তি) আধুনিক মারণাস্ত্র (এক-ফর্টি সেভেন, মিগ টুয়েন্টি নাইন)। কবি এখানে নিজেকে অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বের সাধারণ জনগণকে এক অসহায় শিকার হিসেবে দেখাচ্ছেন, যার মাংস বা সম্পদ নিয়ে পরাশক্তিদের কাড়াকাড়ি চলে।

অর্থনৈতিক দুর্দশা ও মেকি উন্নয়নের মুখোশ উন্মোচনে কবি মধ্যবিত্ত বা প্রান্তিক মানুষের অর্থনৈতিক পঙ্গুত্বকে অত্যন্ত নির্মম ভাষায় তুলে এনেছেন। সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস ওঠা অভাবকে অর্থনীতি ও মিডিয়া ব্যুরোক্রেসি নাম দেয় "মুদ্রাস্ফীতি" ("কাগজের কামলারা তারে আদর করে মুদ্রাস্ফীতি ডাকে")।

"মহাপ্রাণ উন্নয়ন" বা মেগা-উন্নয়নের বয়ানের পেছনে লুকিয়ে থাকা সাধারণ নাগরিকের জীবন এতটাই দুর্বিষহ যে, তারা বেঁচে থেকেও আসলে একটি 'মমি' বা জীবন্ত লাশ-যেখানে তারা কেবল প্রদর্শনী বা পরিসংখ্যানের জন্য টিকে আছে।

"কোতোয়ালরা ফরমান জারি করেছে
আমাকে সারাক্ষণই হাসতে হবে!"

এই পঙ্‌ক্তিটির মধ্য দিয়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ এবং ভয়ের সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হয়েছে। নিজের মাংস দেশি কুকুর বা বিদেশি মাগুরকে খাওয়ানোর উপমা দিয়ে কবি অভ্যন্তরীণ লুটেরা শ্রেণি এবং তোষামোদি রাজনৈতিক সংস্কৃতির বীভৎস রূপ এঁকেছেন। সংসারের ব্যয়ভার ও দেনার দায় সাধারণ জনগণকে শারীরবৃত্তীয়ভাবে পঙ্গু করে দিচ্ছে। রক্ত জমাট বাঁধার উপাদান 'অণুচক্রিকা' যেমন নষ্ট হচ্ছে, তেমনি নীরবে বুকের ভেতর চলছে ক্ষরণের যন্ত্রণা (ইন্টারনাল ব্লিডিং)-যা বাইরের মানুষের চোখে পড়ে না, কিন্তু ভেতরটা তিলে তিলে নিঃশেষ করে দেয়।

এত যন্ত্রণা সত্ত্বেও শরীর বেঁচে থাকে-এই বেঁচে থাকা কোনো আনন্দ নয়, বরং এক নির্মম টিকে থাকা। দুঃসহ জীবন থেকে স্বেচ্ছায় আত্মহত্যার মাধ্যমে মুক্তি নেওয়ার পথও রুদ্ধ; কারণ সেখানে অপেক্ষা করছে আখেরাতের নরক বা 'দোজখের ভয়'। কবি যখন বুঝতে পারেন এই শোষণমূলক বন্দিদশা থেকে মুক্তির উপায় নেই, তখন তিনি এক চরম ক্ষোভের বশে আন্তর্জাতিক শকুন-ঈগলদের ডেকে বলছেন,

"দল বেঁধে হামলে পড়ো আমার বুকে
আমার জান, ধান, চক্ষু, কলিজা
আজ সব তোমাদের গনিমতের মাল
দেশি শুয়োর খুবলে খাওয়ার আগেই
আমায় ইচ্ছেমতো ছিঁড়ে খাও তোমরা!"

সাম্রাজ্যবাদী বিদেশি শক্তির (শকুন/ঈগল) চেয়েও ঘরের ভেতরের সুবিধাবাদী, দুর্নীতিবাজ ও তোষামোদকারীদের ('দেশি শুয়োর') কবি বেশি নিকৃষ্ট মনে করেন। তাদের নোংরা থাবায় ক্ষতবিক্ষত হওয়ার চেয়ে বিদেশি শিকারির পেটে যাওয়াকেও তিনি শ্রেয় মনে করছেন-যা কোনো পরাজয় নয়, বরং নিজের দেশের লুটেরাদের প্রতি চরম ধিক্কার। শরীরটাকে নির্দ্বিধায় শিকারিদের সামনে ছুড়ে দিয়ে কবি আসলে পুরো ব্যবস্থার বর্বরতাকে উলঙ্গ করে দিয়েছেন। এটি ক্ষমতাহীন মানুষের সেই শেষ আর্তনাদ, যেখানে আর হারানোর কিছু থাকে না।

কবিতার শেষ দুটি পঙ্‌ক্তি পুরো রচনার মূল দর্শনকে স্পষ্ট করে দেয়:

"দোহাই, শুধু মস্তিষ্কটা খেয়ো না আমার
তা হলে শীঘ্রই দাস হয়ে যাবে তোমরাও।"

এটি এক ভয়ংকর আত্মসচেতন শ্লেষ। কবি বোঝাচ্ছেন দীর্ঘদিন ধরে শোষণ, নির্যাতন ও ভয়ের রাজত্বে বাঁচতে বাঁচতে এ দেশের মানুষের চিন্তাশক্তি ও মনন এমন এক স্তরে নেমে গেছে যেখানে 'দাসত্ব' রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে গেছে। পরাক্রমশালী শিকারিরাও যদি এই বশীভূত মস্তিষ্ক গ্রহণ করে, তবে তাদের স্বাধীন শিকারি সত্তা নষ্ট হয়ে তারাও এক চিরন্তন দাসে পরিণত হবে। মূলত -সবকিছু শেষ হয়ে গেলেও যেন মানুষের 'মস্তিষ্ক' বা চিন্তাশক্তি ও বিবেক বেঁচে থাকে।

সামগ্রিকভাবে, কবিতাটি রুক্ষ ও কর্কশ ভাষার ব্যবহারে আপাত-ভদ্র রাজনীতির মেকি মুখোশ খুলে দেয় এবং শোষিত মানুষের দমবন্ধ হওয়া যন্ত্রণাকে এক নির্মম ব্যঙ্গচিত্রে রূপান্তর করে। কবিতায় কবি মূলত সমকালীন রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার প্রতি তাঁর তীব্র ক্ষোভ, হতাশা এবং ঝাঁজালো শ্লেষ উগড়ে দিয়েছেন।

ফ্যাসিবাদ বা স্বৈরাচারের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো ভয়, যা মানুষের বাকশক্তি কেড়ে নেয়। কিন্তু ওসমান হাদি সেই ভয়ের প্রাচীর গুঁড়িয়ে সাধারণ মানুষের চরম অসহায়ত্ব ও শোষণের কথা নির্ভীক কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন। যখন পুরো সমাজ বাধ্য হয়ে কৃত্রিম হাসির ফরমান মেনে নিচ্ছিল, তখন তিনি একা দাঁড়িয়ে রাজার তথাকথিত মুখোশ টেনে খুলেছেন। একজন লেখক যখন নিজের জীবনের পরোয়া না করে কোটি সাধারণ মানুষের অবদমিত হাহাকারকে নিজের কণ্ঠে ধারণ করেন, তখন তাঁর প্রতি আলোচনা কেবল সাহিত্যিক মূল্যায়নে সীমাবদ্ধ থাকে না-তা পরিণত হয় গভীর শ্রদ্ধায়।

ওসমান হাদি যা লিখেছিলেন, নিজের জীবন দিয়ে তা সত্য প্রমাণ করে গেছেন। "দেশি শুয়োর খুবলে খাওয়ার আগেই/ আমায় ইচ্ছেমতো ছিঁড়ে খাও তোমরা"-এই চরণের পেছনে যে কী মর্মান্তিক ভবিষ্যৎ লুকিয়ে ছিল, তাঁর অকাল ও নৃশংস শাহাদাতই তার নির্মম প্রমাণ।

প্রবাসীদের মুদ্রা পাঠানোর ক্ষেত্র প্রসারিত করুন

৫ পৃষ্ঠার পর

উন্নয়নমূলক কাজে ব্যাংক বা মানি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠানোর পথ উন্মুক্ত করা উচিত। বর্তমানে অনেকে হয়তো ব্যক্তিউদ্যোগে আত্মীয়দের সাহায্য করেন, ঘরবাড়ি বানান বা যাকাত ও দান-হাদিয়া পাঠান। কিন্তু তারা যদি দেশের বিভিন্ন বিপদাপন্ন প্রজেক্ট বা স্থানীয় সামাজিক সংস্থায় সরাসরি অর্থ পাঠাতে পারতেন, তবে দেশে একটি নীরব সামাজিক বিপ্লব ঘটে যেত। এনজিও ব্যুরোর জটিলতা ছাড়া প্রবাসীরা যাতে সরাসরি নিজেদের এলাকার স্কুল, স্থানীয় চ্যারিটি বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানে অর্থ পাঠাতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করা দরকার। বাংলাদেশ ব্যাংক, এনজিও ব্যুরো এবং এনএসআই-এর অযৌক্তিক বাধা ও হয়রানি দূর করাই হওয়া উচিত সরকারের দায়িত্ব। বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা প্রবাসীরা যদি বছরে গড়ে অন্তত ২০০ ডলার করেও দেশের এসব সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রকল্পে পাঠাতে পারেন, তবে বহু ভঙ্গুর প্রতিষ্ঠান আবার ঘুরে দাঁড়াবে। গত চার বছর ধরে মূলধারার 'গ্রেটার নিউ ইয়র্ক চেম্বার অব কমার্স'-এর সাথে যৌথভাবে 'বাংলাদেশ-ইউএসএ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ' বড় পরিসরে ট্রেড ফেয়ার ও রেমিট্যান্স ফেয়ার আয়োজন করে আসছে। এই যৌথ উদ্যোগের ফলে আমরা মার্কিন মূলধারার ব্যবসায়ীদের আস্থা অর্জন করতে পেরেছি। বাংলাদেশ ও আমেরিকার মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে এই চেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রবাসী বাংলাদেশি-আমেরিকানদের আরও উৎসাহিত করতে আমরা বিভিন্ন পেশাজীবীদের নিয়ে জুম সভা করেছি। তথ্যপ্রযুক্তি, ফার্মাসিউটিক্যালস, চিকিৎসা ও গবেষণা খাতের বিশেষজ্ঞদের মতামত ও প্রস্তাবনা তৈরি করে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পাঠালেও সরকারি সদিচ্ছার অভাবে অনেকে হতাশ হয়েছেন।

গত বছরের রেমিট্যান্স ফেয়ারে ট্রাম্প প্রশাসনের 'স্মল বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন'-এর প্রধান কার্যালয়ের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে আমেরিকা ছাড়াও যুক্তরাজ্য, ইতালি, পোল্যান্ড ও কানাডার প্রবাসী বিজনেস চেম্বারের নেতারা অংশ নেন। এছাড়া কোরিয়ান, দক্ষিণ আমেরিকান ও নেপালি-আমেরিকান চেম্বার অব কমার্সের মতো বিভিন্ন এথনিক চেম্বারও আমাদের জোটে যোগ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এমনকি আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ডিজাইনার গ্লোরিয়া স্টার্কও বাংলাদেশের ফ্যাশনকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে আগ্রহ দেখিয়েছেন। এই অবস্থায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এবং অর্থ উপদেষ্টার কাছে আমার আকুল আবেদন-প্রবাসীদের বৈদেশিক মুদ্রা পাঠানোর ক্ষেত্র প্রসারিত করুন। শুধু ব্যক্তি বা নিবন্ধিত এনজিও নয়; সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত সামাজিক সংগঠন, স্কুল, কলেজ, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, পরিবেশবাদী সংগঠন ও বিভিন্ন চ্যারিটিকে প্রবাস থেকে সরাসরি অনুদান বা রেমিট্যান্স গ্রহণের অনুমোদন দিন। তাদের আইনি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার আওতায় এনে প্রক্রিয়াটি সহজ করুন। দুর্ভাগ্যবশত, বাংলাদেশের মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত বা সরকারি কর্মকর্তারা প্রবাসীদের অভিজ্ঞতা ও সক্ষমতাকে খুব একটা গুরুত্ব দেন না। অথচ উন্নত বিশ্বে এই প্রবাসীদের প্রভাব ও যোগ্যতা অনেক বেশি। করোনাকালের একটি ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে-তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিউইয়র্কে এসে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, আমেরিকা আমাদের কোনো ভ্যাকসিন দেবে না। কিন্তু তার মাত্র সাত দিনের মাথায় আমেরিকা বাংলাদেশকে ৫ মিলিয়ন ডোজ কোভিড ভ্যাকসিন প্রদান করে। এটি সম্ভব হয়েছিল প্রবাসী বাংলাদেশি-আমেরিকানদের নিরলস কূটনৈতিক যোগাযোগের ফলে।

আমরা নেতাজার বিখ্যাত কার্ডিওলজিস্ট ডা. চৌধুরী হাফিজ আহসানের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম। তৎকালীন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের ঘনিষ্ঠ হাফিজের রোগী ছিলেন নেভাডার প্রভাবশালী সিনেটর। কমলা হ্যারিস হোয়াইট হাউসের কোভিড টিমে হাফিজকে অন্তর্ভুক্ত করলে, তিনি যুক্তির মাধ্যমে তাদের বোঝাতে সক্ষম হন যে বাংলাদেশের হাসপাতাল ব্যবস্থা অত্যন্ত ভঙ্গুর এবং সেখানে ভ্যাকসিন না পৌঁছালে কোটি কোটি মানুষ ঝুঁকিতে পড়বে। যেখানে আমেরিকা সেসময় ইউরোপের অনেক দেশ বা ভারতকেও ভ্যাকসিন দেয়নি, সেখানে ডা. চৌধুরী হাফিজের অনুরোধে বাংলাদেশে দ্রুত ভ্যাকসিন পৌঁছেছিল।

আমেরিকাসহ উন্নত বিশ্বের মূলধারায় অনেক প্রবাসী বাংলাদেশি নিজ নিজ মেধা ও যোগ্যতায় অত্যন্ত সম্মানিত অবস্থানে রয়েছেন। বাংলাদেশের রাজনীতি ও স্বজনপ্রীতির ঊর্ধ্বে উঠে যদি তাদের এই অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে সম্মানের সাথে দেশের কাজে যুক্ত করা যায়, তবে বাংলাদেশই সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে। প্রবাসীদের যেকোনো ভালো উদ্যোগকে সম্মান জানানো, দেশের ব্যাংক ও প্রশাসনিক সংস্থাকে সঠিক নির্দেশনা দেওয়া এবং দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি। আজকের এই দুর্গনিরিক্ষণে আমাদের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টাই পারে বাংলাদেশকে এক নতুন ভোরের দিকে নিয়ে যেতে।

লেখক: কলামিস্ট, রেমিট্যান্স ফেয়ার এবং সভাপতি, বাংলাদেশ-ইউএসএ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ। (লেখাটি দৈনিক আমাদের সময় থেকে সংগৃহীত)।

Personal Injuries & Death Claims
Car Accidents and Medical Mal Practice
Divorce, Family Matters and Domestic Violence
Real Estate and Business Closing
Foreclosure proceedings
Bankruptcy
All Civil Matters
Wills, Trust and Estate Planning
All Criminal Matters
All Immigration Matters
MD Golam Mostofa, ESQ.
NY State Attorney
LL. B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh.
Barrister-At-Law, London.
Attorney-At-Law, NY.
Address:
Queens: 148-45 Hillside Ave
Jamaica, NY 11435
Phone# 718-487-4873, Cell: 917-285-6247(Text) Email: abmostofa1@gmail.com

আমরাই একমাত্র
যারা সর্বোচ্চ সুবিধার
নির্ভরযোগ্য
নিশ্চয়তা
প্রদান করি

ZAM ZAM
TRAVEL US

আমাদের সার্ভিস সমূহ

এয়ার টিকেটিং

হজ্ প্যাকেজ
সার্ভিস প্রোভাইডার

HOTEL
হোটেল বুকিং

ভিসা প্রোসেসিং

ওমরাহ্ প্যাকেজ
সার্ভিস প্রোভাইডার

কেন আমাদের সার্ভিস নিবেন ?

- ✓ বিশেষজ্ঞ দল
- ✓ যাচাইকৃত ভিসা চেকলিস্ট
- ✓ প্রিমিয়াম সহায়তা
- ✓ নিখুঁত ভিসা আবেদন পরিষেবা

ZAM ZAM TRAVEL US
in a Partnership with
إثراء الخير
ITHRAA ALKHAIR

এয়ার লাইন সমূহ

السعودية SAUDIA
QATAR AIRWAYS القطرية
Emirates
TURKISH AIRLINES

ঢাকা অফিস
+88 017 1133 6292
Tropical Mollah Tower
Shop no: 08 (4th Floor), Progoti Sharoni
Middle Badda, Dhaka 1212, Bangladesh

নিউইয়র্ক অফিস
+1 718 395 9697
37-15 73 Street (Suite-207),
Jackson Heights, NY-11372
zamzamtravelus

www.zamzamtravelus.com
zamzamtravelus@gmail.com

Marriage Media

পাত্র-পাত্রী

খুজছেন সন্ধান দাতা

আপনি বিয়ে করে আমেরিকাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চান?

সকল ধর্ম, সকল বর্ণের ইমিগ্রান্ট/ননইমিগ্রান্ট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ফার্মাসিষ্ট, নার্স, ফেডারেল জব, প্রাইভেট জব, ব্যবসায়ী, ট্যাক্সি ড্রাইভার, ছাত্র/ছাত্রী, ডিভোর্স, বিধবা ও (বয়স্ক) পাত্র-পাত্রী।

৫০টি স্টেটের বাঙ্গালি পরিবারের সাথে যোগাযোগ।
সাফল্যতার সাথে অগ্রগতি।

আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু হয় না আমি উছিলা মাত্র।

খান ভাই

646-637-7590

Email: khanma663@gmail.com

COOL Multiservices LLC

Real Estate, Tax, Insurance & Consultancy
We Offer Mortgage
Wireless Communication Limo Service

শাহ্ হামজার স্মরণে
বিশ্বাসের উত্তরাধিকার, উৎকর্ষতার ভবিষ্যৎ

১৯৯৯ সাল থেকে কুল মাল্টিসার্ভিসেস এলএলসি আমাদের কমিউনিটির একটি নির্ভরযোগ্য ভরসার নাম। দীর্ঘ এই পথচলায় আমরা সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে মানুষের আস্থা অর্জন করেছি।

আজ আমরা গর্বের সাথে জানাচ্ছি—আপনার পরিবারের ভবিষ্যৎ আরও নিরাপদ ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে আমরা আমাদের সেবার পরিধি ও দক্ষতা আরও বিস্তৃত করেছি।

আপনি যদি ট্যাক্স সংক্রান্ত সহায়তা চান, কিংবা নিজের স্বপ্নের একটি বাড়ির খোঁজে থাকেন—যে দলকে আপনি বছরের পর বছর বিশ্বাস করেছেন, সেই দল আজও আপনার পাশে আছে।

আমাদের প্রধান সেবাসমূহ

* ট্যাক্স প্রস্তুতি ও পরামর্শ
  দ্রুত, নির্ভুল ও সর্বোচ্চ রিটার্ন নিশ্চিত করার জন্য অভিজ্ঞ সহায়তা।
* মর্টগেজ ও ঋণ সমাধান (প্রি এপ্রোভাল)
  সহজ শর্ত, প্রতিযোগিতামূলক সুদের হার ও ব্যক্তিগত গাইডলাইন।
* রিয়েল এস্টেট সেবা
  বাড়ি কেনা বা বিক্রি—বাজার বিশ্লেষণ করে আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সহায়তা।

আপনার স্বপ্নের বাড়ির শুরু এখান থেকেই

প্রথমবার বাড়ি কিনছেন?
আপনাকে আন্তরিক স্বাগতম।
এই প্রক্রিয়াকে জটিল মনে করার কোনো কারণ নেই। আমরা প্রথমবার বাড়ি কিনতে আগ্রহীদের জন্য প্রি-অ্যাপ্রুভালসহ প্রতিটি ধাপে পাশে থেকে সহায়তা করি, যাতে আপনার "স্বপ্নের বাড়ি" বাস্তবে রূপ নেয়।

কুল-এর সাথে যুক্ত হয়ে উপভোগ করুন
২৫ বছরেরও বেশি সময়ের সততা, অভিজ্ঞতা ও পেশাদার সেবার নিশ্চয়তা।

: যোগাযোগ :
১৯৭০১ হিলসাইড অ্যাভিনিউ, হলিস, নিউ ইয়র্ক ১১৪২৩
৭১৮-৮০৩-৮২০০
ইমেইল: coolmultiservicesllc@gmail.com

হ্যান্ডস অন
ফিসিক্যাল থেরাপি রিহাবিলেইশন

এ. ভূঁইয়া
এলআইসি. ফিসিক্যাল থেরাপিস্ট

আপনি কি নিম্নে উল্লেখিত যে কোন ব্যথায় ভুগছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন।
আমাদের আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা।

* পিঠ ব্যথা
* গাড় ব্যথা
* বাহু ব্যথা
* কব্জি ব্যথা
* হাঁটু ব্যথা
* পায়ের পাতা ব্যথা
* পায়ের আঙ্গুল ব্যথা

ক্লিনিক খোলা থাকার সময়
সোমবার থেকে শুক্রবার
সকাল ১০.০০-সন্ধ্যা-৭টা
শনিবার
সকাল ১০.০০-বিকাল-৪টা
রবিবার বন্ধ

আমরা প্রায় সব ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি

আমরা ইংলিশ, স্প্যানিশ, হিন্দি, বাংলা ও আরবীতে কথা বলি

75-17 41 Ave. Elmhurst, NY 11373
(Corner of 76th St & Broadway
170-08 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel : 917-832-7824, Cell : 718-696-7002
Fax : 917-832-6100

হোমিও চিকিৎসা

জ্যাকসন হাইটস এর বাংলাদেশ প্লাজার নীচ তলায়

ডাঃ এফ হক
হোমিওপ্যাথিক কনসালট্যান্ট
DI. Hom (USA)
(Diploma in Homeopathy)

ব্যথা, পাইলস, গ্যাস্টিক, কিডনি ও প্রস্রাবের সমস্যা, যৌন ও চর্মরোগ সহ সব ধরনের জটিল রোগ।

হোমিও ভিটামিন সেলিং সেন্টার
Homeo & Vitamin Selling Center

এপয়েন্টমেন্ট এর জন্য কল করুন
347-596-3111, 347-485-8020

জ্যাকসন হাইটস অফিস: (বাংলাদেশ প্লাজা) (দুপুর ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত)
৩৭-১৫ ৭৩ স্ট্রিট (Lower Level), জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক।
ব্রুকলিন অফিস: (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত)
৪৭৫ ম্যাকডোনালস্ এভিনিউ, (৩য় তলা), ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক।

GOLDEN AGE HOME CARE

সম্মানিত কমিউনিটির সকলের অবগতির জন্য

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ও ব্যক্তি Golden Age Home Care-এর ধারাবাহিক অগ্রগতি ও সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর ও বানোয়াট তথ্য ও গুজব ছড়ানোর অপচেষ্টা করছেন।

আমরা স্পষ্টভাবে জানাতে চাই,
এসব প্রচারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অসত্য।

Golden Age Home Care সবসময় সততা, দায়িত্বশীলতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কমিউনিটির মানুষের পাশে থেকে সেবা দিয়ে যাচ্ছে এবং **ভবিষ্যতেও সেবার অঙ্গীকার করছে।**

কোনো গুজব বা বিভ্রান্তিকর তথ্যে বিশ্বাস না করে, Golden Age Home Care সম্পর্কে যেকোনো তথ্য বা প্রশ্নের জন্য সরাসরি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগ

718-775-7852 | 646-591-8396

দ্বিতীয় বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে চলচ্চিত্র আহবান

৬২ পৃষ্ঠার পর

তৈরী করতে। প্রথম নিউ ইয়র্ক বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে আমরা যে সাড়া পেয়েছি আমরা সেই পথে এগিয়ে যেতে চাই। আমাদের রয়েছে অভিজ্ঞ জুরিবোর্ড। ফেস্টিভ্যাল ডিরেক্টর হিসেবে আছেন শিবলু চৌধুরী এবং প্রোগ্রাম ডিরেক্টর তানভীর খায়ের। সদস্য সচিব জনাব পিটু আনাম বলেন, বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস অনেক সমৃদ্ধ, আমরা তাদের মূল্যায়ন করতে চাই যারা বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছেন।

তিনি বাংলাদেশের সকল নির্মাতা এবং প্রযোজককে অনুরোধ জানান তারা যেন ২০২৬ সালে তাদের নির্মিত সেরা কাজটি নিউ ইয়র্ক বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে জমা দেন। সড়া কিংবা এমপি-৪ ফরমেটে সকল দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র জমা দেওয়া যাবে। এছাড়া ফিল্মফ্রিওয়ে প্লাটফর্মের মাধ্যমেও চলচ্চিত্র জমা দেওয়া যাবে।

আয়োজনের আহবায়ক অনিক আহমেদ জানান, উৎসবটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী বছরের শুরুতে, নিউইয়র্ক-এ। ক্রমেই তারিখ ও ভেন্যু জানানো হবে ওয়েবসাইট ও প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।

ইরান যুদ্ধ নিয়ে জার্মানিতে ১০ দেশের গোপন বৈঠক

৬২ পৃষ্ঠার পর

আঞ্চলিক দেশগুলোকে বলেন, ইরানের হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটিগুলো আক্রান্ত হলেও ওয়াশিংটন এ অঞ্চল থেকে তাদের বাহিনী প্রত্যাহার করবে না। সেন্টকম কমান্ডার আরও বলেছেন, হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচল বাড়ানোর একটি 'পরিকল্পনা' যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে। রাজিদকে এক ইসরায়েলি কর্মকর্তা বলেন, বৈঠকে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল আইয়াল জামির আঞ্চলিক সামরিক অভিযান সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবহিত করেন।

বৈঠকের পর ইসরায়েলকে যুক্তরাষ্ট্রের ইউরোপীয় কমান্ডের (ইউএসইইউকম) দায়িত্বের আওতা থেকে সরিয়ে সেন্টকমের দায়িত্বাধীন এলাকায় নেয়া হয়। এর ফলে মার্কিন সামরিক কমান্ডের অধীনে আঞ্চলিক দেশগুলোর সঙ্গে ইসরায়েলের আরও সরাসরি সহযোগিতার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

এই খবরের প্রতিক্রিয়ায় লন্ডনের কিংস কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আন্দ্রেয়াস ক্রিগ বলেন, উপসাগরীয় আরব দেশগুলোর রাজধানীগুলোতে সেন্টকম কমান্ডার ব্র্যাডলি কুপারকে নিয়ে 'গভীর সন্দেহ' রয়েছে। তার ভাষ্য, তাকে এমন একজন কমান্ডার হিসেবে দেখা হয়, যিনি ইসরায়েলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, ইরানের বিষয়ে খুবই কট্টর অবস্থানের এবং যিনি নিয়মিত প্রেসিডেন্টের সামনে এমন সামরিক অভিযান পরিকল্পনার বিকল্প তুলে ধরেন, যা কৌশলগতভাবে বিপর্যয়কর।

যুক্তরাষ্ট্রে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে নিজেরাই শিরোনাম

৬২ পৃষ্ঠার পর

দুর্ঘটনার পরপরই আগুন ধরে যায় এবং তা দ্রুত চারপাশের চারটি গাড়ি ও দুটি কনটেইনারে ছড়িয়ে পড়ে। অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর ক্যাপ্টেন ব্র্যাডেন সিলভারম্যান জানান, একজন ব্যক্তি হেলিকপ্টারের বাইরে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। এনবিসি ফোর-এর উপস্থাপক কলিন উইলিয়ামস সরাসরি সম্প্রচারে সহকর্মীদের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এর আগে একই এলাকায় একটি বাসের সঙ্গে এসইউভির সংঘর্ষে দুইজন নিহত এবং হয়জন আহত হয়েছিলেন। সেই ঘটনার সংবাদ পরিবেশনের সময়ই মর্মান্তিক এই হেলিকপ্টার দুর্ঘটনা ঘটলো।

বরিশাল বিভাগীয় সোসাইটি ইউএসএ'র নতুন কমিটি

৩ পৃষ্ঠার পর

মনিরুজ্জামান মিয়াকে সভাপতি এবং মো. সাইফুল ইসলাম বাদলকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। কমিটিতে সিনিয়র সহসভাপতি (পিরোজপুর) হিসেবে মো. তুষার আলী শেখ, সহসভাপতি (বরগুনা) মো. আনোয়ার হোসেন, সহসভাপতি (বরিশাল) নজরুল আলম, সহসভাপতি (পটুয়াখালী) মো. মনিরুল ইসলাম, সহসভাপতি (ঝালকাঠি) টিএম ফেরদাউসুর রহমান এবং সহসভাপতি (ভোলা) মো. সাইফুল ইসলাম দায়িত্ব পেয়েছেন।

এ ছাড়া সহসভাপতি (বরিশাল মহানগর) হিসেবে মো. মাহবুবুল আলম সর্দার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে জাহাঙ্গীর আলম, অর্থ সম্পাদক হিসেবে রাশেদুজ্জামান মিয়া হিমু এবং যুগ্ম অর্থ সম্পাদক হিসেবে শাহ আলম আকন্দ দায়িত্ব পেয়েছেন।

নতুন পরিষদে সাংগঠনিক সম্পাদক হয়েছেন মো. আব্দুর রাজ্জাক রুবেল, দপ্তর সম্পাদক মো. শহিদুল ইসলাম, আইন ও পুনর্বাসন সম্পাদক এডভোকেট রেশমা ইয়াসমিন, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মো. জাকির হোসেন এবং প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মামুন হাওলাদার। মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে সালমা আক্তার এবং কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে মাহফুজুর রহমান খলিফা, গোপাল চন্দ্র ঘোষ ও রেদোয়ান আলম দায়িত্ব পেয়েছেন।

নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদ বরিশাল বিভাগের প্রবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতা আরও জোরদার করার পাশাপাশি সামাজিক, মানবিক ও কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। একই সঙ্গে প্রবাসীদের সঙ্গে দেশের মানুষের যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় করা এবং বরিশালের মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা জানিয়েছে সংগঠনটি। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আশা করছেন, নতুন নেতৃত্বের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বরিশালবাসীদের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্য আরও সুদৃঢ় হবে এবং সংগঠনের সামাজিক ও মানবিক কার্যক্রম নতুন গতি পাবে।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া
kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY
লাইসেন্স বিহীন কোন ব্যক্তির সহযোগিতায় বাড়ি ক্রয়, বিক্রয় করে প্রতারিত হবেন না, আমরা বিনামূল্যে বাড়ি সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি।

বিঃদ্রঃ আপনি যদি রিয়েল এস্টেট জব করতে চান আপনাকে ১০০% সহযোগিতা করা হবে।
Md. Alamgir Hossain
Associate Broker
75-35 31st Ave, Suite 202
East Elmhurst, NY 11370
Cell : 347-774-6432
Office : 347-846-1200
Email: mdahossain@kw.com
মোঃ আলমগীর হোসেন
লাইসেন্স এসোসিয়েট ব্রোকার
যোগাযোগ:৩৪৭-৭৭৪-৬৪৩২

REAL ESTATE, DIVORCE,
IMMIGRATION & SMALL BUSINESS
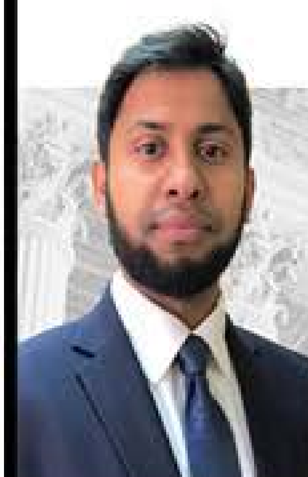
বাড়ি ঘর বা ব্যবসা কেনা/বেচা, তালাকের মামলা,
ইমিগ্রেশন, দুর্ঘটনা বা পিছলে পড়া, এবং যাবতীয়
অন্যান্য আইনগত সহায়তার জন্য, অভিজ্ঞ কার্যোপযোগী
বাংলাদেশী এটর্নির সাথে যুগাযুগ করুন
নিউ ইয়র্কের লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ এটর্নি
Hasan Malik, Esq.
718-433-9243
37-13 74TH ST, FLOOR 2
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
ATTORNEY ADVERTISING

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে প্রবাসিদের নিম্নবর্ণিত সার্ভিস গুলি সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছে
TRANS GLOBAL REAL ESTATE & GLOBAL TAX AND FINANCIAL SERVICES
রিয়েল স্টেট ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস

FLORIDA- ফ্লোরিডায়
জমি ও বাড়ীর মালিক হওয়ার অপূর্ব সুযোগ
Please Call: 929-391-6274
For further inquiry
Jackson Height Office:
37-18-74th Street, 2nd Floor,
Jackson Height, NY 11372
Phone: 718-779-7600
Jamaica, Hollis Office:
184-02 Hillside Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: 718-779-7600

TAX Services
ট্যাক্স সার্ভিসেস
25 YEARS EXPERIENCED
Please Call:
718 581 6081
347 392 4312
718 779 7600
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
TAX FILING, FAST REFUND
REASONABLE FEES!

REAL ESTATE Services
রিয়েল স্টেট সার্ভিসেস
Global Tax and Financial Services
Year round Tax, Immigration, Real Estate & Multi Services

Cell: 718-581-6081, 718-779-7600
Email: rahmangfs@yahoo.com
Maksudur Rahman
I.R.S Registered Tax Preparer

আপনি জানেন কি?
পরীক্ষা ও আবেদন ফি ছাড়া আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ইমিগ্রেশন ফরম ও আবেদন ফি ছাড়া আবেদন করার সুযোগ আছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।

দীর্ঘ দেড় যুগের বেশী
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

KARNAFULLY TRAVEL INC.
(Approved Travel Agent)

IATA arc Approved

কর্ণফুলি ট্রাভেল
আই এন সি.

Airlines Partners : ALL MAJOR AIRLINES Including Local Domestic Tickets

সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত উমরাহ্ ট্রাভেল এজেন্ট

প্যাকেজঃ হজ্ব ভিসা ও উমরাহ্ ভিসা

আমাদের সুবিধা

নিজস্ব অফিস থেকে সরাসরি ARC এর মাধ্যমে যেকোন এয়ারলাইন্স এর টিকেট ইস্যু করে থাকি। অফিস সপ্তাহে ৭ দিন খোলা সকাল ১০:০০টা - রাত ১০:০০টা। তুলনামূলকভাবে বছরের যেকোনো সময় অত্যন্ত কমমূল্যে টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

উমরাহ ভিসা আমাদের অফিস থেকে সরাসরি প্রসেস করা হয়। নিজস্ব হোটেলের মাধ্যমে প্রতি বছর দুই থেকে আড়াই হাজার ওমরা হাজীদের যাবতীয় সেবা দিয়ে থাকি।

718 205 6050, 718 205 6055, 917 691 7721

371673 Street. Suite 201 FR. Jackson Heights NY 11372

E-mail : karnafullytravel@yahoo.com, msalim@karnafullytravel.com

Web: www.karnafullytravel.com

জ্যাকসন হাইট্স, উডসাইড এ নিরিবিলি পরিবেশে
বাংলাদেশী ডাক্তার
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Internal Medicine
Geriatric Medicine
শামীম আহমেদ এম, ডি
আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।
35-30 , 64th Street, Woodside NY 11377 (Subway E, F, R, N, V, G, 7)
TEL: 718-205-6561

Starling Car Service LLC
Best Choice for your trip
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
* 24 Hours Service
* Experienced & Professional Driver
* Affordable Price
* Airport Service
* Long Distance - Short Distance Hourly Service
* Special Occasions Service
* Wheelchair Available
* Corporate Transporation
Please Contact:
Md. Kamroul Hasan
President & CEO
718-612-8825
2115 Starling Ave
2nd Fl, Bronx
NY 10462
Tel: 718-612-8825
914-294-1845
Email: starlingcarservice@gmail.com
We arrange
Base Letter & Base Affiliate

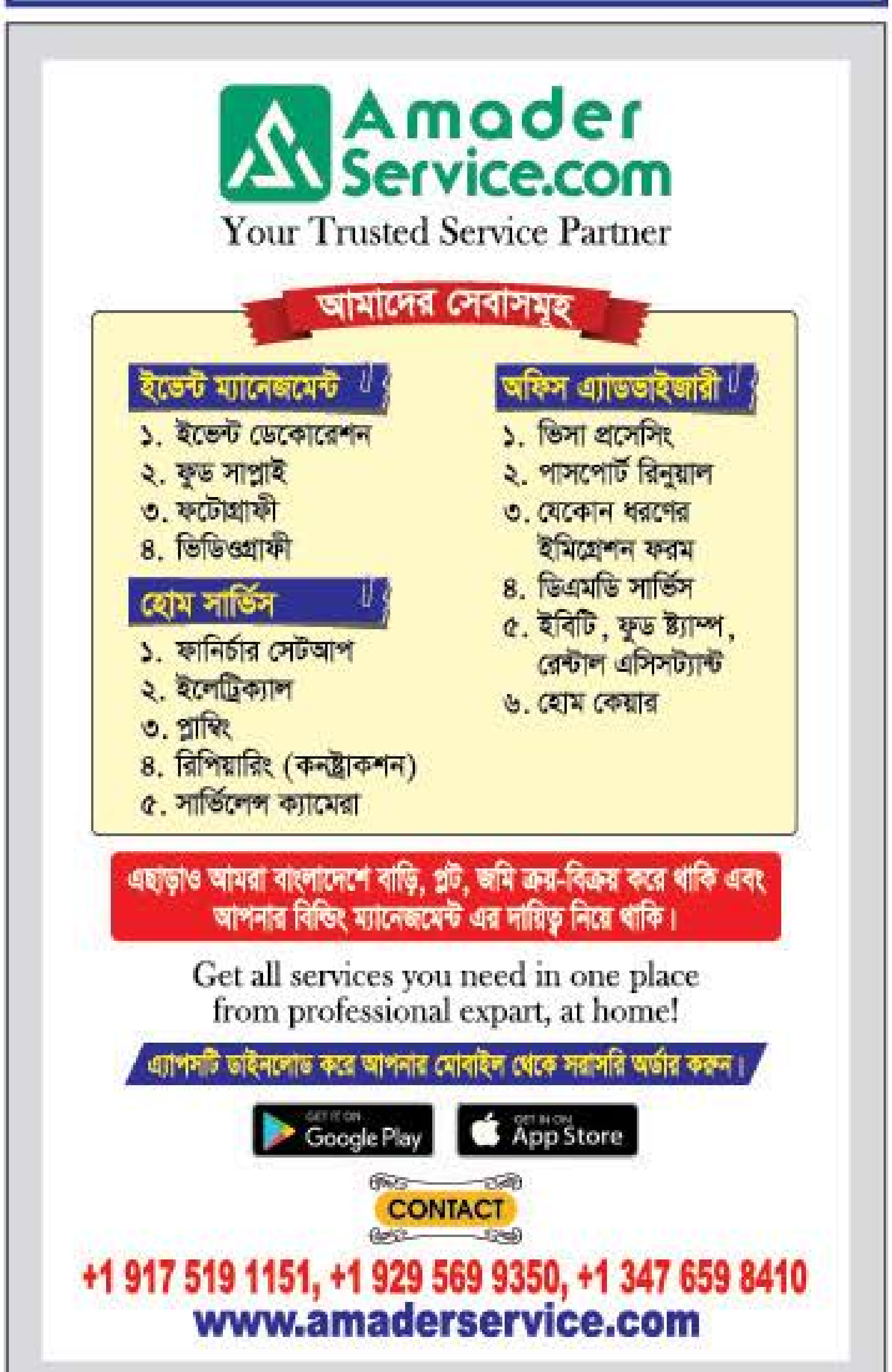

Amader Service.com
Your Trusted Service Partner
আমাদের সেবাসমূহ
ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট
১. ইভেন্ট ডেকোরেশন
২. ফুড সাপ্লাই
৩. ফটোগ্রাফী
৪. ভিডিওগ্রাফী
হোম সার্ভিস
১. ফার্নির্চার সেটআপ
২. ইলেট্রিক্যাল
৩. প্লাম্বিং
৪. রিপিয়ারিং (কনস্ট্রাকশন)
৫. সার্ভিলেন্স ক্যামেরা
অফিস এ্যাডভাইজারী
১. ভিসা প্রসেসিং
২. পাসপোর্ট রিনুয়াল
৩. যেকোন ধরণের ইমিগ্রেশন ফরম
৪. ডিএমভি সার্ভিস
৫. ইবিটি , ফুড ষ্ট্যাম্প, রেন্টাল এসিসট্যান্ট
৬. হোম কেয়ার
এছাড়াও আমরা বাংলাদেশে বাড়ি, প্লট, জমি ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি এবং আপনার বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট এর দায়িত্ব নিয়ে থাকি।
Get all services you need in one place from professional expart, at home!
এ্যাপসটি ডাইনলোড করে আপনার মোবাইল থেকে সরাসরি অর্ডার করুন।
GET IT ON Google Play
GET IN ON App Store
CONTACT
+1 917 519 1151, +1 929 569 9350, +1 347 659 8410
www.amaderservice.com

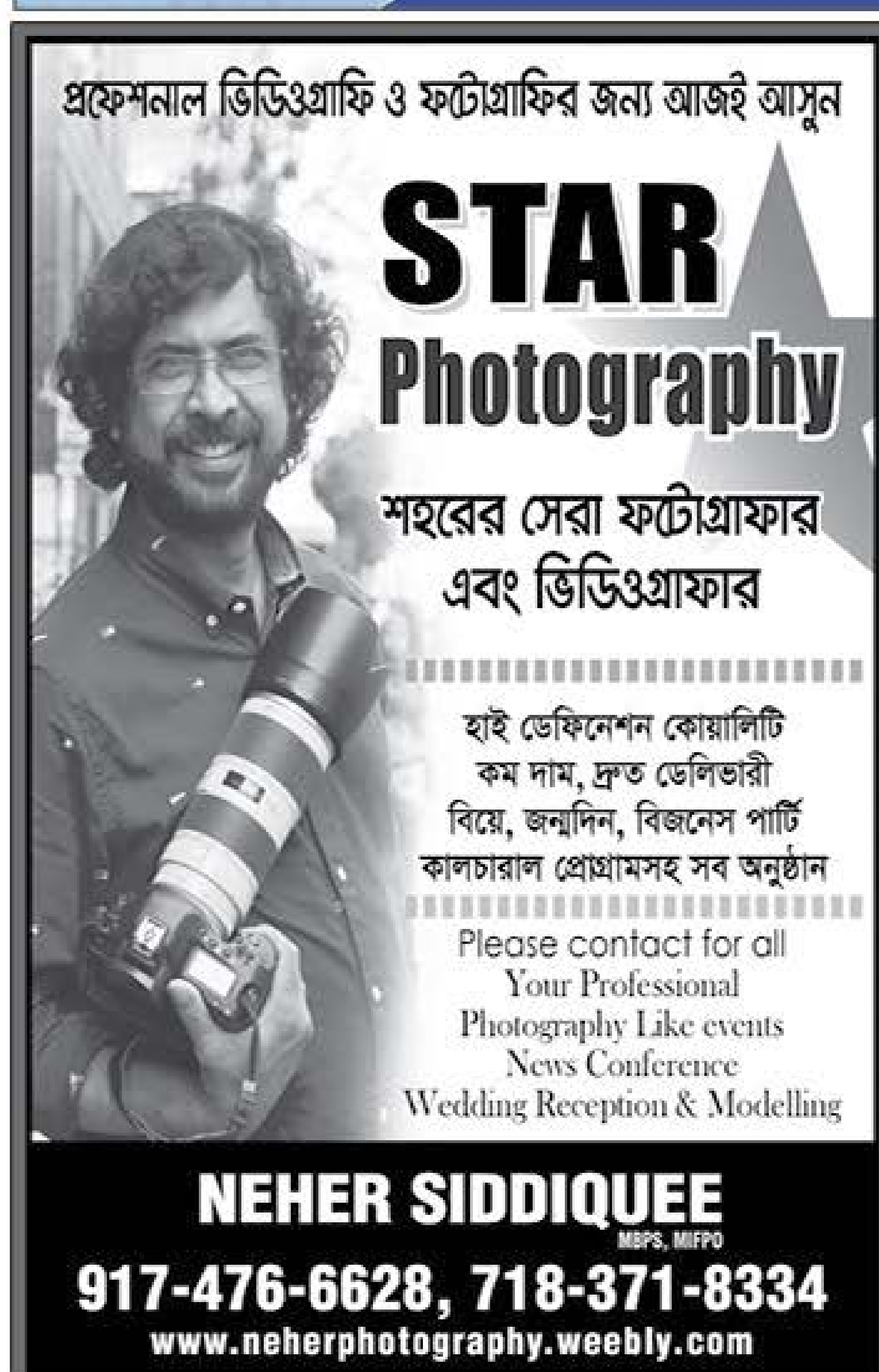

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন
STAR Photography
শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার
হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান
Please contact for all Your Professional Photography Like events News Conference Wedding Reception & Modelling
NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

ইরানের স্কুলে হামলায় যুক্তরাষ্ট্র জড়িত ও যুদ্ধাপরাধের সামিল : জাতিসংঘ

১ পৃষ্ঠার পর

অনুসন্ধানী দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ফেব্রুয়ারি মাসে ইরানের একটি স্কুল ও ক্রীড়া স্থাপনায় চালানো সামরিক হামলার পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের হাত থাকার যৌক্তিক কারণ রয়েছে। এ হামলায় ১২০ জন শিশু নিহত হয়েছিল। এটা যুদ্ধাপরাধের শামিল। স্কুলে চালানো ওই হামলায় ১২০ জন শিশুসহ মোট ১৫৬ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হন। ২৮ ফেব্রুয়ারি হরমুজগান প্রদেশের মিনাব শহরে চালানো ওই হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের একটি 'টমাহক' ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল। যার আঘাতে 'শাজারেহ তাইয়েবেহ' প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদ ধসে পড়ে। জাতিসংঘ জানিয়েছে, স্কুলটি ছিল "সহজেই শনাক্তযোগ্য। জানা গেছে, এই ঘটনার বিষয়ে পেন্টাগনের নিজস্ব গোপন তদন্ত কয়েক মাস আগেই শেষ হয়েছে। এমন খবরও রয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন কমান্ডারদের সতর্ক করা হয়েছিল যে যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত লক্ষ্যবস্তু সংক্রান্ত তথ্য-যার মধ্যে মিনাব হামলার তথ্যও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

একই দিনে চালানো দ্বিতীয় হামলাটির লক্ষ্যবস্তু ছিল দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর লামের্দের একটি 'সহজেই শনাক্তযোগ্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স ও আবাসিক এলাকা'। সেখানে এমন একটি অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল যা থেকে টাংস্টেন পেলেট (ছোট ধাতব টুকরো) ছড়িয়ে পড়েছিল। জাতিসংঘের তথ্য-অনুসন্ধানী দল এক বিবৃতিতে বলেছে, '২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার পর, এই মিশন এমন বিশ্বাস করার যৌক্তিক কারণ খুঁজে পেয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্র নির্বিচারে হামলা চালানোর মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত করেছে; এসব হামলার ফলে বেসামরিক নাগরিকদের প্রাণহানি বা আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে অথবা বেসামরিক স্থাপনার ক্ষতি হয়েছে।'

মিশনটি আরও লেখেছে যে, সরকারবিরোধী বিক্ষোভ দমনের সময় প্রাণঘাতী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ইরানের কর্তৃপক্ষ মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটন করেছে। ইরান বিষয়ক স্বাধীন আন্তর্জাতিক তথ্য-অনুসন্ধানী দলের এই প্রতিবেদনটি জেনেভায় জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে জমা দেওয়া হবে। এতে ফেব্রুয়ারি মাসে শুরু হওয়া ইরান যুদ্ধ চলাকালে যুক্তরাষ্ট্রের আচরণ এবং ডিসেম্বরের শেষের দিকে শুরু হওয়া দেশব্যাপী অস্থিরতার প্রতি ইরানি সরকারের প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা এর আগে বলেছেন যে, সশস্ত্র সংঘাতের আইন মেনেই সামরিক অভিযান পরিচালনা করা হয়; অন্যদিকে ইরান সুপরিকল্পিতভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ বরাবরই অস্বীকার করে আসছে। জাতিসংঘের মিশন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, 'শাজারেহ তাইয়েবেহ' প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালানো হামলাটি ছিল একটি নির্বিচার আক্রমণ; এর ফলে বেসামরিক নাগরিকরা প্রাণ হারিয়েছেন এবং বেসামরিক অবকাঠামোর ক্ষতি হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে গণ্য। প্রতিবেদন অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র এমন গোয়েন্দা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে পদক্ষেপ নিয়েছিল যাতে বলা হয়েছিল যে ইরানের একজন জ্যেষ্ঠ সামরিক কমান্ডার ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু হামলা চালানোর আগে তারা তথ্যটি যথাযথভাবে যাচাই করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তদন্তকারীরা বলেছেন, লক্ষ্যবস্তু সংক্রান্ত গোয়েন্দা তথ্য হালনাগাদ না করা এবং স্থানটি যে একটি সামরিক লক্ষ্যবস্তু-তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হওয়ার বিষয়টি কেবল সাধারণ অবহেলার চেয়েও গুরুতর কিছু ছিল। 'বরং, বেসামরিক স্থাপনায় আঘাত হানার উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি সম্পর্কে জানা থাকা সত্ত্বেও এবং এমনটি ঘটার সম্ভাবনার বিষয়ে বেপরোয়া আচরণ করেই যুক্তরাষ্ট্র স্কুল ভবনটিতে হামলা চালিয়েছিল।' তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, তারা স্বাধীনভাবে নিহতের সংখ্যা যাচাই করতে পারেনি; তবে তাদের ধারণা, নিহত ও আহতের প্রকৃত সংখ্যা সম্ভবত সরকারি হিসাবের চেয়ে অনেক বেশি। (তথ্যসূত্র- দ্য গার্ডিয়ান)

তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিশ্বজুড়ে বিক্ষোভ

১ পৃষ্ঠার পর

উত্তর কফ হাউজ ও সিনেটের মেজোরিটি। নিউইয়র্ক টাইমসের ১৫ সেপ্টেম্বরের রিপোর্টে বলা হয়েছে, গুয়াতেমালা, লিবিয়া, পর্তুগাল, ফিলিপাইন, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া ও বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশে তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে। তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১০০ ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ার পর ক্ষোভ প্রকাশের অংশ হিসেবে গুয়াতেমালা ও লিবিয়ায় বিক্ষোভকারীরা টায়ার ও গাড়িতে আগুন দিয়েছে।

পর্তুগালে ডিজেলের দাম গ্যালনপ্রতি ৯ ডলার ছাড়িয়ে রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছানোর প্রতিবাদে রাস্তায় গাড়ির দীর্ঘ সারি তৈরি করে চালকরা অনবরত হর্ন বাজিয়েছেন। বিশেষ করে এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলো-যারা মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানির ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। যুদ্ধের প্রভাবে সেখানে পরিবহন ব্যবস্থা ও সরকারগুলো চরম চাপের মুখে পড়েছে। জ্বালানি সংকট ও পাম্পে দীর্ঘ লাইনের কারণে অর্থনীতি মন্থর হয়ে পড়ছে। পাশাপাশি ধর্মঘট করছেন ট্যাক্সি চালক ও শ্রমিকরা, কারণ জ্বালানির খরচ মেটাতেই আয়ের বড় অংশ চলে যাওয়ায় কাজ করার কোনো যৌক্তিকতা তারা খুঁজে পাচ্ছেন না।

অনেক দেশই এখন এক কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি। মূল্যবৃদ্ধির বোঝা জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া কি বেশি ঝুঁকিপূর্ণ, নাকি ভর্তুকি ও সহায়তা বাড়ানো উচিৎ? কোনটি বেছে নেবে তারা? অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রভাষক ও এশিয়ায় সংঘাত ও রাষ্ট্র-গঠন বিষয়ক গবেষক সানা জাফরি বলেন, 'এই ভূ-রাজনৈতিক সংকট সামাল দেওয়ার মতো কতটা আর্থিক সক্ষমতা এশিয়া বা সামগ্রিকভাবে উন্নয়নশীল বিশ্বের রয়েছে? সেই সক্ষমতা যখন ফুরিয়ে আসতে শুরু করবে, তখন বিশ্ব আর্থিক বাজারের কী হবে?' তিনি আরও বলেন, 'একটা পর্যায়ে গিয়ে এটি সবার সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।'

নিচে এমন কিছু বৈশ্বিক পরিস্থিতির কথা তুলে ধরা হলো যার ওপর 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস' নজর রাখছে। ইন্দোনেশিয়া দক্ষিণ সুলাওয়েসির মাকাসার শহরে বাসিন্দারা এই সপ্তাহে রান্নার গ্যাসের ঘাটতি, পর্যায়ক্রমিক বিদ্যুৎ বিভ্রাট এবং হঠাৎ করে পেট্রোল রেশনিং বা সীমিতকরণের পদক্ষেপের কথা জানিয়েছেন। অভিনব প্রতিবাদ দেখা গেছে ইন্দোনেশিয়ায়। দেশটির রাজধানীজুড়ে চালকদের খালি ট্যাংকের মোটরসাইকেল ঠেলে নিয়ে যেতে দেখা গেছে অথবা জ্বালানি-শূন্য পাম্পের কাছে দীর্ঘ লাইনে গাড়ি ফেলে রাখতে দেখা গেছে। সোমবার ট্যাক্সি চালকরা লাইসেন্স প্লেটের নম্বরের জোড়-বিজোড় ভিত্তিতে নতুন রেশনিং ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছেন। সোমবার শিক্ষার্থীরা জ্বালানির আকাশচুম্বী দামের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছিল-কিন্তু সরকার-পন্থী উগ্র সংগঠনগুলো তাদের সমাবেশ পণ্ড করে দেয়।

সেলিম-আলী পরিষদের ওজন পার্ক নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন

৬৪ পৃষ্ঠার পর

সেলিম-আলী পরিষদ উন্নয়ন, জবাবদিহিতা ও সবার অংশগ্রহণে বাংলাদেশ সোসাইটিকে আরও এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় নিয়ে নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ লক্ষ্যেই ওজন পার্ক কেন্দ্রের কর্মী ও দায়িত্বশীলদের নিয়ে এই সভার আয়োজন করা হয়। সমাবেশে ওজন পার্ক ভোটকেন্দ্রের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আংশিক ঘোষণা করা হয়। কমিটিতে আলহাজ্ব বাবর উদ্দিনকে চেয়ারম্যান, জমির উদ্দিনকে প্রধান উপদেষ্টা, শাহাব উদ্দিন চৌধুরীকে আহ্বায়ক, আমিরুল হোসেনকে সদস্য সচিব এবং মোঃ করিমকে প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

সভায় জানানো হয়, আহ্বায়ক কমিটির নেতৃত্বে খুব শিগগিরই একটি শক্তিশালী ও পূর্ণাঙ্গ নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটি ওজন পার্ক ভোটকেন্দ্রে সেলিম-আলী পরিষদের নির্বাচনী কার্যক্রম সমন্বয়, প্রচার এবং ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগে কাজ করবে।

সমাবেশে কেন্দ্রীয় কমিটির দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের পাশাপাশি ওজন পার্ক ভোটকেন্দ্রের কর্মী, সমর্থক ও স্থানীয় দায়িত্বশীলরা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় সেলিম-আলী পরিষদের প্রার্থীরা উপস্থিত সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে দোয়া, সহযোগিতা ও মূল্যবান ভোট কামনা করেন।

২০ লাখ ডলারে বিক্রি ট্রাম্পের জন্মভিটা

৬৪ পৃষ্ঠার পর

নির্বাচনের পর থেকে বাড়িটির ভাগ্য নানাভাবে বদলেছে। কখনো এটি প্রেসিডেন্টের কার্ডবোর্ড কাটআউট দিয়ে সাজানো বাবহুল এয়ারবিএনবি লিস্টিং হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ভাড়া ছিল প্রতিরাত ৭২৫ ডলার। আবার কখনো পুনো বিক্রেতার আস্তানায় পরিণত হয়েছে।

রিয়েল এস্টেট সংক্রান্ত নথিপত্র ও ক্রেতার প্রতিনিধির তথ্য অনুযায়ী, আমূল সংস্কারের পর পাঁচটি শোবার ঘর ও তিনটি বাথরুমের এই বাড়িটি গত বৃহস্পতিবার ১১ সেপ্টেম্বর ১.৯৩ মিলিয়ন (প্রায় ১৯ লাখ ৩০ হাজার) ডলারে বিক্রি হয়েছে। ট্রাম্প পরিবার কয়েক দশক আগেই এই বাড়িটি ছেড়ে চলে গেলেও, এটি এখনও মাঝে মাঝে দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করে।

২০১৬ সালের নির্বাচনের পর মাইকেল ডেভিস নামের এক আবাসন ব্যবসায়ী বাড়িটি কেনেন এবং পরবর্তীতে 'এয়ারবিএনবি' এর মতো বাড়ি ভাড়া দেওয়ার প্ল্যাটফর্মে প্রতি রাতে ৭২৫ ডলার ভাড়ায় এটি ভাড়া দিতে শুরু করেন। বাড়িটি ট্রাম্প-সম্পর্কিত নানা স্মারক দিয়ে সাজানো হয়েছিল, যার মধ্যে ছিল তাঁর সমান উচ্চতার একটি কার্ডবোর্ডের কাটআউট, বাঁধাই করা ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ এবং 'দ্য আর্ট অব দ্য ডিল' বইটির পেপারব্যাক সংস্করণ। সেখানে থাকা ফলকগুলোতে নির্দেশ করা হয়েছিল যে, এটি সম্ভবত 'প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড জে. ট্রাম্পের শৈশবের শোবার ঘর' এবং এটি সেই ঘর যেখানে 'সম্ভবত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড জে. ট্রাম্পের পর্দাপণ হয়েছিল।'

২০১৭ সালে 'ট্রাম্প বার্থ হাউস' নামের বাড়িটি একটি লিমিটেড-লায়াবিলিটি কর্পোরেশনের কাছে ২.১৪ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি করা হয়; এই বিক্রয় প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করেছিল বিদেশি চীনা ক্রেতাদের নিয়ে কাজ করা একটি আইনি প্রতিষ্ঠান। ২০১৯ সালে নিলামের মাধ্যমে বাড়িটি বিক্রির বেশ কয়েকটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, কারণ বাড়িটির অবস্থা জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিল। অবশেষে কয়েক বছর পর মিস্টার লিন উল্লেখযোগ্য মূল্যহ্রাসের বিনিময়ে বাড়িটি কিনে নেন। মিস্টার ম্যাগনি জানান, ওই সম্পত্তিতে এখন আর মিস্টার ট্রাম্পের সেখানে অবস্থানের কোনো চিহ্ন বা উল্লেখ নেই।

বিক্রেতা টমি লিন-লিনি একজন রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার। তিনি বাড়িটি দীর্ঘ সময় ধরে খালি পড়ে থাকার পর উল্লেখযোগ্য ছাড়ে ৮ লাখ ৩৫ হাজার ডলারে কিনেছিলেন। আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন রান্নাঘর ও 'ভেস্টিবোল' নকশার মেঝেসহ বাড়িটি নভেম্বরে বিক্রির জন্য বাজারে তোলা হয়। তখন লিন এর দাম চেয়েছিলেন ২.৩ মিলিয়ন ডলার।

ক্রেতার পরিচয় জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি। ক্রেতার প্রতিনিধিত্বকারী 'রি/ম্যাক্স এজ' এর এজেন্ট জেরাল্ড ম্যাগনি জানান, নতুন মালিক বাড়িটিতে "দীর্ঘমেয়াদে" বসবাসের পরিকল্পনা করছেন এবং নিজের পরিচয় গোপন রাখতে চেয়েছেন। ওই এজেন্ট বলেন, তিনি মনে করেন না যে বাড়িটি বিক্রির ক্ষেত্রে রাজনীতি কোনো ভূমিকা রেখেছে।

ম্যাগনি বলেন, "বাড়িটির সংস্কারকাজে যে শ্রম ও শৈল্পিকতা ছিল। তা ক্রেতার খুব পছন্দ হয়েছে। আমার মনে হয় না যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শৈশবের বাড়ি হওয়ার বিষয়টি বিক্রির ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ সুবিধা দিয়েছে।" সম্পত্তিটি বিক্রির বিজ্ঞাপনে মিস্টার ট্রাম্পের সাথে এর সংযোগের বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছিল; এটিকে 'সত্যিকারের ঐতিহ্যবাহী সম্পত্তি' এবং প্রেসিডেন্টের শৈশবের বাড়িটির মালিক হওয়ার 'এক বিরল ও অসাধারণ সুযোগ' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছিল।

মিস্টার ট্রাম্পের বাবা, ফ্রেড ট্রাম্প ১৯৪০ সালে বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর পাঁচ সন্তানের মধ্যে চতুর্থ সন্তান ডোনাল্ডের জন্ম হয় ১৯৪৬ সালে। ১৯৫০ সালে ট্রাম্প পরিবার বাড়িটি ছেড়ে চলে যায়। কারণ এর ঠিক পেছনেই ফ্রেড ট্রাম্প ২৩ কক্ষবিশিষ্ট ও জমকালো ইটের তৈরি একটি বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন। যেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্প শৈশবের বাকি সময়টা কাটিয়েছিলেন।

জ্যামাইকা এস্টেটস এলাকাটি দীর্ঘকাল ধরেই দেশের অন্যতম বৈচিত্র্যময় কাউন্টির মধ্যে একটি অভিজাত ও নিরুপদ্রব এলাকা হিসেবে পরিচিত। মিস্টার ট্রাম্পের শৈশবে এই এলাকাটি আরও বেশি নির্জন এবং শ্বেতাঙ্গ-প্রধান ছিল। এখন এলাকাটি বহুজাতিক কমিউনিটির গোপন ঘটেছে। ২০১৫ সালের এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেছিলেন, কুইন্সের বিভিন্ন এলাকা ছিল বেশ রুক্ষ ও বিপজ্জনক। কিন্তু এই জায়গাটি জ্যামাইকা এস্টেট ছিল এক শান্তির নীড়।

House for Sale

KAMRUZ ZAMAN BACCU
Licensed Real Estate Salesperson
347.465.3220
kamruzbaccu1@gmail.com
MLS
ISLAND ADVANTAGE

2114 Lacombe Ave, Bronx, NY 10473
Gut renovated A to Z , bricks, attached, 2 family,
5 bedrooms, 3 bathrooms, 2 car parking
Asking: $949,000
Open House Fri, Sat & Sun: 12pm-3pm

86 George St, East Hills, NY 11577
4 bedrooms , 4 bathrooms , 2 car garage
3,024 sq ft, Lot 60x100 (Built in 2003)
Asking: $1,950,000

Condo for Sale, Built in 2007
175-28 89th Ave, Jamaica, Apt-3C,
2 bedrooms, 2 bathrooms,
one car parking, no elevator
Asking: $350,000
(Cash or Rehab Loan)

পায়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Bangladeshi Foot Specialist

Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন ?

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

ডায়াবেটিক রোগীদের ইন্স্যুরেন্সের মাধ্যমে ডায়াবেটিক জুতা দেওয়া হয়।

We Accept Wellcare, Fidelis, Medicare, Metroplus, Healthfirst and other private insurances.

Our Office Locations

01 16605 Highland Ave, Suite L-1, Jamaica, NY 11432

02 264-02 Hillside Ave, Floral Park, NY 11004

03 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

04 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

05 7721 101th Ave, Ozone Park, NY 11416

06 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

Phone: 347-509-4470, Fax: (646) 845-1861

আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।

Call for Appointment

ESTD 2017

Tribune Training Academy

Workplace Safety Training School

40-38 75th Street, Jackson Heights, NY 11373

(718) 790-2664

tribunest@gmail.com

www.tribunest.com

40-HR OSHA/SST: $400

Tribune Training Academy is an outstanding institution with a proven track record of excellence that has made it a top player in the field of safety and technical training. Based in New York City, our esteemed organization has continuously set the standard for quality education through our unwavering commitment to providing the very best in certification training. Below are a list of some of the courses we offer:

- 30 Hour OSHA Training
- 40 Hour OSHA/SST
- 62 Hour Supervisor SST
- 4,16 & 32 Hour Scaffold
- 8-Hour EPA Lead Renovator
- NYS Security Guard License
- Fire Guard/FSD Training
- Work-zone Flagger
- Forklift/Scissor Lift Operator
- Defensive Driving Course

40-HR OSHA/SST: $400 (LIMITED TIME OFFER)

Get your 40-Hour OSHA/SST Training for only $400. This is a limited time offer only and this rate will not be honored once this promotional rate ends.

আমেরিকা তথা নিউইয়র্ক এ একটি গর্বিত বাড়ির মালিক হতে চান?

আমরা স্বাচ্ছন্দ্য মুল্যে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে নিশ্চয়তা দিয়ে থাকি।

REALTOR® MLS EQUAL HOUSING LENDER

KAZI N JALAL

Licensed Sale Agent

ARA REALTY SERVICES INC

A full Service Real Estate Brokerage of Professional Company

158-10 84th DriveJamaica, NY 11432

Email: realtornykazi@gmail.com

Office: 917-417-6766

Cell: 516-439-0156

CHAUDRI CPA P.C.

FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA, MBA

ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

অহেতুক ঝামেলা এড়াতে

অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে

ট্যাক্স ফাইলিং করুন

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং

অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং

অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

tax refund

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax Audit, Financial Statement Bookkeeping, Non-Profit Business Setup, Licensing & Payroll Specialized in IRS & NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting

(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:

74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203

Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011

Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546

E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:

1595 Westchester Avenue

Bronx, NY 10472

Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041

E-mail: chaudricpa@gmail.com

জব জব হেল্প জব

Job Help Application Processing Service

917-500-3937

OUR SERVICES

- পোষ্টাল জব
- ফেডারেল জব
- স্টেট জব
- এম. টি. এ জব
- সিটি জব
- রেজুমী তৈরী
- কভার লেটার
- সিটিজেনশিপ এপ্লিকেশন প্রসেসিং
- নিউ পাসপোর্ট/রিনিয়্যুয়াল
- ডুয়েল সিটিজেনশিপ
- ফুড স্ট্যাম্প
- ডিজএবিলিটি (SSI)
- সোশ্যাল সিকিউরিটি (SS)
- রিটারম্যান্ট বেনিফিট

Md. Ali
B.Sc. LLB
Chittagong University
Retired Govt. Officer
Bangladesh

148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 204
Jamaica, NY 11435

Phone/Fax: 917-200-6160

আমাদের প্রতিশ্রুতি – নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা ও সাশ্রয়ী মূল্যের ইন্স্যুরেন্স সেবা প্রদান করা

EnR Insurance BroKerage

একটি বিশ্বস্ত এবং অভিজ্ঞ বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

4122 75th Street
Elmhurst, NY 11373
(718) 310-0413

আমাদের ইন্স্যুরেন্স সেবাসমূহঃ

হোম ইন্স্যুরেন্স
- Home/ Co-op/ Condo/Renters
- High Value Home
- Vacant Property/ Land
- Builders Risk

Home Business
Masjid, Church & Temple
Umbrella Insurance & More

কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স
- Commercial Property
- Commercial Package Policy
- Business Owners Policy
- Disability Insurance
- Workers' Compensation
- Professional Liability
- Construction Insurance
- One Day Event

আমরা মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স সেবাও দিয়ে থাকি
Providers: HealthFirst, VNS, United, WellCare, Aetna, Fidelis Care

Home Insurance Carriers
DB Insurance, Hyundai, Liberty Mutual, Otsego Mutual, Travelers, Associated Mutual, Sterling, Kingstone, Security Mutual & More.

Mohammed Tohin, Broker
info@enrinsurance.com
Fax: (718) 650-2245
www.enrinsurance.com

LIBERTY REAL ESTATE SCHOOL

NYS Approved Real Estate School

রিয়েলএস্টেটের লাইসেন্স করুন বছরে লক্ষ ডলার আয় করুন

বিস্তারিত তথ্য এবং ক্লাসের সময় সুচি জানতে কল করুন **+1 (929) 393-8620**

- SALESPERSON COURSE : 75 HOURS
- CONTINUING EDUCATION : 22.5 HOURS
- BROKER COURSE : 45 HOURS

YOU LEARN :

The easiest way to buy and sell a home
Learn for Being a professional Realtor or for knowledge
Buying and selling a home as an investment
The market price of house goes up and down
Buy for profit, sell for profit (fix-flip)
What to do to buy your own house
Rules of buying and selling properties
Different types of mortgage loans

Jackson Heights Office: 37-22 73rd Street, Suite 2A
Jamaica Office: 167-16 Hillside Avenue
917 781 0647, 929 399 9352
libertyrealestateschool@gmail.com

TOUR Packages

১ দিনের ট্যুর (নিউইয়র্ক থেকে)

বস্টন ভ্রমণ	$ ১১৯
আমেরিকান ড্রিম মল	$ ৩০
ওয়াশিংটন ডিসি	$ ১০৯
ফিলাডেলফিয়া (চেরি ব্লসম)	$ ১০৯
লেগোল্যান্ড, নিউইয়র্ক	$ ১৪৮
চুয়াং ইয়েন মনাস্ট্রি ও মহাযান টেম্পল	$ ৭৮
ফল সংগ্রহ ও হ্যাপি ফার্ম	$ ৬৮
ড্রিম ধার্ম (সুইস টাউন, পেনসিলভেনিয়া)	$ ৮৮
লিউইন ফার্মস, ল্যাভেন্ডারস বাই দ্য বে ও ট্যাঙ্গার আউটলেটস	$ ৬০
শ্রী স্বামিনারায়ণ মন্দির (রবিনসভিল) ও লংউড গার্ডেন্স	$ ৬৮
লং আইল্যান্ড গেম ফার্ম, শিশুদের চিড়িয়াখানা, ভ্যান্ডারবিল্ট মিউজিয়াম ও প্ল্যানেটেরিয়াম	$ ৬৮

২ দিনের ট্যুর

ফিলাডেলফিয়া+ওয়াশিংটন ডিসি	$ ২৪৮
কেপ মে	$ ৩৪৮
স্টারগেজিং ট্যুর	$ ৩৪৮
নিউ হেভেন+রোড আইল্যান্ড+বস্টন	$ ২৫৮
নায়াগ্রা+ওয়াটকিন্স গ্লেন+ফিঙ্গার লেক	$ ১৮৮
অ্যালিস টাউন ও মার্থাস ভিনইয়ার্ড	$ ৩৩৮
থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডস+কর্নেল ইউনিভার্সিটি+ওয়াইনারি	$ ২৮৮
শ্রী স্বামিনারায়ণ মন্দির+আমিশ ফার্ম+হার্শি চকলেট ওয়ার্ল্ড	$ ৩১৮
ওয়াশিংটন ডিসি (চেরি ব্লসম)+স্মিথসোনিয়ান+ওল্ড টাউন আলেক্সজান্দ্রিয়া	$ ১৯৮

৩ দিনের ট্যুর

নায়াগ্রা ফলস+বস্টন	$ ৩২৮
নায়াগ্রা ফলস+থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডস	$ ৪২৮
ওয়াশিংটন ডিসি+নায়াগ্রা ফলস	$ ২৮৮
নায়াগ্রা ফলস+টরন্টো+থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডস	$ ৪৬৮
বস্টন+পোর্টল্যান্ড+আকাডিয়া ন্যাশনাল পার্ক	$ ৪৯৮

বুকিং ও তথ্যের জন্য আজই যোগাযোগ করুনঃ

ট্যুরস্ এন্ড ফান

136-21 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11418
917-378-4921, 929-928-5001
info@toursandfun.com | www.toursandfun.com

আমরা মেক্সিকো, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়াতেও ট্যুর প্যাকেজের ব্যবস্থা করি।

আরামদায়ক পরিবহন • অভিজ্ঞ গাইড • পরিবার ও গ্রুপের জন্য বিশেষ ছাড়!

আয়কর ICOR TAX & CONSULTING

MAXIMIZE YOUR REFUND
CLAIM EVERY CREDIT & DEDUCTION YOU DESERVE

Tax Prep & Consulting Services for Individuals & Businesses

Our Services

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

- Individual Tax Preparation (Form W-2, 1098, 1099 ...)
- Business Tax Preparation (Corporation, LLC, Partnership, Not-for-Profit ...)
- Self-Employed Tax Preparation (Uber, Lyft, Taxi ...)
- Amended Tax Preparation
- Sales Tax Preparation
- Tax Planning & Consulting
- Year-Round Support
  Notary, Immigration, RAPID DIVORCE, Insurance – 7702 Plan, Copy, Scan, Print, E-mail ...
- BUSINESS SETUP LLC, INC., Not-for-Profit, Nonprofit...

Notary Public

You Can Trust Us for Accurate, Reliable, and Professional Tax Filing.

30 MINUTES NO OBLIGATION FREE CONSULTATION

Md Mukhter Hossain, CEO
Financial Service Consultant
347-266-3376, 646-651-0945

Nadira Hossain, MA
Tax Assistant
646-651-2787

ICOR Multi Services Inc.
icormultis@gmail.com
7226 Roosevelt Ave, Suite - 201, Jackson Heights, NY 11372

আয়কর ICOR TAX & CONSULTING

PAY LESS TAXES
PROVEN TAX STRATEGIES

The IRS won't tell you which CREDITS & DEDUCTIONS you are missing—but I WILL.

Small Business Owners, Rental Property Owners, Self-Employed Individuals, and Investors...
Discover what you have been overlooking ...

Customize Tax Planning Can Maximize Your Tax Savings

Tax-Advantaged Accounts are Dedicated Savings Vehicles—Specially Designed to Give You and Your Family Extra Tax Benefits in Exchange for Saving Money for Specific Goals-Like: Retirement, Education, Wealth Creation, Financial Security ...

- Retirement Plans - 401(k), IRA, Roth IRA ...
- Education plans - 529 Plan, Coverdell ESA, UGMA/UTMA ...
- Health Savings Account - HSA
- Flexible Savings Account - FSA
- Achieving a Better Life Experience Account - ABLE
- Tax-efficient investment - ETFs, Index Funds ...
- Tax-advantaged investment - Municipal Bond, Treasury Bond ...

INSURANCE LIFE HEALTH DISABILITY

Income Continuation Plan – 7702 Plan – Permanent Life Insurance is a Hybrid Financial Tool / Unique Blend of Financial Protection for you & your business, assets and family / Tax Exempt Financial Asset: MULTI-PURPOSE FUND for you to access for any reason without penalty & taxes – Emergencies, Education, Retirement, Opportunities ... while FINANCIAL SECURITY & TAX-FREE INCOME for your family and loved ones.

Estate Planning : can be used to Equalize Inheritances or Provide Funds For Estate Taxes...

I am a Professional Financial Coach, Tax Advisor, and Licensed Insurance Broker
I am happy to assist you with your Financial Planning, Tax Planning, Budgeting, Debt Management, and Insurance Needs

Md Mukhter Hossain, CEO
Financial Service Consultant

ICOR Multi Services Inc.
7226 Roosevelt Ave, Suite - 201, Jackson Heights, NY 11372
347-266-3376, 646-651-0945 icormultis@gmail.com

HP
HAVEN POINT
HOME CARE INC.
A Home Health Care Consultant

PCA HOME CARE SERVICE
আমরা সর্বোচ্চ রেট পেতে সহযোগিতা করছি

আপনি কি PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদানে সহায়তাসহ হোম কেয়ার সংক্রান্ত সকল প্রকার সহযোগিতা করে থাকি।

ডে কেয়ারের
সেবা নিলে পাচ্ছেন
সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
470 447 8625
917 519 1151

ডে কেয়ার ও হোম কেয়ার সেবা নিতে আজই যোগাযোগ করুন

1088 Liberty Ave. Brooklyn, NY 11208

বরিশাল বিভাগীয় সোসাইটি ইউ.এস.এ ইনক
BARISHAL DIVISIONAL SOCIETY USA INC
প্রয়োজনেঃ 9173025244, 6314646107
রেজিস্ট্রেশন নংঃ ২৫০৮১৩০০০৩৩১
কার্যনির্বাহী পরিষদ
২০২৬-২০২৮
মনিরুজ্জামান মিয়া
সভাপতি
মোঃ সাইদুল ইসলাম বাদল
সাধারণ সম্পাদক
মোঃ তুজাম্বর আলী শেখ
সিনিয়র সহ সভাপতি (পিরোজপুর)
মোঃ আনোয়ার হোসেন
সহ সভাপতি (বরগুনা)
নজরুল আলম
সহ সভাপতি (বরিশাল)
মোঃ মনিরুল ইসলাম
সহ সভাপতি (পটুয়াখালী)
টিএম ফেরদাউসুর রহমান
সহ সভাপতি (ঝালকাঠী)
মোঃ সাইফুল ইসলাম
সহ সভাপতি (ভোলা)
মোঃ মাহবুবুল আলম সর্দার
সহ সভাপতি (বরিশাল মহানগর)
জাহাঙ্গীর আলম
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
রাশেদুজ্জামান মিয়া হিমু
অর্থ সম্পাদক
শাহ আলম আকন্দ
যুগ্ম অর্থ সম্পাদক
মোঃ আব্দুর রাজ্জাক রুবেল
সাংগঠনিক সম্পাদক
মোঃ শহিদুল ইসলাম
দপ্তর সম্পাদক
এডঃ রেশমা ইয়াসমিন
আইন ও পুনর্বাসন সম্পাদক
মোঃ জাকির হোসেন
ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
মামুন হাওলাদার
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
সালমা আক্তার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক
মাসুদুর রহমান খলিফা
কার্যনির্বাহী সদস্য
ধান নদী খাল
সবার হৃদয়ে বরিশাল
গোপাল চন্দ্র ঘোষ
কার্যনির্বাহী সদস্য
রেদোয়ান আলম
কার্যনির্বাহী সদস্য

First Time in NY

COMMUNITY CONNECT

Scan to Register

Tuesday June 17th, 2025
5.00 PM - 7.30 PM

150 State Street 4 FL
Albany 12207 NY

Speakers

The Next Bangladesh: Powered by its Global Citizens (NRBs)

Quazi M. Ahmed
LLB., MBA (IBA), MA (Japan), IMP (NYU, USA), CISS (Norway)
Global Leadership Trainer & Coach
Founder & President, BOND
CEO, Global Center of Excellence, LLC

Cybersecurity Awarness: Protecting Ourselves and Our Community

Mahbub Rahman
IT Professional & Career Coach
Founder & CEO at Sustain Secure and The Triple Zero LLC

Refreshments will be served

Hosted by
MAJESTIC TOUCH

Organizing Partners
BOND, SUSTAIN SECURE, QUAZI consultants, GLOBAL, EAGLES BOOST, triplezero, CXO GLOBAL ALLIANCE, America TECH

পূর্বাচল মেরিন সিটিতে সাশ্রয়ী মূল্যে প্লট ক্রয় করে বাড়ী নির্মাণের সুবর্ণ সুযোগ

মানচিত্রে প্রকল্পের অবস্থান

যোগাযোগঃ ATM Salah Uddin, Cell: 929-462-2170, Md Mofizur Rahman, Cell: 929-395-3945
Address : 37-18-73rd st. Suite 501, Jackson Heights, NY 11372

Video & Photo
PRODUCTION SERVICES

DFC TV
DREAM FRAME CREATIVE

- Brand Videos
- Event Coverage
- Product Demos
- Corporate Videos
- Video Editing

সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য কনটেন্ট দরকার? আমাদের হাতে তৈরি করুন ফাস্ট ও স্মার্টলি!

আমাদের সেবাসমূহ:
ইভেন্ট ফিল্মিং (বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন)
কর্পোরেট ও প্রোমোশনাল ভিডিও
সোশ্যাল মিডিয়া ও ইউটিউব কনটেন্ট
লাইভস্ট্রিমিং (Facebook, YouTube)
ডকুমেন্টারি

ইভেন্ট কভারেজ থেকে কর্পোরেট ভিডিও —সবকিছু এক ছাতার নিচে!

Phone
(646) 457-6732
(929) 498-0979

Website
www.dfcreative.org

Location
Jamaica, NY 11432

US BANGLA TAX & MULTISERVICES INC.
US BANGLA TECHNOLOGY & SUPPLIES INC.
US BANGLA DEVELOPER & PROPERTY INC.

Chandan Gupta
President
347-239-3408

Mostafezur Rahman
Vice President
646-361-0250

Authorized IRS e-file Provider

One Stop Services
37-47 73rd Street, Suite #217
Jackson Heights, NY-11372
Tel :718-255-6783
Fax:718-255-6783
usbanglagroup@yahoo.com

Services : Individual & Business Tax Services, Immigration Services, Loan Modification, Real Estate Property Investment.

আপনার স্বপ্নের বাড়ীটি বেছে নিন

Dream Cottage Realty Inc

আমরাই আপনার এটর্নি, প্রি-অ্যাপ্রুভড লোন সহ সকল ব্যাবস্থা করে থাকি।

শত ভাগ গ্যারান্টি
সবচেয়ে কম রেটের মর্টগেজে
সহযোগীতা প্রদান করা হয়

Fazle Shohag Khan
Licensed Real Estate Sales
Cell: 1-917 770 1341
Office: 1-516 800 5160
e-mail: shohag.khan@hotmail.com

Charles Rutenburg Realty Inc.

255 Executive Drive, Suite 104, Plainview, New York 11803

Office: (516) 575-7500 | Fax: (516) 575-7501

www.crrli.com

আমরা বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় করিতে সহায়তা করে থাকি।

OneKey® MLS

Shamsud Doha

Licensed Real Estate Salesperson

(718) 415-0013

doha57@aol.com

• RESIDENTIAL • CO-OP & CONDO • SHORT SALE • FORECLOSURES

We Speak বাংলা, English, हिन्दी العربية

ALAM MEDICAL

লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে

আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন হাতের নাগালে।

Dr. Rehana Alam

DO, DPM

Board certified family medicine physician

আমাদের সেবাসমূহ :

- হেলথ চেকআপ।
- দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
- রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
- শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
- নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

Contact us 631-778-4048 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729

www.alammedical.com

WIN ZONE REALTY INC.

Licensed Real Estate Broker

Win Zone Realty Inc.

Specialist on Residential & Commercial, Bank Own Properties, Short Sale, REO and Loan Modification.

Hard Money Loan Available.

রিয়েল স্টেট লাইসেন্স প্রাপ্ত আমেরিকাতে বাড়ি বেচা-কেনা ও লোন সংক্রান্ত বিষয়ে বহু বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশিষ্ট রিয়েল্টর

Somnath Ghosh (SAM)

Licensed Real Estate Agent

Tel: (Direct)

646-597-1760

Office : 81-15 Queens Blvd

2nd FL, Elmhurst, NY 11373

Tel: 718-899-7000

Fax: 516-407-5615

Email:sstreamline@ gmail.com

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?

Low Income, No Problem

MEADOWBROOK

FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

Direct Lender

আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম

★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট

646-920-4799

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য

• ব্যক্তিগত পরামর্শ • ইন্টারেষ্ট রেট কম • ইনভেষ্টমেন্ট

• ফ্রি এপ্রোভাল • ফাষ্ট ক্লোজিং • দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

Akib Hussain

139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
Per Hour Giver to PCA & HHA Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

DUO NEST
REAL ESTATE TUTORING CENTER
ঈদ উপলক্ষে 10% DISCOUNT
নিউ ইয়র্কে আপনার রিয়েল এস্টেট ক্যারিয়ার শুরু করুন
কোন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই!
DUO NEST REAL ESTATE TUTORING- এ, আমরা আপনার লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ এবং ঝামেলামুক্ত করে তুলি
কেন রিয়েল এস্টেট লাইসেন্স নেবেন?
দ্রুত একটি নির্ভরযোগ্য আয় উপার্জন করুন।
নিউ ইয়র্কের ক্রমবর্ধমান রিয়েল এস্টেট বাজারে একটি সম্মানিত ক্যারিয়ার তৈরি করুন।
স্বাধীনভাবে বা নেতৃস্থানীয় রিয়েল এস্টেট সংস্থাগুলির সাথে কাজ করুন।
ধাপে ধাপে আর্থিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করুন।
আপনার সাফল্যের মাধ্যমে আপনার পরিবারকে গর্বিত করুন।
শক্তিশালী ইংরেজি দক্ষতা নেই? কাজের অভিজ্ঞতা নেই?
কোন চিন্তা নেই আমরা আপনাকে প্রতিটি ধাপে গাইড করার জন্য এখানে আছি।
আমাদের সুযোগ ও সুবিধা
এককালীন পেমেন্ট, কোন এক্সট্রা ফি নেই।
আপনি পাশ করে লাইসেন্স পাওয়া না পর্যন্ত অগণিত ক্লাস।
দ্রুত শেখার জন্য ব্যক্তিগত ১-অন-১ কোচিং
পরীক্ষায় আত্মবিশ্বাস বাড়াতে প্র্যাকটিস এক্সাম
সময় অনুযায়ী অনলাইন বা সরাসরি ক্লাস আপনার সুবিধামতো সময়ে
পরিষ্কার, সহজবোধ্য ইংরেজি ব্যাখ্যা
রিয়েল এস্টেট সম্পর্কিত শব্দ ও নিয়মাবলী সহজ বাংলায় ব্যাখ্যা
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
CALL US TODAY TO START YOUR REAL ESTATE CAREER
929-414-7746
929-608-6206
646-508-2434
duonest03@gmail.com
169-24 Hillside Ave, FL 2
Jamaica, NY 11432
www.duonest.us

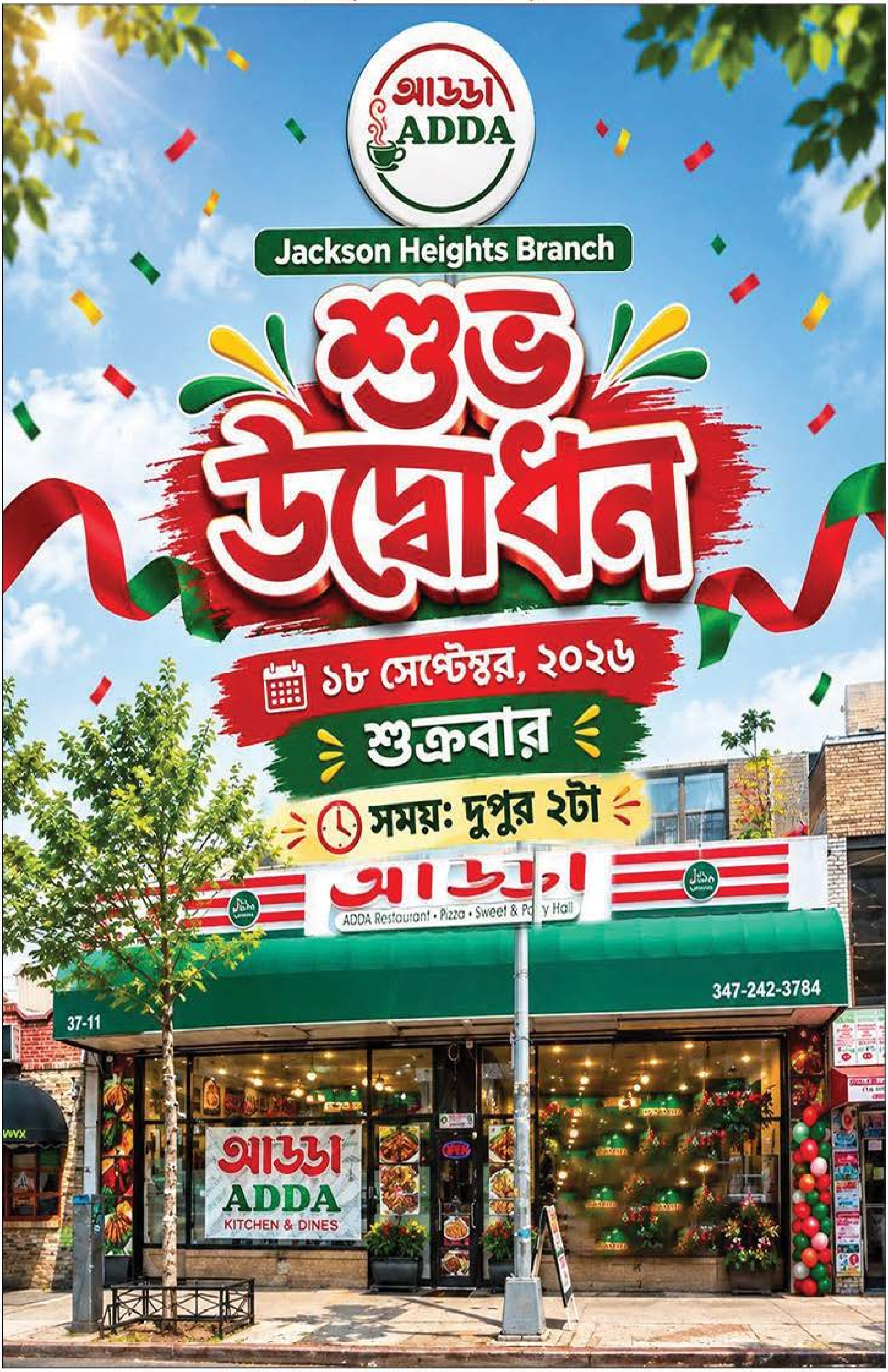
আড্ডা
ADDA
Jackson Heights Branch
শুভ উদ্বোধন
১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬
শুক্রবার
সময়: দুপুর ২টা
ADDA Restaurant • Pizza • Sweet & Party Hall
347-242-3784
37-11
আড্ডা
ADDA
KITCHEN & DINES

নিউ ইয়র্কে 'ওয়ার্ল্ড বাংলা মিউজিক'র রিভার ক্রুজ ও মিউজিক্যাল নাইট

৬২ পৃষ্ঠার পর

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সিইও এম. এন. জামান লাড্ডু ও আয়োজক প্রফেসর সৈয়দ আজাদ (চেয়ারম্যান ওয়ার্ল্ড বাংলা মিউজিক) এর সার্বিক পরিকল্পনা ও দূরদর্শী নেতৃত্বে পুরো অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। রিভার ক্রুজের শুরুতে বেলুন উড়িয়ে উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবক ব্যবসায়ী নুরুল আমিন বাবু। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি করেন জাকির এইচ চৌধুরী, অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, ওয়ার্ল্ড বাংলা মিউজিকের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সিইও এম. এন. জামান লাড্ডু ও আয়োজক প্রফেসর সৈয়দ আজাদ (চেয়ারম্যান ওয়ার্ল্ড বাংলা মিউজিক)। এবারের জমকালো আয়োজনের মূল পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন প্রবাসের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ : প্রধান পৃষ্ঠপোষক গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার ,সার্বিক সহযোগিতায় : রেক্সেলসন অ্যান্ড সেভিন ল ফার্ম,জয়ার ক্যাপিটাল, সিটি লাইন ট্রাভেলস,বৈঠকখানা রেস্টুরেন্ট এবং ওজোন পার্ক ও জ্যামাইকা ফার্মেসি।

এই মেগা রিভার ক্রুজ সফল করতে দিনরাত পরিশ্রম করেছেন 'ওয়ার্ল্ড বাংলা মিউজিক' কমিটির একনিষ্ঠ ডেডিকেটেড কর্মকর্তা তারা হলেন-আহবায়ক : মোরশেদ আলম, প্রধান সমন্বয়কারী: মহিউদ্দিন স্বপন, সহ-সমন্বয়কারী: মির্জা মোহাম্মদ হোসেন, সদস্য সচিব : আল মামুন সবুজ, সমন্বয়ক: ফরহাদ মৃধা। বিশিষ্ট সমাজসেবক ব্যবসায়ী নুরুল আমিন বাবু বলেন, নিউ ইয়র্কের

সর্বস্তরের প্রবাসী ভাই-বোনদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং ভালোবাসা এই আয়োজনকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। আপনাদের এই ভালোবাসাই আমাদের আগামী দিনে আরও বড় এবং চমকপ্রদ সাংস্কৃতিক উৎসব উপহার দেওয়ার অনুপ্রেরণা জোগাবে। অনুষ্ঠানের আয়োজক প্রফেসর সৈয়দ আজাদ, বলেন, বাংলাদেশিরা আমেরিকার মাটিতে নিজস্ব সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। এই আয়োজনের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আরো উপস্থিত ছিলেন আহসান হাবীব, এন ওয়াই পি ডির নাফিসা নুর সুমি, মাহবুব আলম, রুমন, সাদ্দাম হোসেন, নজরুল ইসলাম সহ আরো অনেকে। সার্বিক সহযোগিতায় তাঁদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ও মর্যাদাকে আরও সমৃদ্ধ করে।

ঐতিহ্যবাহী হাডসন ও ইস্ট রিভারের বুকে ভেসে চলা জাহাজের মূল আকর্ষণ ছিল দেশ ও প্রবাসের জনপ্রিয় তারকাদের নিয়ে সাজানো লাইভ মিউজিক্যাল পারফর্ম্যান্স যাতে অংশ নেন-বিন্দু কনা,শাহ মাহমুদ, প্রেমা এবং শশী। এছাড়াও প্রধান আকর্ষণ ছিলো বাংলাদেশের জনপ্রিয় জীবন্ত কিংবদন্তি শিল্পী প্রিয়দর্শিনী নায়িকা মৌসুমি উপস্থিতি ও গানের পারফর্মেন্স তৈরী করে বিপুল সংখ্যক বাঙালির উপচে পড়া উন্মাদনা। মিডিয়া কভারেজে এ ছিলো ইউ এস এ বাংলা নিউজ, টাইম টেলিভিশন সাউন্ডে ছিলো সাউন্ড পিয়ার এবং মিউজিক এ বাংলা ব্যান্ড। সবমিলিয়ে রাতের নিউ ইয়র্কের চমৎকার আলো-ঝলমলে আবহ, চমৎকার খাবার এবং সুরের মূর্ছনায় 'ওয়ার্ল্ড বাংলা মিউজিক'-এর এই আয়োজনটি প্রবাসী বাঙালিদের হৃদয়ে দীর্ঘকাল স্মৃতির পাতায় অম্লান হয়ে থাকবে। প্রধান আকর্ষণ ছিলো বাংলাদেশের জনপ্রিয় জীবন্ত কিংবদন্তি শিল্পী সুরেলা কণ্ঠী প্রিয়দর্শিনী নায়িকা মৌসুমি উপস্থিতি ও গানের পারফর্মেন্স তৈরী করে বিপুল সংখ্যক বাঙালির উপচে পড়া উন্মাদনা। এছাড়াও মিডিয়া কভারেজে এ ছিলো ইউ এস এ বাংলা নিউজ, টাইম টেলিভিশন এবং মিউজিক পারফর্মেন্স ও সাউন্ড এ ছিলো বাংলা ব্যান্ড এবং সাউন্ড পিয়ার।

বিসমিল্লাহ্ পোল্ট্রিতে হালাল লাইভ গোট বিক্রি শুরু

৬৪ পৃষ্ঠার পর

অন্যান্য হালাল প্রাণীর মাংস। গ্রাহকদের বিশেষ চাহিদা পূরণ করতে এবার যুক্ত হয়েছে বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি লাইভ-খাসি ও ভেড়া। এ উপলক্ষ্যে গত ১০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বিকেলে কুইন্সের উডসাইড বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রির নিজ ভবনে আয়োজন করা হয় মিলাদ ও দোয়া মাহফিল। মাওলানা মোঃ শফিকুল্লাহ'র সঞ্চালনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে দোয়া পরিচালনা করেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ইমাম মির্জা আবু জাফর বেগ। ধর্মীয় বিধান মতে জবেহ করে হালাল খাবার খাওয়ার ফজিলতসহ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেছেন আবু হোরায়রা মসজিদের ইমাম মাওলানা ফারুক উদ্দিন। নিউইয়র্কের বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক ও সাংবাদিকদের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত হয়েছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ ইমাম মোঃ ইদ্রিস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সকলকে স্বাগত জানান প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট ও সিইও আব্দুস সালাম ভূঁইয়া। তার বড়ভাই মনিরুল ইসলাম মোমেন, চেয়ারম্যান বিশিষ্ট লেখক বিদিতা রহমান। উল্লেখ্য বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুস সালাম ভূঁইয়া পরিচালনা করছেন প্রতিষ্ঠানটি। বড় ভাই মনিরুল ইসলাম মোমেনকে নিয়ে ২০০২ সালে বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ব্যবসায়িক সততা, বিশুদ্ধতা এবং উন্নত সেবা প্রদানের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে করেছে গ্রাহক প্রিয়। প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট ও সিইও আব্দুস সালাম ভূঁইয়া বলেন, নিউইয়র্ক সিটিতে আমরা শরিয়া বোর্ড সার্টিফায়েড হালাল পোল্ট্রি মিট ও ফিশ মার্কেট। এখন থেকে সপ্তাহের ৭ দিনই প্রবাসীরা আমাদের প্রতিষ্ঠানের হাফেজ শফিকুল হককে দিয়ে অথবা নিজে জবেহ করে মাংস নিয়ে যেতে পারবেন। লাইভ ওয়েট খাসির মূল্য পড়বে ৬ থেকে ৭ ডলার। এই নতুন উদ্যোগ উপলক্ষে সাধারণ গ্রাহকদের জন্য রাখা হয়েছে বিশেষ ছাড়। ১০টি চিকেন কিনলে ২টি কালার চিকেন ফ্রি দেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, বাফেলো থেকে আমরা অনেক অনুরোধ পাচ্ছিলাম- যেন সেখানে আমাদের আরেকটি শাখা করি। তাই আমরা ৮৩ একর জায়গা নিয়ে বিসমিল্লাহ হালাল এগ্রো ফার্ম চালু করেছি। পূর্বে এই এগ্রো ফার্মের নাম ছিল আল ফালাহ। এখানে গরু, ভেড়া, ছাগল, মুরগী, কবুতর লাইভ গ্রো-আপ করে হালাল উপায়ে জবেহ করে বিক্রি করা হয়।

আশাকরি নিকট ভবিষ্যতে আমাদের ফার্ম থেকেই লাইভ খাসি ও ভেড়া আমরা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে আসতে পারবো। তিনি আরো বলেন, আমাদের এখানকার বিশেষত্ব হলো প্রতিটি প্রাণীই জবাই করা হয় 'আল্লাহু আকবর' বলে। সব রক্ত ঝরে যাওয়ার জন্য মুরগী উল্টো করে কিছুক্ষণ ঝুলিয়ে রাখা হয়। রক্ত ঝরে যাওয়ার পর আমরা ঠান্ডা পানি দিয়ে পরিষ্কার করি। এরপর গ্রাহকদের পছন্দ মত কাটা হয়। এ কারণে আমাদের দোকানের মাংসের স্বাদ বেশি। কেউ ইচ্ছা করলে নিজেই মুরগী, কবুতর, পাখি জবাই করে নিতে পারেন। গরু, ছাগলসহ সব ধরনের মাংস আমরা মক্কা হালাল পোল্ট্রি থেকে সংগ্রহ করি। বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রির ঠিকানা-৩৭-১৫ ,৫৫ স্ট্রিট, উডসাইড, নিউইয়র্ক-১১৩৭৭। (৩৭-৩৮এভিনিউর মাঝে)। আয়োজকরা জানান, প্রয়োজনে যে কেউ কল করতে পারেন ৭১৮.২০৫.৭২০০ ও ৭১৮.২০৫.৮২৬২ ফোন নম্বরে।

ওজনপার্কে ভোজন বিলাস রেস্টুরেন্টের উদ্বোধন

৩ পৃষ্ঠার পর

ইসলাম। তিনি অতিথিদের স্বাগত জানান এবং রেস্টুরেন্টের বিভিন্ন সেবা ও খাবারের বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বায়তুল মামুর মসজিদ অ্যান্ড কমিউনিটি সেন্টারের ইমাম ও খতীব মাওলানা সেলোয়ার হোসাইন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, "আল্লাহ তায়ালা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। তাই ব্যবসা করতে হবে।" তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা মাঝে মধ্যে মানুষকে বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন। তাই কোনো বিপদ-মুসিবতে বিচলিত না হয়ে ধৈর্য ধারণ করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলামী বিধিবিধান মেনে চলার পাশাপাশি সততা ও নৈতিকতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠান শেষে দেশ, জাতি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সবার কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা সেলোয়ার হোসাইন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ড. রুহুল আমীন, মসজিদ আল আমানের সভাপতি নুরুল উদ্দিন কাজিল, টাইম টিভি ও বাংলা পত্রিকার সম্পাদক আবু তাহের, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, সাপ্তাহিক বাংলাদেশের সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সন্দ্বীপ সোসাইটির সভাপতি ফিরোজ আহমেদ এবং কোম্পানীগঞ্জ সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন সবুজ, বায়তুল মামুর মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার এর সেক্রেটারি জেনারেল হাফেজ আবদুল্লাহ আল আরিফ, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি বদরুজ্জামান খান মিন্টু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ,কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট মিসবাহ আবেদীন, খায়রুল ইসলাম খোকন, বাবুল চৌধুরী ও ফারুক চৌধুরীসহ কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের অতিথিবৃন্দ। ভোজন বিলাস রেস্টুরেন্টের কর্ণধাররা হলেন- কামরুল ইসলাম, নূর আলম সিদ্দিক মুন্না, নূরুল ইসলাম বুলবুল, মোর্শেদ আলম, মুহসিন কবীর, মুস্তাসিম বিল্লাহ সিরাজী ও মুহাম্মদ ফিরোজ। মালিকদের পক্ষ থেকে কামরুল ইসলাম জানান, গ্রাহকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে রেস্টুরেন্টে বিভিন্ন ধরনের খাবার ও ফ্যামিলি প্যাকেজ রাখা হয়েছে। এখানে হালাল খাবার পরিবেশন করা হয় এবং পরিবারের সদস্যদের নিয়ে খাওয়ার জন্য উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। রেস্টুরেন্টের প্রচারপত্রে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভোজন বিলাস স্পেশাল ফ্যামিলি প্লাটারে ২-৩ জনের প্যাকেজের মূল্য ৩৯.৯৯ ডলার এবং ৪-৫ জনের প্যাকেজের মূল্য ৬৯.৯৯ ডলার।

এতে রয়েছে চিকেন শিক কাবাব, চিকেন বটি কাবাব, বিফ কোফতা, ল্যাম্ব চপ, চিংড়ি, বাটার নান, মৌসুমি সালাদ ও ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। এছাড়া ভোজন বিলাস স্পেশাল ফ্যামিলি কাচ্চি প্লাটার এর ২-৩ জনের প্যাকেজ ৪৪.৯৯ ডলার এবং ৪-৫ জনের প্যাকেজ ৭৯.৯৯ ডলার। এতে কাচ্চি, চিকেন রোস্ট, শামি কাবাব, চিংড়ি, মৌসুমি সালাদ ও ফ্রেঞ্চ ফ্রাই রয়েছে। রেস্টুরেন্টে সকালের জন্য রয়েছে ব্রেকফাস্ট স্পেশাল। এর মূল্য ৪.৯৯ ডলার। এতে রয়েছে ২টি রুটি, মিক্স ভাজি অথবা ডাল এবং ১ কাপ চা। এই অফারটি সকাল ৬টা থেকে ১১টা পর্যন্ত। এছাড়া প্রতি শুক্রবার ও শনিবার রাতে ৮টা থেকে ১২টা পর্যন্ত বিশেষ বুফের আয়োজন রয়েছে। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য মূল্য ১৪.৯৯ ডলার এবং ৫ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের জন্য ৯.৯৯ ডলার। প্রচারপত্র অনুযায়ী, বুফেতে অ্যাপেটাইজার, প্রধান খাবার, ডেজার্ট ও ফলমূলসহ ৩০টির বেশি আইটেম রয়েছে। এছাড়া হালিম ও নান এবং হাঁসকারি ও ২ পিস চালের রুটি-সহ বিভিন্ন বিশেষ খাবারও রাখা হয়েছে।

রেস্টুরেন্ট কর্তৃপক্ষের প্রচারপত্রে জানানো হয়েছে, ভোজন বিলাস সপ্তাহের সাত দিন খোলা থাকবে। রেস্টুরেন্ট থেকে খাবার সরাসরি সংগ্রহের পাশাপাশি গ্রাবহাব, উবার ইটস ও ডোরড্যাশ-এর মাধ্যমে ডেলিভারি নেওয়ার সুবিধাও শীঘ্রই চালু হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিরা ভোজন বিলাস রেস্টুরেন্টের নতুন যাত্রার সাফল্য কামনা করেন এবং কমিউনিটির মানুষের জন্য এটি একটি পরিচিত ও উন্নত খাবারের ঠিকানা হিসেবে গড়ে উঠবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

প্রধানমন্ত্রীর সফরে বিএনপির ব্যস্ততা

৬৪ পৃষ্ঠার পর

উপলক্ষ্যে গত ১২ ও ১৫ সেপ্টেম্বর পৃথক পৃথক কর্মীসভার আয়োজন করে কর্মীদের নানা নির্দেশনা দিয়েছে নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি, নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপি। তিন কর্মী সভাতেই প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও উত্তর আমেরিকার সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন খোকন। অতিথি হিসেবে ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা আব্দুল লতিফ সম্রাট, জিল্লুর রহমান জিল্লু, গিয়াস আহমেদ, মিজানুর রহমান ভূঁইয়া মিল্টন এবং যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা জসিম ভূঁইয়া প্রমুখ। আগামী ২১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে আসবেন তারেক রহমান। এ উপলক্ষ্যে বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানানো ও জাতিসংঘ ভবনের সামনে 'স্বাগত সমাবেশ'সহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করবে বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনগুলো। এ উপলক্ষ্যে ১২ সেপ্টেম্বর জ্যাকসন হাইটসে নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আলি উল্লাহ আতিকুর রহমান। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন স্টেট বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান সাঈদ। ১৫ সেপ্টেম্বর জ্যাকসন হাইটসের সানাই পার্টি হলে নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সভাপতি হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ বদিউল আলম।

একই দিন ব্রুকলের 'কে আর শেরা পার্টি হল'-এ নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপির কর্মী সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন উত্তরের সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ চৌধুরী।

বিপুল সংখ্যক নেতা কর্মীর উপস্থিতিতে আয়োজিত এসব কর্মীসভায় প্রধানমন্ত্রীর সফরকালে বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশনা দেন আনোয়ার হোসেন খোকন ও সংগঠনের শীর্ষ নেতারা।।এ সময় যাতে কোনো পক্ষ কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা বা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে না পারে সে বিষয়ে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ও সজাগ থাকার আহ্বান জানান নেতারা। তারা বলেন, প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র আসছেন সরকারি সফরে, কোন দলীয় কর্মসূচিতে নয়। তাই কোন ধরনের অপ্রীতিকর প্রবৃত্তি সৃষ্টি হলে তা বাংলাদেশ সরকারের উপরই নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। কেউ বোতল ছুড়ে মারলে তা ধরে পকেটে রেখে দেবেন। শহীদ জিয়ার সৈনিকদের ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। উপস্থিত কর্মীরা যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কমিটি দেয়ার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে আলোচনার জন্য আনোয়ার হোসেন খোকনকে অনুরোধ জানান।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি জানিয়েছে, নানা রং বেরঙের ব্যানার ও ফেস্টুন সহকারে আগামী ২১ সেপ্টেম্বর বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানানো হবে। এছাড়া ২৪ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে তারেক রহমানের বক্তব্যের সময় ভবনের বাইরে বিপুল জনসমাগমের মাধ্যমে 'স্বাগত সমাবেশ' করা হবে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর নিউইয়র্ক অবস্থানকালে বিভিন্ন হোটেলে নানা কর্মসূচিও নেয়া হয়েছে। সফর কালে যাতে প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষগুলো কোন খারাপ পরিস্থিতি তৈরি করতে না পারে এ জন্য বিভিন্ন স্থানে সতর্ক থাকবেন নেতা কর্মীরা। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, বিএনপি নেতা আতিকুর রহমান, সোহরাব হোসেন, রইচ উদ্দিন, আব্দুল সবুর, মো. আলমগীর মৃধা, মো. নাসিরউদ্দিন, রুহুল আমিন নাসির ও ফখরুল আলম।

ফিকে হয়ে আসছে ট্রাম্পের দলের বিজয়

৬৪ পৃষ্ঠার পর

ইরানের সাথে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ। শুক্রবার প্রকাশিত 'কনজিউমার প্রাইজ ইনডেক্স' (ভোক্তা মূল্য সূচক) এর সর্বশেষ পরিসংখ্যানে এর ফলাফল স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রতিবেদনে দেখা গেছে, আগস্ট মাসে বার্ষিক মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল ৩.৪ শতাংশ। এর ফলে আগামী সপ্তাহে ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার বাড়ানোর সম্ভাবনা বেড়ে গেছে। একই দিনে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিনের একটি জরিপে দেখা গেছে , এ মাসে ভোক্তাদের আস্থার সূচক বা মনোভাবের ব্যাপক অবনতি হয়েছে। ওই প্রতিবেদনে আমেরিকানরা নতুন করে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যে অর্থনীতি স্থিতিশীল হয়ে পড়ছে এবং মূল্যস্ফীতি আরও বাড়তে থাকবে। এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতির মধ্যেই ভোটারদের কাছে এটি তুলে ধরার জন্য ট্রাম্প নতুন করে প্রচার শুরু করেছেন। কাছেন তিনি অর্থনীতির ক্ষতি করেননি, বরং সহায়তা করেছেন। তালাতে নিজের দলের মধ্যবর্তীকালীন সম্মেলনে দুদিন ধরে দেওয়া বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট আমেরিকানদের বোঝানোর জোর চেষ্টা চালিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, নভেম্বরের নির্বাচনে রিপাবলিকানরা যদি প্রতিনিধি পরিষদ (হাউস) ও সিনেটের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারে, তবে তিনি আমেরিকান নাগরিকদের ৫ হাজার ডলারের চেক দেবেন। যদিও অতীতে এ ধরনের ২ হাজার ডলারের প্রতিশ্রুতি পূরণে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। শুক্রবার মুদ্রাস্ফীতির নতুন তথ্যের ওপর এক বিশ্লেষণে 'দেশনওয়াইড'-এর আর্থিক বাজার বিষয়ক অর্থনীতিবিদ ওরেন ক্লাচকিন লিখেছেন, 'অর্থনীতি ভালো করছে ঠিকই, কিন্তু তা ভোক্তাদের মনোভাবকে চাঙ্গা করতে পারছে না। বরং তারা মূলত পণ্যের দাম ও সুদের হার বৃদ্ধি এবং এর ফলে ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ার বিষয়টিতেই বেশি মনোযোগ দিচ্ছে।' জুলাই মাসের পর এই প্রথম তেলের দাম ঊর্ধ্বমুখী পৌঁছাল। 'এএএ' এর তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার নাগাদ সারা দেশে জ্বালানি তেলের গড় দাম গ্যালনপ্রতি প্রায় ৪.৩০ ডলারে দাঁড়িয়েছে। যা এক বছর আগের তুলনায় এক ডলারেরও বেশি। তবে ডিজেলের দামের পরিস্থিতি ছিল আরও খারাপ: এর দাম গ্যালনপ্রতি ৬ ডলার ছাড়িয়েছে। যা এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। সিনেটে রিপাবলিকানদের আসন ৫৩টি এবং ডেমোক্র্যাটদের ৪৭টি (২ জন স্বতন্ত্রর সমর্থন সহ)। ৩ নভেম্বরের নির্বাচনে নিজেদের আসন রক্ষাসহ সিনেটে ৪টি ও হাউজে ৬টি আসনে রিপাবলিকান প্রার্থীদের পরাজিত করতে পারলে ডেমোক্র্যাটরা কংগ্রেসে মেজোরিটি দলে পরিণত হতে পারবে। আর টেনে ধরতে পারবে অসীম ক্ষমতাধর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে। এদিক থেকে ৩ নভেম্বর আমেরিকানদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। *(তথ্যসূত্র-নিউইয়র্ক টাইমস)*

যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় সখ্যতা হুমকির মুখে

৬৪ পৃষ্ঠার পর

(ইইউ) সম্পর্ক চৌচির হতে পারে। ইতোমধ্যে ইইউ কানাডাকে তাদের 'সহযোগী সদস্য' করার ঘোষণায় বেজায় খেপেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। যাকে তিনি বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি উস্কানীমূলক তৎপরতা/বৈরী পদক্ষেপ। বুধবার রাতে ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, ইউরোপের এমন পদক্ষেপ কার্যকর হলে আমি ইউরোপের ওপর কঠোর শুল্ক আরোপ করব অথবা অনেক পণ্যের ক্ষেত্রে তাদের সাথে বাণিজ্য বন্ধ করে দেব। অতঃপর ভারী শুল্ক আরোপ করব। কানাডাকে বাজে বাণিজ্যিক অংশীদার হিসেবেও অভিহিত করেছেন।

ন্যাটোর সাথে মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই সংঘাতের ফলে ইউরোপের মিত্র দেশগুলো ওয়াশিংটনের ওপর কম নির্ভরশীল ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। ন্যাটো নিয়ে ট্রাম্পের অবস্থান অত্যন্ত জটিল। তিনি মনে করেন, সদস্য দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের সুরক্ষার সুবিধা বিনা খরচে ভোগ করছে।

৩২-দেশের এই জোটের সাথে ট্রাম্পের সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে আপাত-বৈপরীত্য। তিনি সেনা সংখ্যা কমানোর হুমকি দিয়েছেন। প্রতিরক্ষা ব্যয়ের বিষয়ে মিত্রদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছেন। ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যুদ্ধে ইউরোপীয় সরকারগুলোর নিঃশর্ত সমর্থন আদায়ে ব্যর্থ হন ট্রাম্প। এতে তিনি ইউরোপীয় সরকারগুলোর তীব্র সমালোচনা করেন।

ন্যাটোর ওপর ট্রাম্পের চাপের প্রভাব যাচাই করতে রয়টার্স ৫০ জনেরও বেশি বর্তমান ও সাবেক পশ্চিমা কর্মকর্তা, সামরিক কর্মকর্তা, কূটনীতিক এবং প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার নিয়েছে। এদের মধ্যে ট্রাম্প প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, কংগ্রেসের সহযোগী এবং ন্যাটোর কাছে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূতরাও রয়েছেন। এছাড়া রয়টার্সের সাংবাদিকরা রোমানিয়া ও এস্তোনিয়ায় ন্যাটোর ব্যবহৃত ঘাঁটিগুলো পরিদর্শন করেছেন এবং নর্থ ক্যারোলিনা উপকূলে ন্যাটোর সামরিক মহড়াও পর্যবেক্ষণ করেছেন।

প্রতিবেদনে উঠে এসেছে যে, এই জোটটি চাপের মুখে থাকলেও এখনো ভেঙে পড়েনি। যুক্তরাষ্ট্রের নয়জন বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা রয়টার্সকে জানিয়েছেন যে, কংগ্রেসের রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট সদস্য এবং ইউরোপে বড় গ্রাহক রয়েছে এমন প্রভাবশালী মার্কিন প্রতিরক্ষা ঠিকাদারদের হাতে ন্যাটোর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সরে আসার প্রক্রিয়া আটকে দেওয়ার মতো রাজনৈতিক ক্ষমতা রয়েছে-যে পদক্ষেপটি নেওয়ার হুমকি ট্রাম্প বারবার দিয়ে আসছেন।

তবে ট্রাম্পের এসব আক্রমণ ৭৭ বছরের পুরনো এই জোটের এমন ক্ষতি করছে, যা পূরণ করা কঠিন বলে মনে করছেন ইউরোপীয় ও মার্কিন কৌশলবিদরা। রয়টার্সের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, নিরাপত্তা অংশীদার হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে ইউরোপ ক্রমশ প্রশ্ন তুলছে; আর এই সংশয় এখন পুরো মহাদেশজুড়ে প্রতিরক্ষা ব্যয়, অস্ত্র কেনা এবং দীর্ঘমেয়াদী নিরাপত্তা পরিকল্পনার ওপর প্রভাব ফেলছে।

সাক্ষাৎকার দেওয়া ব্যক্তিদের অনেকেই ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার আস্থার ঘাটতির কথা উল্লেখ করেছেন। যা ন্যাটোর প্রধান প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিয়েছে। এই ব্যবস্থাটি হলো 'অনুচ্ছেদ ৫'। যার মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে , কোনো সদস্য দেশের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ হলে তা জোটের সব সদস্যের ওপর আক্রমণ হিসেবে গণ্য করা হবে। নির্ভরযোগ্যতাহীন/ঝুঁকিপূর্ণ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ন্যাটোর ব্যর্থতা ইউরোপের নিরাপত্তার জন্য বিপর্যয়কর হতে পারে। বিশেষ করে যখন এই অঞ্চলটি তার পূর্ব সীমান্তে আক্রমণাত্মক ও প্রকাশ্য সম্প্রসারণবাদী রাশিয়ার হুমকির মুখে রয়েছে।

এছাড়া ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোতে সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও কানাডা, পোল্যান্ড, ডেনমার্ক ও স্পেনসহ অন্তত আটটি সদস্য দেশ মার্কিন অস্ত্র, প্রযুক্তি ও প্রতিরক্ষা কোম্পানিগুলোর ওপর নির্ভরতা কমিয়ে বিকল্প উৎসের দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছে বলে রয়টার্সের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, ইউরোপকে প্রতিরক্ষা খাতে আরও বেশি অর্থব্যয়ে বাধ্য করার জন্য ট্রাম্পের যে প্রচেষ্টা, তা শেষ পর্যন্ত হিতে বিপরীত হতে পারে; কারণ এর ফলে কিছু মিত্রদেশ মার্কিন প্রতিরক্ষা ঠিকাদার ও সামরিক প্রযুক্তির ওপর তাদের নির্ভরতা কমিয়ে আনার পথে হাঁটতে পারে।

ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডের লেয়েন কানাডার জন্য ইইউ এর প্রথম 'সহযোগী সদস্য' হওয়ার পথ উন্মুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ট্রাম্পের বিরূপ । ওয়াশিংটনেরতরফ এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক অবনতির মুখে অটোয়া যখন ইউরোপের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করছে তখনই ইউরোপের প্রস্তাবটি সামনে এল। ট্রাম্পের বাণিজ্য যুদ্ধের প্রভাব মোকাবেলায় কানাডাবাসীরা যেভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগকারীদের কাছে কানাডাকে তুলে ধরছেন।

কানাডা ও ইইউ ইতিমধ্যেই বাণিজ্য, প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, জ্বালানি, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ এবং আর্কটিক অঞ্চল নিয়ে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার বিষয়টি বিবেচনা করছে। আগামী মাসে মন্ট্রিলে অনুষ্ঠিতব্য কানাডা-ইইউ শীর্ষ সম্মেলনে এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনার আশা করা হচ্ছে।

এদিকে কানাডিয়ান প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি ইইউ সদস্য হবার প্রস্তাব পাবার পর কৃতজ্ঞতার বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও চীন-শাসিত বিশ্বে নিজেদের বাজার, গণতন্ত্র এবং আইনের শাসন রক্ষার স্বার্থে কানাডা ও ইউরোপের উচিত একে অপরের মিত্র হওয়া। ইউরোপীয় পার্লামেন্টে দেওয়া ভাষণের জন্য কানাডার প্রধানমন্ত্রী উচ্চ করতালির মাধ্যমে অভিনন্দিত হন। ইইউ-কানাডা সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নতুন মর্যাদা বা অবস্থান তৈরির বিষয়ে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডের লেয়েনের প্রস্তাবের জবাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার হুমকি দিয়েছিলেন, তার কয়েক ঘণ্টা পরেই কার্নি এই ভাষণটি দিয়েছেন।

(তথ্যসূত্র-রয়টার্স, আল জাজিরা, এপি ও নিউইয়র্ক টাইমস)

ক্ষমতার জৌলুশ নয়, মানুষের আস্থা

৫ পৃষ্ঠার পর

বাড়ানোর ক্রমাগত প্রচেষ্টা। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলোর মধ্যেও সে ক্ষমতাকে মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার রাজনৈতিক দর্শনের একটি আধুনিক প্রকাশ দেখা যাচ্ছে।

এখানেই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ- রাজনীতি আসলে কাদের জন্য...? এ প্রশ্নের উত্তরও শুধু বক্তৃতায় নয়, কাজে দিতে হয়। তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকারের গত ছয় মাসে ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড, খাল খনন ইত্যাদি উদ্যোগের কেন্দ্রে আরও আরেকটি বিষয় ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে সেটা হলো, সরকারকে মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়া। প্রশাসনকে আরও কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক করা, মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা দ্রুত সমাধানের চেষ্টা, জনসেবা সহজ করা। সরকারের কর্মকাণ্ডকে মানুষের বাস্তব চাহিদার সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগগুলো সফল হলে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিবর্তন ঘটতে পারে, তা হলো- রাষ্ট্র ও নাগরিকের মধ্যকার দূরত্ব কমে যাওয়া।

কারণ মানুষ এখন বক্তৃতার চেয়ে ফলাফল চায়। তারা জানতে চায় না সরকার কী বলছে, তারা দেখতে চায় সরকার কী করছে। একজন কৃষক সার, কীটনাশক পাচ্ছেন কি না, তার উৎপাদনের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন কি না, একজন তরুণ কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছেন কি না, একজন ব্যবসায়ী অপ্রয়োজনীয় হয়রানি ছাড়া কাজ করতে পারছেন কি না, একজন সাধারণ মানুষ নিরাপত্তা ও সরকারি সেবা পাচ্ছেন কি না, মানুষ বিদ্যুৎ-গ্যাস পাচ্ছেন কি না- এসবই শেষ পর্যন্ত সরকারের প্রকৃত Performance Indicator।

তারেক রহমানের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিনয়ের সম্ভবত আরও তাৎপর্যপূর্ণ প্রকাশ হলো, সরকারের সীমাবদ্ধতাকে অস্বীকার না করা। ১৫ বছরের বেশি একটা স্বৈরশাসনের পর রাষ্ট্রক্ষমতায় আরোহণ করে মানুষের প্রত্যাশা অনুযায়ী সবক্ষেত্রে সেবা দেওয়া সম্ভব হয়নি, বিদ্যুৎ-গ্যাসের প্রকৃত সমস্যা রয়েছে। সাফল্যের গল্পের পাশাপাশি এ ধরনের বাস্তবতা স্বীকার করার রাজনৈতিক মানসিকতাও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের প্রচলিত ক্ষমতার সংস্কৃতিতে সরকার সাধারণত নিজের সাফল্য তুলে ধরে, ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা স্বীকারের প্রবণতা তুলনামূলকভাবে দুর্বল। সে জায়গায় তারেক রহমান অকপটে প্রকৃত অবস্থা স্বীকার করে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের কথা সংসদে জানিয়েছেন এবং জনগণের কাছে আরও সময়, সহযোগিতা চেয়েছেন- এটি কোনো দুর্বলতা নয়; বরং এটি রাজনৈতিক বিনয়ের (Humility) একটি শক্তিশালী বহিঃপ্রকাশ। এই Humanization of Power বাংলাদেশের মতো অত্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে একটি বিশাল বিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে।

তারেক রহমানের সাদামাটা পোশাক, প্রটোকলে সংযম, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি পরিমিত ভাষা কিংবা সরকারের সীমাবদ্ধতা স্বীকার- এসবকে আলাদা ঘটনা হিসেবে দেখলে সম্ভবত পুরো চিত্রটি অনুধাবন করা মুশকিল। বাংলাদেশের মতো একটি সংঘাতপূর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে একসঙ্গে দেখলে এগুলো ক্ষমতা সম্পর্কে একটি ভিন্ন রাজনৈতিক ধারণার ইঙ্গিত বহন করে। বিগত ছয় মাসকে শুধু একটি নতুন সরকারের প্রথম ছয় মাস হিসেবে দেখলে সম্ভবত এর একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দিক উপেক্ষিত হবে।

ইতিহাস কোনো সরকারের গাড়িবহর, প্রটোকল কিংবা ক্ষমতার জৌলুশ মনে রাখে না। ইতিহাস মনে রাখে, কে ক্ষমতাকে মানুষের কাছে নিয়ে গিয়েছিল, কে তাদের কণ্ঠ শুনেছিল এবং জনগণের কাছে জবাবদিহি দিয়েছিল, কে নিজের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করার সাহস দেখিয়েছিল এবং কে রাষ্ট্রের শক্তিকে নিজের মর্যাদা বাড়ানোর পরিবর্তে মানুষের মর্যাদা বাড়াতে ব্যবহার করেছিল।

তাই আজকের রাজনীতির কেন্দ্রীয় প্রশ্ন ক্ষমতা কার হাতে, তা নয়। তারেক রহমানের গত ছয় মাসের পদক্ষেপগুলো অন্তত একটি সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করছে- বাংলাদেশের রাজনীতি হয়তো ধীরে ধীরে ক্ষমতার জৌলুশ থেকে মানুষের আস্থার দিকে, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থেকে প্রতিষ্ঠানমুখিতার দিকে এবং কথার রাজনীতি থেকে কাজের রাজনীতির দিকে এগিয়ে যেতে পারে। কারণ ক্ষমতার সবচেয়ে বড় অলংকার কোনো বিশেষণ নয়, ক্ষমতার সবচেয়ে বড় অলংকার হলো মানুষের আস্থা।

লেখক: প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা।

UCS Ultra Credit Solutions Inc.

CREDIT REPAIR
ক্রেডিট রিপেয়ার

আমাদের সেবাসমূহঃ
পাবলিক রেকর্ড, কালেকশন একাউন্ট,
ব্যাংকক্রাপসি, ডেবট সেটেলমেন্ট,
লেট-পেমেন্ট, স্টুডেন্ট লোন,
মেডিক্যাল বিল ও কার রিপজিশানিং রিমুভাল।
(এটি একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান)

Public Record Removal, Collection Removal
Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination

929-386-6426
929-386-4705

3716 73rd Street, Suite. 302-B (3RD FLOOR)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
34-18 Northern Blvd, Suite # 5/14
Long Island City, NY 11101 (বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের উপর তলায়)

www.ultracreditsolutions.com

MITU DISABILITY CENTER

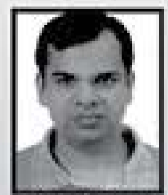
RONJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) • Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury • Divorce • Bankruptcy • Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Loan Modification • Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

37-47 73 St. #215, Jackson Heights NY 11372
TEL: 718-701-2666

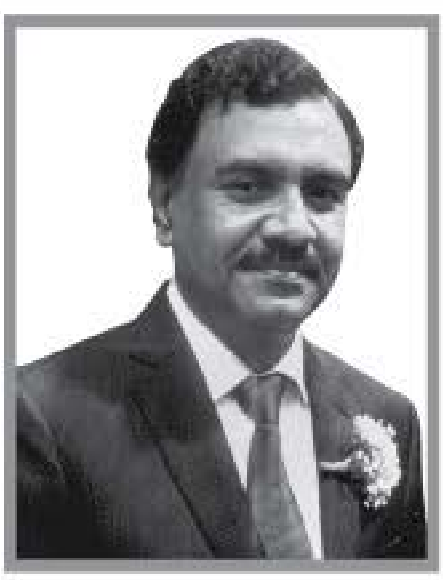

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা নিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

GOBINDA PAUL PHYSICIAN P.C.
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM
Sat or Sun : 9AM-2PM

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

মহিলা দাঁতের ডাক্তার
NAEEMA BHUIYA, D.D.S
নাঈমা ভূঁইয়া, ডি.ডি.এস

Program Director, Department of Dentistry, Lincoln Hospital

* রেফারেন্সের প্রয়োজন নেই। সরাসরি চলে আসুন
* আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
* স্বল্প মূল্যে দাঁতের সবধরনের চিকিৎসা করা হয়

87-48, 168 Street, Jamaica, NY 11432
Tel: **718-206-0601**, Fax: 718-206-0603

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-414-4760

USR BROKERAGE CORP.

USR BROKERAGE

আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স করে থাকি

★HOME ★BUSINESS ★AUTO ★WORKERS' COMPENSATION

**MULTI-CARRIER ACCESS:
ALLOWS US TO COMPARE PRICES
FROM MULTIPLE CARRIERS.**

MD ABDUR ROUF

President

Electrical and Computer Engineer NYIT, NY

Cybersecurity and Cyber Insurance Specialist

Licensed Property and Causality Insurance Broker

+1 (646) 270 4861, +1 (631) 565 4334

usrbrokerage.com | a.rouf@usrbrokerage.com, info@usrbrokerage.com

37- 21 72 Street, Suit # 2, Jackson Heights, New York 11372

Investors wanted

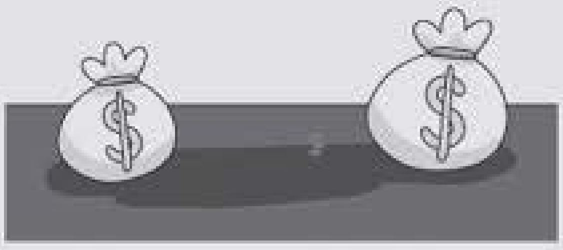

**Entertainment Ventures
40% Returns on your
Money in 9 Months**

BAVLS Media Group

Please call for more information

(929) 900-9196

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)

Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রস্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *এ্যাজমা *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন	আমরা আমেরিকার
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence	যে কোন স্টেটে ডাকযোগে
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা	ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal

72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372

Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

ঘরে বসে আয় করুন

আপনার কি বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কিংবা প্রতিবেশী অসুস্থ?

তাহলে এক্ষুনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ ইনকামের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

যোগাযোগ : ৯১৭ ৫১৯ ১১৫১

আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে মিউজিক্যাল নাইট

৬২ পৃষ্ঠার পর

উডসাইডে ৩৭-১১, ৫৭ স্ট্রিটে অবস্থিত কুইন্স প্যালেসে অনুষ্ঠানটি শুরু হবে সন্ধ্যা সাতটা। জমকালো এ আয়োজনের টাইটেল স্পন্সর হিসেবে যুক্ত রয়েছে উৎসব গ্রুপ।

লাইভফিকেশন এন্টারটেইনমেন্ট জানিয়েছে, নিউইয়র্কে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের এবং বাংলা সঙ্গীত ও সংস্কৃতির অনুরাগীদের জন্য একটি আনন্দময় ও স্মরণীয় সন্ধ্যা উপহার দিতেই এ আয়োজন। একই সঙ্গে প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মকে বাংলা গান ও সংস্কৃতির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত করাও অনুষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য।

আয়োজকদের প্রত্যাশা, পরিচিত শিল্পীদের পরিবেশনা, বাংলা গানের মনোমুগ্ধকর সব একক কম্পোজিশন, মায়াবী আবহের পাশাপাশি সঙ্গীত ও সংস্কৃতির একটি প্রাণবন্ত মিলনমেলায় পরিণত হবে এ আয়োজন। জীবনে পরিবার ও প্রিয়জনদের সঙ্গে আনন্দঘন সময় কাটানোর সুযোগ তৈরি করবে এই সঙ্গীত সন্ধ্যা। অনুষ্ঠানটি সফল করতে বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটি সংগঠন সহযোগী হিসেবে যুক্ত হয়েছে।

স্পন্সরদের মধ্যে রয়েছে সোশ্যাল কেয়ার নেটওয়ার্ক, গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার, গুড নেবারহুড হোম কেয়ার, মাইগ্রেশন সার্ভিস ইন্টারন্যাশনাল, টিএমআর ট্রেনিং একাডেমি, আরমানা রেড রুম, সিলেট মেডিকেল এবং প্রাইম হেলথ এলএলসি।

লাইভফিকেশন এন্টারটেইনমেন্ট ও উৎসব গ্রুপের পক্ষ থেকে নিউইয়র্কসহ আশপাশের এলাকার প্রবাসী বাংলাদেশি, সঙ্গীতপ্রেমী, সাংস্কৃতিক অনুরাগী ও শুভানুধ্যায়ীদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ইঞ্জিনিয়ার সামসুজ্জামানকে বুটেক্স অ্যালামনাই সংবর্ধনা

৬২ পৃষ্ঠার পর

নিউইয়র্কে বসবাসরত প্রবাসী বুটেক্সিয়ানরা একত্রিত হন। অনুষ্ঠানে প্রবাসে অবস্থানরত টেক্সটাইল প্রকৌশলীদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন সুদৃঢ়করণ, পেশাগত নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশের টেক্সটাইল ও তৈরি পোশাক শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বাংলাদেশের টেক্সটাইল ও অ্যাপারেল খাতের বিকাশে ইঞ্জিনিয়ার মো. সামসুজ্জামানের অনবদ্য অবদান ও দূরদর্শী নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। একইসঙ্গে ব্যস্ত সূচির মধ্যেও নিউইয়র্কে অবস্থানকালে প্রবাসী অ্যালামনাইদের সঙ্গে সময় কাটানো এবং তাঁদের অনুপ্রাণিত করার জন্য বুটেক্স অ্যালামনাই ইউএসএ-এর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

আয়োজকরা জানান, বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা বুটেক্সিয়ানদের মধ্যে পেশাগত মেলবন্ধন আরও শক্তিশালী করা এবং দীর্ঘস্থায়ী সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে বুটেক্স অ্যালামনাই ইউএসএ নিরলসভাবে কাজ করে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

OPEN 24 HOURS
PANSHI NEVER SLEEP
আমরা সব ধরনের ক্যাটারিং করি
ভাল খাবার, সুন্দর পরিবেশ, ভাল সার্ভিস, কমদামে উপভোগ করুন।
$6.99 Midnight & Driver Special
PANSHI RESTAURANT & PARTY HALL
168-37/39 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-8516, Fax: 718-480-8531

বাসা ভাড়া
জ্যামাইকা সাটফিনের কাছে ১৪৪ স্ট্রিট ও Tuskegee Airmen Way ১ বেডরুম/ ২ বেডরুম জুলাই মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে
যোগাযোগ : (টেক্সট/ফোন)
৯২৯-৪৩৫-৭১৯৪
Air Train, E, J, Z ও LIRR ট্রেন স্টেশন থেকে ১৫ মিনিট ওয়াকিং ডিস্টেন্স। মসজিদ আল-কুবা থেকে ১ ব্লক আগে

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই যোগাযোগ করুন
আমাদের সার্ভিস
নিউ ইয়র্ক ফিল্ম একাডেমী থেকে প্রকাশিত
২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মী দ্বারা পরিচালিত
স্বল্প খরচে, দ্রুত ডেলিভারি
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রাম হাই কোয়ালিটি নিশ্চিত করা হয়
যোগাযোগ: আমাদের সার্ভিস
+১ (৯১৭) ৫১৯ - ১১৫১
amader.services@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশীদের দ্বারা পরিচালিত ড্রাইভিং স্কুল
কেন সবাই আমাদের ড্রাইভিং স্কুলে শিখতে চায়
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা
■ আমাদের ফি যুক্তিসঙ্গত এবং সেবা অতুলনীয়
■ মহিলা পুরুষ ও বয়স্ক সবার প্রতি সমপরিমাণ যত্ন নিয়ে শিখিয়ে থাকি
■ আমাদের সব প্রশিক্ষক NYS Instructor License প্রাপ্ত এবং খুবই ধৈর্যশীল।
■ আমাদের স্কুলে পাশের হার সবচেয়ে বেশী
■ প্রতি সপ্তাহের অধিকাংশ আমরা প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীর রেফারেন্স থেকে পাই
■ আপনি যদি আমাদের সেবায় সন্তুষ্ট হন তবে, অন্যজনকে বলুন আর যদি সন্তুষ্ট না হন তবে আমাদেরকে বলুন
অন্য ড্রাইভিং স্কুলের প্রচারণায় বিভ্রান্ত হবেন না। আমাদের প্যাকেজ টিতে একই মূল্যে পাচ্ছেন পাঁচ ঘন্টার ক্লাসের সার্টিফিকেট যা অন্যখানে পাচ্ছেন না।
৩৩০ ডলারে পাচ্ছেন
★ ৫টি রোড লেসন,
★ রোড টেস্টের দিন গাড়ী
★ পাঁচ ঘন্টার (5 Hours) ক্লাস
★ অতি অল্প মূল্যে গাড়ী ইন্সুরেন্স করে থাকি Defensive Driving Class দেয়া
★ নতুন অটোমেটিক গাড়ী (A/C) সহ
● অত্যন্ত সহজ উপায়ে পার্কিং শিক্ষা
● আপনার সময়ই আমাদের সময়
যোগাযোগ : অভিজ্ঞ ইনস্ট্রাক্টর রহমান 917-378-0353
Full Insured & Licensed by New York State
PUPIL DRIVING SCHOOL
37-16 73rd Street (Suit#201) 2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন DMV অনুমোদিত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ইনস্ট্রাকটরের কাছে ড্রাইভিং শিখুন
স্বদেশ ড্রাইভিং স্কুল
ঃ সেবা সমূহ ঃ
* রোড লেসন ০৫/১০/১৫ লেসনের প্যাকেজ ডিলস্
* DMV Quick রোড টেস্ট
* 5 Hour (Per- License Class) Certificate
* 6 Hour DDC (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং সার্টিফিকেট) for Insurance & Points
* High Way Lesson
* Available Schedule
* DMV Service
মহিলাদের জন্য অত্যন্ত ধৈর্য্যসহকারে অভিজ্ঞ মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শেখানো হয়।
যোগাযোগ
Swadesh Driving School
37-13 74th ST. FL-2
Jackson Heights NY-11372
Phone: 718 255 1231
Cell: 929 670 2871
E-mail: swadeshdrv@gmail.com

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার
Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।
ultra mobile · h2o · T-Mobile · univision mobile · Lycamobile
Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

ওজন পার্ক: তিন বেডরুম, বাথরুম, কিচেনরুম, লিভিংরুম এবং ডাইনিংসহ একটি প্রাইভেট হাউসের তৃতীয় তলায় অবস্থিত এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ট্রেন স্টেশনের কাছে, লিবার্টি এ্যাভিনিউ ৮৪ স্ট্রিট। সেকশন-৮ এবং City FHEPS গ্রহন করা হয়।

Rent: $2500, 718-552-7242

এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

ব্রুকলিন: তিন বেডরুম, দুই বাথরুম, কিচেন, লিভিংরুম এবং ডাইনিংসহ একটি প্রাইভেট হাউসের প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ট্রেন স্টেশনের কাছে, লিবার্টি এভিনিউ এবং পাওয়েল স্ট্রিট। সেকশন-৮ এবং City FHEPS গ্রহন করা হয়।

Contact: 718-552-7242

Urgent sell

1. One king size bed with mattress
2. One queen size bed with mattress
3. One twin size bed with mattress and storage drawers
4. Wooden dining table with 6 chairs+cushions
5. Wooden coffee table
6. Wooden TV stand with drawers
7. One 3 seater Sofa couch cum bed
8. 2 display tables/racks
9. Two chairs
10. Humidifier - 3
11. Study desk (White) for kids - Ikea
12. Shelf
13. Floor lamps

Electronics:
1. Coffee maker
2. Air fryer oven (has several functions including rotisserie chicken)
3. Braun hand held blender
4. Three set blender
5. Bullet blender
6. Mini waffle maker
7. Hamilton Beach confectionary mixer
8. 17" Monitor for computer with key board (cord less) not used

PICK UP LOCATION:
Roosevelt island New York City

CONTACT:
CELL: +1 (347) 294-9697

DRIVER WANTED

Yellow taxi ford transit for rent.

Contact : 917-691-7721

JK Gain Multi

'আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।'

J. K. GAIN MULTISERVICES
জে.কে. গাইন মাল্টি সার্ভিসেস্

Notary Public

প্রতি রবিবার একাউন্টার ফ্রি কর্মশালা

LOW COST GUARANTEE

Authorized IRS e-file Provider

- TAX SERVICES
- INSURANCE
  - Life Insurance MassMutual
  - Health • Auto • TLC
  - Home • Business
- Immigration Services
- DDC. (6 Hrs. Defensive Class)
- Private Service Bureau (DMV Approved)

Jaydeb Gain

Tel: 347-536-5107
Office: 917.396.4509
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

ভ্রমন সেবার জগতে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ২০ বছরের অভিজ্ঞতা

রহমানিয়া ট্রাভেল সার্ভিসেস

Rahmania Travel Services
Best Service is our Goal

৭ দিনই খোলা

Hajj & Umrah Specialist

Emirates | Biman Bangladesh Airlines | EGYPTAIR | QATAR | ETIHAD | KUWAIT AIRWAYS | Saudi Arabia

IATA ACCREDITED AGENT

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যে টিকিট বিক্রয়ের নিশ্চয়তা

Placid Express | small world | ria Money Transfer

International/Domestic টিকিট ১০০% সীট কনফার্ম করার পর আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

দেশে যাওয়ার পথে অল্প খরচে পবিত্র ওমরাহ্ পালনের সুযোগ নিন

আমাদের সার্ভিস সমূহ

Ticket:
International/Domestic
Visa Services
Umrah Package
5 Years Multiple
Bussiness Visa (SAUDI)
Money Transfer
6 Hours Defensive

718-205-3270
718-205-2677
646-322-1654

37-15 73rd Street, Suite 203 (Bangladesh Plaza)
Jackson Heights, NY 11372, Email: rahmaniatravel@yahoo.com

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com

সবধরনের ইমিগ্রেশন সমাধানে
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

* ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
* অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
* ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
* বর্ডারে গ্রেপ্তার, ডিটেনশন ও বন্ড
* আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
* U - ভিসা, VAWA & SIJS
* EB-1, EB-2 NIW & EB-3
* বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
* কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

Khairul Bashar
Attorney At Law
(MBA., LL.M.)

718-775-8509
212-464-8620
khairul@basharlaw.com

72-32 Broadway
Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D. C. 20006
Tel: (888) 771- 4529

Admitted in Washington D.C. and Alabama State Bar
Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন
যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন
Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

বাসা-এপার্টমেন্ট-কন্ডো-বেসমেন্ট ভাড়া

House for Rent

4 bedrooms, 2 Full bathrooms for at 169st & 84 Ave, Jamaica Hills, rent $4,000. One bedroom Condo at 1640 Metropolitan Ave, Bronx, NY 10462. 3 bedrooms, 2 bathrooms for at 1707 Saint Peters Ave, Bronx, NY, 10461, rent $3,500. Rnovated 3 bedrooms, 1 bathroom at 2000 Bogart Ave. Bronx, NY 10462, Rent $3500.
One bedroom in Albertson, Searingtown, Long Island, rent $2,900.

আমরা CityPHEPS, Section-8 সহ সরকারি প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। বাড়ি ভাড়া দিতে বা নিতে আজই যোগাযোগ করুন ।

347-465-3220

কামরুজ্জামান বাচ্চু, রিয়েল্টর
আইল্যান্ড অ্যাডভ্যান্টেজ রিয়েলটি
(০১/১০/০০/০৭/সি)

বাসা ভাড়া

সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে কুইন্সের জ্যামাইকাতে ২ বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। পর্যাপ্ত আলো বাতাস আছে। বাস ও সাবওয়ে খুবই কাছে। ডেলি, গ্রোসারি, পার্ক, মসজিদ কয়েক ব্লকের মধ্যে। হিলসাইড যেতে মাত্র ১০ মিনিট।
ফোন : 646-577-8493
(০৯/১৮/০২/০১)

এপার্টমেন্ট ভাড়া

৭০-০৭, ৩৪ এভিনিউ জ্যাকসন হাইটসে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের সেকেন্ড ফ্লোরে দুই বেডরুম, ১ বাথরুম, কিচেন, লিভিংরুম, একাধিক ক্লোজেটসহ এপার্টেমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 347-721-6633, 917-544-3437
(০৯/১৮/০২/০৩)

বাসা ভাড়া

80th street & 31th Avenue Jackson Heights, আবু হুরায়রা মসজিদ এর পাশে ২বেডরুম এর street level ফ্লোর ভাড়া দেয়া হবে। কিচেন ,লিভিং রুম আলাদা।ফ্যামিলি অথবা ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। ২৭০০ ডলার ভাড়া প্রতি মাসে।
কল অথবা ম্যাসেজ 646-578-9511, 646- 528-7692
(০৯/১১/০২/১৪)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসে পারসন বুলেভার্ড সাবওয়ের নিকটে ৮৬ এভিনিউর (নরমাল রোড) উপর তৃতীয় তলায় তিন বেডরুম, ১ বাথরুম ও লিভিং-কিচেনসহ বাসাভাড়া দেওয়া হবে। ইউটিলিটি বিল আলাদা। শুধুমাত্র ফ্যামিলি যোগাযোগ করুন।
ফোন : 646-207-0992
(০৯/১৮/০৩/০৪)

বেসমেন্ট ভাড়া

আগামী ১ অক্টোবর থেকে কুইন্স ভিলেজের মনোরম পরিবেশে ৮৯-৪০, ২১২ প্লেস-এ ১ বেডরুম, ১ লিভিং রুম, বাথরুম, কিচেনসহ একটি বেসমেন্ট বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। বাসার কাছেই বাসস্টপ।
ফোন : 347-706-5505
(০৯/১৮/০২/০৭)

বাসা ভাড়া

একটি প্রাইভেট হাউজে তৃতীয় তলায় একটি একটি এক বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। ছোট পরিবার আবশ্যক। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। কিউ-২, কিউ-৩ বাস এবং হলিস LIRR train Station সন্নিকটে। ভাড়া ১৪০০ ডলার। সম্পূর্ণ আলাদা এপার্টমেন্ট, কিচেন ও বাথরুমসহ। ছোট পরিবার আবশ্যক। বাসাটি ১৯৮ স্ট্রিট ও ৯৯ এভিনিউতে অবস্থিত।
ফোন : 516-582-1241, 917-327-0563
(০৯/১৮/০১/১৫)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন ও ১১০ আব এর কর্ণারে দুই বেড, লিভিং কিচেন ও ১ বাথ 1st Floor ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, গ্রোসারি, স্কুল ওয়াকিং ডিসটেন্স। Q6 & Q60 দুই মিনিট ও ট্রেন E Z J ৭ মিনিট ওয়াকিং ডিসটেন্স। যোগাযোগ : 646-645-9830
(০৯/১৮/০০/১৭)ই

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১০৬ এভিনিউ ও ১৭৭ স্ট্রিটের সুন্দর পরিবেশে, বাস-মসজিদের সন্নিকটে, এফ ট্রেনের ১০ মিনিট দূরত্বে বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। স্টুডিও বাসা। কিচেন নেই, একজন পুরুষ অথবা মহিলা অথবা স্টুডেন্টের নিকট ভাড়া হবে।
ফোন : 929-350-2138
(০৯/১১/০২/০৭)

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা হলিসে ১৯৮ স্ট্রিটে দুই রুম, কিচেন, বাথ, ড্রয়িংরুমসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। শুধুমাত্র ব্যাচেলরদের জন্য।
ফোন : 347-523-0027
(০৯/০৪/০৩/০৬)

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা মিরিক বুলেভার্ড ও লিবার্টি এভিনিউ কর্নারে প্রাইভেট বাসায় এক বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া। ইয়র্ক কলেজের পিছনে। বাসার সামনে বাস স্টপ।
ফোন : 347-283-9556, 310-295-8392
(০৫/২৯/০০/১৩)ই

বেসমেন্ট ভাড়া

হলিসে ১৯৭-০৩, ৯৯ রোডে সুন্দর পরিবেশে প্রাইভেট বাড়িতে একটি বেডরুম, কিচেন, বাথরুমসহ বেসমেন্টে একজনের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 347-397-9175
(০৯/১১/০২/০২)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হিল ৮৫ এভিনিউ ও ১৬৭ স্টিটে ২ বেডরুম, ২ বাথরুম, বিগ লিভিং রুম, ডাইনিং, কিচেন ও বিগ ব্যালকনিসহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া ২৮০০ ডলার।
ফোন : 917-815-4629
(০৯/১১/০২/০৫)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের কাছে ১টি ফুল বেডরুম ও ১টি হাফরুম, ১ বাথরুম, একসাথে কিচেন এবং লিভিংসহ অফিসিয়াল লিগ্যাল সেমিবেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। ৬৪ স্ট্রিট বিটুইন ৩৪ এভিনিউ ও ৩৫ এভিনিউ। ৬৫ স্ট্রিট সাবওয়ে স্টেশন থেকে হেঁটে দুই মিনিট এবং জ্যাকসন হাইটস থেকে হেঁটে ৭ মিনিট। আলাদা প্রবেশপথ।
ফোন : 347-924-4031
(০৯/১১/০২/০৫)

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৭৫ স্ট্রিট ও ৮৯ এভিনিউতে এফ ট্রেন দুই ব্লকের মধ্যে, মসজিদের পাশে একটি এক বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। ছোট ফ্যামিলি বা দুইজন মেয়ে বা মহিলা অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
ফোন : 917-365-5805 (After 1:00 Pm)
(০৯/১১/০২/০৯)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা, জ্যামাইকা সেন্টার 'ই' ট্রেন এবং ইয়র্ক কলেজ নিকটস্থ সেমিবেসমেন্টে দুই বেডরুম, সবসুবিধাসহ স্বামী-স্ত্রী বা ছোট পরিবারের কাছে সত্বর ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 646-824-2844, 646-727-6610
(০৯/১১/০২/১০)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ২০৫ স্ট্রিটে সম্পূর্ণ রেনোভেটেড ১ বেডরুম, ১ লিভিংরুম, কিচেন ও আলাদা বাথরুমসহ সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। কিউ -৮৩ ও কিউ-৭৭ বাস স্টপের খুবই কাছে। সম্পূর্ণ আলাদা প্রবেশ পথ।
ফোন : 917-514-0907
(০৯/১১/০৩/১২)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ সংলগ্ন ১৮৭স্ট্রীটে মনোরম পরিবেশে খুবই কনভেনিয়েন্ট মিনি বেসমেন্ট কর্মজীবী কাপল এর নিকট চলিত মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হইবে ।
ভাড়া সর্ব সাকুল্যে মাসে ১৪০০/= ডলার।
ফোন : 347-355-3275
(০৯/১১/০২/১৫)

বাসা ভাড়া

80th street & 31th Avenue Jackson Heights, আবু হুরায়রা মসজিদ এর পাশে ২বেডরুম এর street level ফ্লোর ভাড়া দেয়া হবে। কিচেন ,লিভিং রুম আলাদা।ফ্যামিলি অথবা ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। ২৭০০ ডলার ভাড়া প্রতি মাসে।
কল অথবা ম্যাসেজ 646-578-9511, 646- 528-7692
(০৯/১১/০২/১৪)

FOR RENT
বাসা ভাড়া হবে

২ টি রুম, ১ বাথরুম, ১ কিচেন অল সেপারেট ভাড়া হবে। নবাগত ছাত্র/ ছাত্রী / কর্মজীবী বা ড্রাইভার অগ্রাধিকার পাবে।

2 Bedrooms, 1-Living 1-Kitchen, 1- Bath Rent, Electricity & Gas : Negotiable/
2 dormitorios, sala de estar, cocina y baño. Alquiler, electricidad y gas: negociables.
106-32 130th Street,NY 11419 (Liberty ave)
text us schedule for visit at 4-7 pm.
2124702858/ 7184501197

বাসা ভাড়া

ব্রুকসের পার্কচেস্টারে কন্ডোমিনিয়ামে তৃতীয় তলায় এক বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। Section-8 ভাউচারধারী ভাড়াটিয়াগণ স্বাগতম।
যোগাযোগ: **917-618-0740**

বাসা ভাড়া

২০০-০৩ , ১০৯ এভিনিউ, সেন্ট এলবান্স , নিউইয়র্ক ১১৪১২- এ, ২ বেডরুম ও ১টি বড় লিভিংরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। সম্পূর্ণ নতুন। পার্কিং পাওয়া যায়। অতিনিকটে Q2 বাস, ২টা মসজিদ, সুপার মার্কেট, স্কুল, ফার্মেসি, রেস্টুরেন্ট ও সোলার আছে ।
646-575-7053, 646-318-9864

কানেকটিকাটে বিসনেস সেল/অপরচুনিটি

কানেকটিকাটের প্রাইম লোকেশনে ব্যাঙ্কুয়েট প্যাসিলিটিসহ পাকিস্তানি, বাংলাদেশি ও ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট বিক্রি হবে। ক্যাপাসিটি ২০০ পিপল। রানিং বিজনেস। গুড অপরচুনিটি।
ফোন : **917-560-5204**

অত্যন্ত যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিকানো হয়

* Free Pick up and drop off
* 100% পাশের নিশ্চয়তা
* 5hr Certificate
* 6hr Certificate

যোগাযোগ:
914-343-2629 (Nuri)

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস-এর এপার্টমেন্ট বিডিং এ বড় একটি রুম ভাড়া হবে, বড় কিচেন এবং ড্রয়িং রুম শেয়ার, শুধু মাত্র কর্মজীবি দুইটি মেয়ে কাছে ভাড়া হবে
বিস্তারিত জানতে কল করুন **+1 (347) 832-6930**

পাত্রী চাই

আমেরিকার নিউইয়র্কে বসবাসরত প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়িক পাত্রের জন্য একজন শিক্ষিত ২১ থেকে ২৩ বছরের পাত্রী চাই
যোগাযোগ - **516-770-0607**

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com

OFFICE: 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

রুম ভাড়া

রুম ভাড়া
উডসাইডে 'জে' ট্রেনের সাবওয়ের নিকটে বেসমেন্টে একটি রুম ১/২ জন ধুমপানমুক্ত কর্মজীবি পুরুষ ব্যাচেলর অথবা স্টুডেন্টের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 718-924-6065
(০৯/১৮/০২/১৪)

রুম ভাড়া
৩৪-৫৭, ৭২ স্ট্রিট জ্যাকসন হাইটসে এপার্টমেন্টের নিরিবিলি পরিবেশে এক রুম ভাড়া দেওয়া হবে। দুই জন পুরুষ ব্যাচেলর। আপনা বাজার, মাছবাজার, সিনা বাজারের খুবই কাছে।
ফোন : 718-407-9258, 718-905-0752
(০৯/১৮/০০/০৯)ই

রুম ভাড়া
ওজোন পার্কের কাছে মার্টেল ও ক্রেসপন্ড এভিনিউতে ব্যাচেলরের জন্য একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। এ ট্রেনের সাবওয়ের কাছে। বাথরুম কিচেন শেয়ার করতে হবে। সবকিছু সহ ভাড়া ৫০০ ডলার। একজন ব্যাচেলর বা স্টুডেন্ট।
ফোন : 929-462-3643
(০৯/১১/০২/০১)

রুম ভাড়া
এস্টোরিয়ার ব্রডওয়ে এবং ২৯ স্ট্রিটে এন-ডব্লিউ ট্রেনের সাবওয়ের কাছাকাছি বাসার বেসমেন্টে এক রুম ভাড়া হবে।
ফোন : 917-337-1250, 929-401-6342
(০৯/১১/০২/১১)

রুম ভাড়া
কুইন্সের উড সাইডে ৬১ স্ট্রিটে, ৭ ট্রেনের এক ব্লকের মধ্যে একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। রেডি টু মুভ।
ফোন : মতিন, 917-209-1707
(০৯/১৮/০১/১৬)এমএন

রুম ভাড়া ও রুমমেট
জ্যাকসন হাইটস এলাকায় নিরি-বিলি পরিবেশে রুমমেট আবশ্যক। একটি সিঙ্গেল রুমও ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 646-515-2094
(০৯/১৮/০২/১০)

রুম ভাড়া
77 Street & 34 ave, জ্যাকসন হাইটসের অতি নিকটে পার্কের সাথে লাগওয়া ২ বেডরুম অ্যাপার্টমেন্ট ব্যাচেলর একজন ছেলের নিকট একটি বড় লিভিং রুম ভাড়া দেওয়া হইবে। বিদ্যুৎ এবং গ্যাস সবকিছু ইনক্লুড, ভাড়া আলোচনার সাপেক্ষে।
ফোন : 646- 578-9511 কল /মেসেজ করুন
(০৯/১৮/০২/১১)

রুম ভাড়া
আগামী অক্টোবর থেকে জ্যাকসন হাইটস এলাকায় ৭৬ স্ট্রিট ও ৩৪ এভিনিউতে দুই বেডরুমের বাসায় একটি রুম একজন মহিলা অথবা মহিলা স্টুডেন্টের নিকট ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
ফোন : 646-363-1980
(০৯/১৮/০২/১২)

রুম ভাড়া
ওজোন পার্কের কাছে মার্টেল ও ক্রেসপন্ড এভিনিউতে ব্যাচেলরের জন্য একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। এ ট্রেনের সাবওয়ের কাছে। বাথরুম কিচেন শেয়ার করতে হবে। সবকিছু সহ ভাড়া ৫০০ ডলার। একজন ব্যাচেলর বা স্টুডেন্ট।
ফোন : 929-462-3643
(০৯/১১/০২/০১)

রুম ভাড়া
জ্যামাইকা ১৭১ স্ট্রিট ও ৮৯ এভিনিউতে (১৬৯ সাবওয়ের পাশে) এপার্টমেন্টে একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে, সেপ্টেম্বর থেকে। এক বা দুইজন কর্মজীবি মহিলা অথবা ছাত্রী। বাথরুম-কিচেন শেয়ার করতে হবে।
ফোন : 929-350-3505, 929-438-9263

ঢাকায় প্লট বিক্রি

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পাশে ১৯৬৯ সনে খরিদকৃত এপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার, মেডিক্যাল ক্লিনিক, শপিং সেন্টার নির্মানের উপযোগী দেয়াল ঘেরা ৮ কাঠার একটি প্লট বিক্রি হবে। যোগাযোগ মোহাম্মদ খান।

917-365-1401

House Sale

House / Condo Sale
2 Family Attached, Bricks at 2114 La-Combe Ave. Bronx, NY-10473, asking $949,000.
Legal 4 Family House at 1715 Saint Petars Ave, Bronx, NY 10461, asking $1,599,000.
Eight Family at 1550 Parker St, Bronx, NY 10462, Asking $1,999,000.
Single Family at 142-16 116th ave, Jamaica,(No Co) Asking $499,000.
আমাদের কাছে ব্রঙ্কস, কুইন্স, ব্রুকলিন ও লং আইল্যান্ডে ১০০+ ব্যাংকের বাড়ি আছে। বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কল করুন। আপনার বাড়ি বিক্রি করতে বা স্বপ্নের বাড়ি ক্রয় করতে অভিজ্ঞ রিয়েলটরের সহায়তা নিন।

347-465-3220
কামরুজ্জামান বাচ্চু, রিয়েলটর, আইল্যান্ড অ্যাডভান্টেজ রিয়েলটি।

রুমমেট আবশ্যক

রুমমেট আবশ্যক
জ্যামাইকা পারসন বুলেভার্ডে, ১৬০ হিলসাইডে শেয়ারড রুমে রুমমেট আবশ্যক। রুম ফুল ফার্নিশড।
ফোন : 718-820-6078, 470-685-1078
(০৯/০৪/০৪/০৩)

রুমমেট আবশ্যক
ম্যানহাটন আপটাউনে ১৬৮ স্ট্রিট 'এ' ট্রেনের সাবওয়ের কাছে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে ৬ মাসের জন্য একজন রুমমেট আবশ্যক। নম্র, ভদ্র, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও কর্মজীবি হতে হবে। থাকা খাওয়াসহ ভাড়া ৮৫০ ডলার। অক্টোবর মাস থেকে।
ফোন : 929-268-7756
(০৯/১১/০১/০৮)

রুমমেট আবশ্যক
জ্যাকসন হাইটসের কাছে ৭৬ স্ট্রিট ও ৩৪ এভিনিউতে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে একজন রুমমেট আবশ্যক। ইউটিলিটিসহ ভাড়া ৫৫০ ডলার।
ফোন : 929-404-8573
(০৮/০৭/০৪/১৭)

রুমমেট আবশ্যক
জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে জান্নাত ফার্মেসির উপরে ফ্ল্যাটে একজন ভদ্র, মার্জিত, এবং চাকুরীজীবি/ছাত্র ব্যাচেলর পুরুষ রুমমেট প্রয়োজন। অবশ্যইক ধুমপানমুক্ত, পরিচ্ছন্ন এবং বন্ধুত্বপূর্ণ হতে হবে। ফোন : ৭১৮-৪০৭-৯২৫৮, ৭১৮-৯০৫-০৭৫২ (5pm-11pm)

Buy-Sell-Rent-Invest

Are you thinking of selling your house for the highest price? Do you know that this is the right time to sell with maximum profit?
I can explain to you about all the tricks about selling house with top dollars. I also wrote a book about it, just call me and I will send you a free copy of my book.
My name is Jannat Rahman, Realtor with more than 10 years of experience working with Exit Realty Prime. My number is....

917-582-2582. Please call today.

বিনিয়োগ আবশ্যক

দীর্ঘদিনের পুরাতন সোসিয়াল এডাল্ট ডে কেয়ার সেন্টার ব্যবসায় বিনিয়োগের মাধ্যমে চাকুরীর সুযোগ
বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন :
718-451-6414

গাড়ি ভাড়া

টয়োটা ক্যামরি ২০১৭- নন হাইব্রিড গাড়ি উবার লিফটের জন্য ভাড়া হবে।
গাড়ির কন্ডিশন ভালো।
—: ফোন :—
929-766-4480

ড্রাইভার আবশ্যক

টয়োটা সিয়েনা হাইব্রিড ইয়েলো ক্যাব এর জন্য উডসাইড, জ্যাকসন হাইটস, লং আইল্যান্ড সিটি এলাকায় রাতে ফুল টাইম কাজের জন্য একজন অভিজ্ঞ ড্রাইভার আবশ্যক।
যোগাযোগ : **347-891-5319**

ড্রাইভার আবশ্যক

ইয়েলো ট্যাক্সির জন্য ড্রাইভার আবশ্যক। টয়োটা সিয়েনা হাইব্রিড নতুন গাড়ি চালানোর জন্য দিনে ফুলটাইম ড্রাইভার আবশ্যক। এল্মহার্স্ট হসপিটালের আশেপাশে অথবা জ্যাকসন হাইটসে গাড়ি বদল।
ফোন: খলিল, **917-442-0483**
হাসেম, **917-309-6175**

গ্রিন ট্যাক্সি ভাড়া

টয়োটা ক্যামরি হাইব্রিড ২০১৪ গ্রিন ট্যাক্সি ভাড়া দেওয়া হব। ভাড়া ৪০০ ডলার প্রতি সপ্তাহে।
মিটার : verifone. ব্যাংক একাউন্ট থাকতে হবে।
টেক্সট অথবা কল : **917-447-0422**

দোকান ও বাড়ীর কনস্ট্রাকশন এর কাজ করা হয়
(নতুন ও পুরাতন)

টাইলস, সিলিং, ক্যাশ কাউন্টার, ইলেক্ট্রিক প্লাম্বিং, কেন্ডি রেক, বেসমেন্ট ফিক্সিং এবং দোকান ও বাড়ীর সম্পূর্ণ কনস্ট্রাকশনের কাজ করা হয়।

সাইন বোর্ড, লাইট বক্স, এল ই ডি, চ্যানেল লেটার মেনু বোর্ড, ব্যানার, স্টোর ফ্রন্ট, মিরর গ্লাস, এলোমোনিয়াম ফ্রেমিং এর কাজ করা হয়।

NOVA INTERIOR DECORATION & SIGN

NOVA CONSTRUCTION & RAKA SIGN INC.
7034 Broadway, Jackson Heights, NY 11372, Email: nrnova@yahoo.com
Tel: 646-920-7788

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com

OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

লোক আবশ্যক

ব্রুকলিনে ফটোফ্রেমিং স্টোরে কাজের জন্য একজন ইংরেজি জানা পুরুষ লোক আবশ্যক। কাজ শিখিয়ে নেয়া হবে। বয়স ৪৫ বছরের কম হতে হবে।

646-287-8203 (10am to 7pm)

পোল্ট্রি ফার্মে লোক আবশ্যক

একটি পোল্টি ফার্মে কাজের জন্য জন্য জরুরি ভিত্তিতে লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন।

ফোন : **347-683-6382**

একাউন্টিং অফিসে সহায়ক আবশ্যক

জ্যামাইকায় একাউন্টিং অফিসে কাজের জন্য পার্টপাইম লোক (মহিলা) আবশ্যক।

ফোন : **917-667-2011**

ব্রডনস বেগেলে লোক আবশ্যক

ম্যানহাটনে অবস্থিত Broadnos Bagel কোম্পানিতে ফুলটাইম কাজ করার জন্য অভিজ্ঞ লোক আবশ্যক।

ক্যাশিয়ার : পুরুষ/মহিলা
ডেলিম্যান : পুরুষ
ড্রাইভার : পুরুষ

ফোন অথবা টেক্সট,
718-600-0923
ইমেইল : broadnoshhr@gmail.com

পাত্র/পাত্রী চাই

পাত্রী চাই : নিউইয়র্কে বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী সিটিজেন, অটো মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য হিজাবী ও নামাজী পাত্রী চাই। পাত্রীর বয়স ১৮ থেকে ২৫ বছর হতে হবে। গার্জিয়ানরা সরাসরি বায়োডাটা পাঠাতে বা যোগাযোগ করতে পারেন।

Tuhin671@gmail.com
ফোন : 929-499-8563

হোম কেয়ার এইড আবশ্যক

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার সংলগ্ন আবাসিক এলাকায় একটি পর বছরের অত্যন্ত চঞ্চল বাচ্চার লেখাপোশা করার জন্য সপ্তাহে দুইদিন (রবি ও সোম বার, সম্মিলিত ১৮ ঘন্টা) একজন মধ্যবয়সী মহিলা হোম হেলথ এইড আবশ্যক। হোম হেলথ সার্টিফিকেট থাকা আবশ্যক।

469-602-3106
469-888-3853

হোম কেয়ার এইড আবশ্যক

৩২-৫৬-৮৩ স্ট্রিট জ্যাকসন হাইটসে হোম কেয়ারে কাজের জন্য একজন লোক নেওয়া হবে। কাজ সকাল ৮টা থেকে ৪টা পর্যন্ত। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।

347-617-3433
347-484-6385

পাত্র চাই

আমেরিকান সিটিজেন পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রী একটু অসুস্থ। এখানে যারা একা থাকেন তাদের জন্য। পাত্রীর বয়স ২৫ বছর।

ফোন : **929-401-7536**

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে জন্ম MD কোর্সে অধ্যয়নরত সুন্দরী তরুণীর জন্য, সমমানের পাত্র চাই।

ফোন : **516-441-5818**

Bride (Patri) Wanted

We are seeking a suitable match for our son, a handsome, 5'7" tall and accomplished 24-year-old young man from a respectable Muslim family. Recently completed Master's in Electrical Engineering from Columbia University, NY, and works as an engineer at a well-established tech company in Texas. We would ideally like to meet someone aged 20 or above who is well-educated, moderately tall and slim, religious, and family-oriented, who values both family life and her own professional aspirations, with an interest in pursuing a career after completing her education or Someone who is already established in her career.

Contact : USA: +1 347-293-3866
Bangladesh (WhatsApp): +880 1707-038130

জ্যাকসন হাইটসে অফিস/স্টোর ভাড়া

শেয়ারিং অফিস অথবা স্টোর স্পেস ভাড়া। জ্যাকসন হাইটসের ৩৭-২৯ ৭২ স্ট্রিট বেসমেন্ট Dera রেস্টুরেন্ট সাথে লাগোয়া অফিস অথবা স্টোরেজ স্পেস ভাড়া দেওয়া হবে । ভাড়া আনুমানিক ৳১২০০ কম-বেশি।

917-421-6102, 646-578-9511

কনস্ট্রাকশন কাজ

আমরা কনস্ট্রাকশনের
নিম্নবর্ণীত কাজ করে থাকি
Plumbing, Electrical, Boilar মেরামত, দরজা, জানালা, ফ্লোর, কিচেন, বাথরুম পরিবর্তনসহ প্রকার Interior work, Violation remove, ওয়ান ফ্যামিলি থেকে টু ফ্যামিলি পরিবর্তনের জন্য DOB ফাইল প্রস্তুত করে থাকি।

সাইফুল ইসলাম মিলন :
646-261-3040

ড্রাইভিং শিখুন

স্বল্প খরচে যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিখানো হয়

আপনাদের সময় অনুযায়ী ড্রাইভিং শিখানো হয়

লাস্ট লেসন ফ্রি
Free pick up drop
৫, ১০, ১৫ ও স্পেশাল প্যাকেজ
৩০ লেসন, ৩টি রোড টেস্ট

D.D.C. 6 Hours Class
10% Save all insurrance
রোড টেস্টের জন্য গাড়ি

মহিলাদের জন্য
মহিলা ইন্সট্রাকটার

হাইওয়ে Individual
আরলী রোড টেস্ট

যোগাযোগ: **646-991-9653**

ব্যাথার যন্ত্রনায় ভুগছেন ? আর কোন চিন্তা নয়!

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রেই আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ফিজিক্যাল থেরাপির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান!

প্লাস ফিজিক্যাল থেরাপি পিসি
PLUS PHYSICAL THERAPY PC

74-09 37th Ave, #201 Jackson Heights, NY 11372

আমরা অভিজ্ঞ মহিলা থেরাপিস্ট দ্বারা যত্নসহকারে মহিলা এবং পুরুষ রোগীদের ১০০ শতাংশ সেবা দিয়ে থাকি।

যে কোন ধরনের ব্যাথা নিরাময়ের জন্য আমাদের এখানে এসে সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাময় বোধ করুন।

বিস্তারিত জানতে কল করুন

তাহেরা রহমান : ৬৪৬-৮৭২-৯৭৬৮

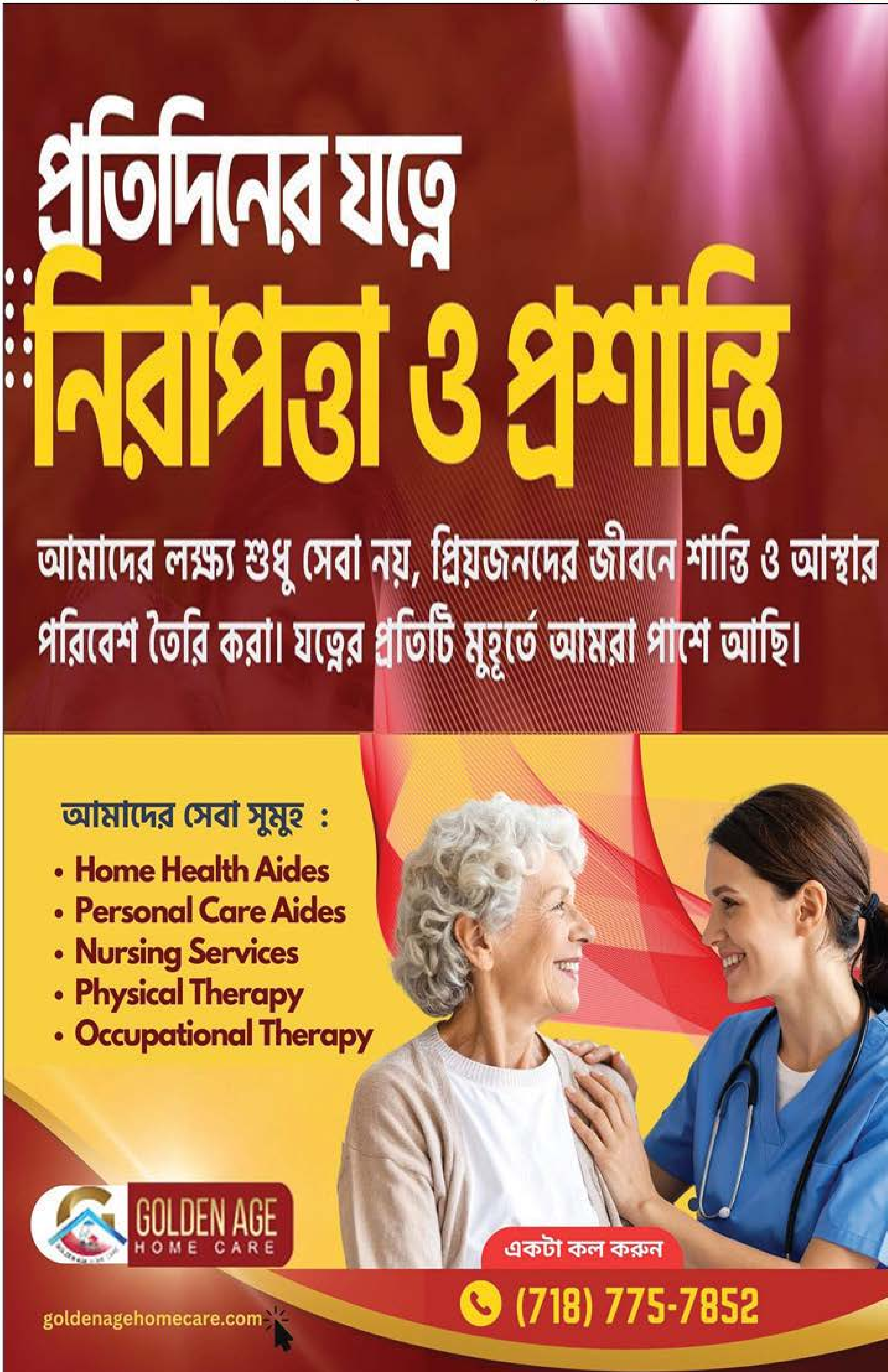
প্রতিদিনের যত্নে
নিরাপত্তা ও প্রশান্তি
আমাদের লক্ষ্য শুধু সেবা নয়, প্রিয়জনদের জীবনে শান্তি ও আস্থার পরিবেশ তৈরি করা। যত্নের প্রতিটি মুহূর্তে আমরা পাশে আছি।
আমাদের সেবা সুমুহ :
• Home Health Aides
• Personal Care Aides
• Nursing Services
• Physical Therapy
• Occupational Therapy
GOLDEN AGE
HOME CARE
একটা কল করুন
(718) 775-7852
goldenagehomecare.com

আমীন আল রশীদ-এর কলাম আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধেই কেন এত দুর্নীতির অভিযোগ? ১২ পৃষ্ঠায়

অজয় দাশগুপ্ত-এর কলাম যা বলার তা কি বলছে গণমাধ্যম ০৬ পৃষ্ঠায়

অধ্যাপক ডা. একেএম মহিউদ্দীন ভূঁইয়া মাসুম-এর কলাম আমি ডাক্তার কলম আলী, আমার কোনো ডিগ্রি নাই ০৭ পৃষ্ঠায়

ইরান যুদ্ধ নিয়ে জার্মানিতে ১০ দেশের গোপন বৈঠক

আজকাল রিপোর্ট

ইরানের বিরুদ্ধে তেল আবিব এবং ওয়াশিংটনের শুরু করা যুদ্ধ নিয়ে আলোচনার জন্য জার্মানিতে যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল ও কয়েকটি আরব দেশের সামরিক কমান্ডারদের একটি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইসরাইলি কর্মকর্তারাই বৈঠকের বিস্তারিত ফাঁস করেছেন বলে এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। তারপরই ব্যাপক আলোচনা চলছে ওই বৈঠক নিয়ে। খবর মিডল ইস্ট আইয়ের।

ইসরাইলের সাবেক গোয়েন্দা কর্মকর্তা ও বর্তমানে সাংবাদিক বারাক রাভিদের অ্যাক্সিওস-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ডের (সেন্টকম) কমান্ডার অ্যাডমিরাল ব্র্যাড কুপার এই 'ব্যক্তিগত বৈঠক' আয়োজন করেন। দুই ইসরাইলি কর্মকর্তার বরাত দিয়ে রাভিদ জানান, বৈঠকে ইসরাইল, সৌদি, সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), বাহরাইন, কুয়েত, কাতার, জর্ডান ও মিশরের সামরিক বাহিনীর প্রধানরা অংশ নেন। ছয় মাসেরও বেশি সময় আগে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পর এ ধরনের এটিই প্রথম বৈঠক। আঞ্চলিক কোনো দেশ প্রকাশ্যে বৈঠকটির বিষয়টি নিশ্চিত করেনি। তবে সেন্টকম বৈঠকটির কথা স্বীকার করেছে। এক বিবৃতিতে তারা জানায়, জার্মানিতে নির্ধারিত একটি সম্মেলনে আটটি দেশের জ্যেষ্ঠ সামরিক নেতাদের আতিথ্য দিয়েছে তারা।

বিবৃতিতে বলা হয়, 'মধ্যপ্রাচ্যে নিরাপত্তা সহযোগিতা জোরদারের সুযোগ' নিয়ে নেতারা আলোচনা করেছেন। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বৈঠকে কুপার এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে নিজেরাই শিরোনাম

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসে একটি সংবাদমাধ্যমের হেলিকপ্টার সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে বিধ্বস্ত হয়ে নিজেরাই সংবাদ শিরোনাম হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় অন্তত তিনজন নিহত এবং আরও দুজন আহত হন। হেলিকপ্টারটি যাত্রীবাহী বাস দুর্ঘটনার খবর সংগ্রহ করতে গিয়েছিলো। শহরটির অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর বরাত দিয়ে এ খবর জানিয়েছে বিবিসি। সংবাদমাধ্যম এনবিসি লস অ্যাঞ্জেলেস নিশ্চিত করেছে বিধ্বস্ত আকাশযানটি তাদের 'নিউজ চপার ৪'। এটি স্থানীয় সময় মঙ্গলবার চ্যাটসওয়ার্থ এলাকায় একটি মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনার সংবাদ সরাসরি সম্প্রচার করছিল। লস অ্যাঞ্জেলেস ফায়ার ডিপার্টমেন্ট জানায়, দুটি বাণিজ্যিক ভবনের মধ্যবর্তী স্থানে হেলিকপ্টারটি আছড়ে পড়ে। এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

ইঞ্জিনিয়ার সামসুজ্জামানকে বুটেক্স অ্যালামনাই সংবর্ধনা

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় (বুটেক্স)-এর সাবেক শিক্ষার্থীদের সংগঠন বুটেক্স এলামনাই ইউএসএ-এর উদ্যোগে নিউইয়র্কে এক উষ্ণ সংবর্ধনা ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সফররত বিকেএমইএ-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট, মাইক্রো ফাইবার গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিআইপি ইঞ্জিনিয়ার মো. সামসুজ্জামানকে এই বিশেষ সংবর্ধনা জানানো হয়। এক আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে এরপর ৫৬ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে মেজবান

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে মাহফিল ও চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবান অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রোববার জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী (সা.) অর্গানাইজিং কমিটি অব নর্থ আমেরিকা, ইনকের উদ্যোগে এ এরপর ১৩ পৃষ্ঠায়

নিউ ইয়র্কে 'ওয়ার্ল্ড বাংলা মিউজিক'র রিভার ক্রুজ ও মিউজিক্যাল নাইট

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে প্রবাসী বাঙালিদের মন জয় করতে এবং প্রবাসের ব্যস্ত জীবনে বিনোদনের অনন্য ছোঁয়া দিতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 'ওয়ার্ল্ড বাংলা মিউজিক'-এর ব্যতিক্রমী ও রাজকীয় আয়োজন 'ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনা নাইট রিভার ক্রুজ'। গত ১৩ই সেপ্টেম্বর ২০২৬, রোববার সন্ধ্যা ৬:০০ টা থেকে রাত ১২:০০ টা পর্যন্ত নিউ ইয়র্কের কুইন্সে অবস্থিত ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনা থেকে বিলাসবহুল 'স্কাইলাইন প্রিন্সেস' জাহাজে এই মেগা উৎসবের আয়োজন করা হয়। 'ওয়ার্ল্ড বাংলা মিউজিক'-এর প্রেসিডেন্ট ও এরপর ৫২ পৃষ্ঠায়

দ্বিতীয় বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে চলচ্চিত্র আহবান

আজকাল রিপোর্ট

প্রথম নিউ ইয়র্ক বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের সফলতার পর দ্বিতীয় নিউ ইয়র্ক বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-২০২৬ ঘোষণা করা হয়েছে। প্রিয়জন ফিল্মস এবং লেমন স্টুডিও যৌথ সহযোগিতায় রক পেপার সিজার এন্টারটেইনমেন্ট আয়োজন করবে এই বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। সার্বিক সহযোগিতায় থ াকবে আমেরিকান বাংলাদেশি প্রডিউসার অ্যাসোসিয়েশন (এবিপিএ)।

শর্টফিল্ম, ডকুমেন্টারি ফিল্ম, ওয়েব ফিল্ম এবং পূর্ণ দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এই চারটি ক্যাটাগরিতে নির্মিত সকল বাংলা চলচ্চিত্র এখানে প্রদর্শিত হবে। এবং সর্বক্ষেত্রে সেরাদের পুরস্কার প্রদান করা হবে।

এ বিষয়ে নিউ ইয়র্ক বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ২০২৬ এর আহবায়ক প্রযোজক অলিত আহমেদ জানান, আমরা চেষ্টা করছি আমেরিকায় বাংলা চলচ্চিত্রের একটি প্লাটফর্ম এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে মিউজিক্যাল নাইট

আজকাল রিপোর্ট

প্রবাসে বাংলা সঙ্গীত ও সংস্কৃতির চর্চাকে আরও প্রাণবন্ত করার লক্ষ্যে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে 'এ মেসমারাইজিং মিউজিক্যাল নাইট'। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর রোববার সন্ধ্যায় উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে এ সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছে লাইভফিক্টশন এন্টারটেইনমেন্ট। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় দুই সঙ্গীতশিল্পী রায়ান তাজ ও প্রমি তাজ। তাঁদের পরিবেশনায় বিভিন্ন ধারার গান উপভোগের সুযোগ পাবেন নিউইয়র্ক ও আশপাশের এলাকার সঙ্গীতপ্রেমীরা। কুইন্সের এরপর ৫৬ পৃষ্ঠায়

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR INSURANCE
FROM US WITH THE BEST RATE
Our Services
TLC Insurance
Private Auto Ins.
Commercial Auto Ins.
Home & Business Ins.
DMV Express Service
TLC Plate Rent
TLC Base (Black & Green Cab)
Defensive Driving Course Certificate
Business Insurance
NYC Office:
41-05 69th Street,Woodside, NY-11377
Phone: 718-567-5600
www.libertybkg.com

DMV EXPRESS SERVICE
NEW REGISTRATION & PLATE
REGISTRATION RENEWAL
DUPLICATE TITLE
CUSTOM PLATES
VEHICLE TRANSFER
SURRENDER PLATES
TLC NEW APPLICATION
TLC PLATE RENEWAL
NEW YORK
ABC-1234
NEW YORK
T000000C
CONTACT US
+1 718-504-7300
extchallenger@gmail.com
Our Location :
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377

সাপ্তাহিক আজকাল
The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 940 | 18 September 2026

সাহিত্য পাতায় এইচ বি রিতা-এর বিশ্লেষণ হাদির 'আমায় ছিঁড়ে খাও হে শকুন'
>> ১৭ পাতায়

ফিকে হয়ে আসছে ট্রাম্পের দলের বিজয়

আজকাল রিপোর্ট

নভেম্বরের নির্বাচনে ট্রাম্পের দল রিপাবলিক্যান পার্টির বিজয়ের সম্ভাবনা ফিকে হয়ে আসছে। ৩ নভেম্বর নির্বাচন। হাতে সময় ২ মাসেরও কম। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের দাম উর্ধ্বগতি। হাফিয়ে উঠছেন আমেরিকানা। অধিকাংশ জরিপেই এ জন্য দায়ি করছেন ট্রাম্পের ইরান যুদ্ধকেই। কংগ্রেসে রিপাবলিকান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখার লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই সপ্তাহে তাঁর চূড়ান্ত প্রচারভিযান শুরু করেছেন। তিনি দাবি করছেন যে, রিপাবলিকানদের নিয়ন্ত্রণে থাকার সময় যুক্তরাষ্ট্র পণ্যের দাম 'অনেক অনেক কমিয়ে' এনেছে। এই নির্বাচনে জিতলে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক আমেরিকানকে ৫ হাজার ডলার অনুদান দেবার ঘোষণাও দিয়েছেন তিনি। যদিও আমেরিকান রাজনীতি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নির্বাচনের আগে এ ধরনের ঘোষণা অনৈতিক। তা'ছাড়া এতে লাগবে ১ ট্রিলিয়ন ডলার। কংগ্রেসে ঐকমত্য ছাড়া এ ধরনের অনুদান সম্ভাব নয়। এটি কি আসলে নির্বাচনী ট্রাম্পের স্ট্যান্ডবাজি?

আমেরিকান অনেক পরিবার ও ব্যবসায়ির কাছে অর্থনীতিকে অনেক বেশি অস্থিতিশীল বলে মনে হয়েছে। জ্বালানির দাম আকাশচুম্বী হওয়া, গৃহঋণের খরচ বৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতি অস্বস্তিকর মাত্রায় পৌঁছানোর ফলে দেশ সঠিক পথে আছে বলে ট্রাম্পের বারবার দেওয়া আশ্বাসের প্রতি জনগণের ধৈর্যের পরীক্ষা শুরু হয়েছে।এতে ট্রাম্পের জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঝুঁকিকে স্পষ্ট করে তুলেছে। ওয়াশিংটন থেকে জীবনযাত্রার ব্যয় কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েও দীর্ঘকাল ধরে উপেক্ষিত ভোটারদের রোষানলের মুখে পড়তে পারেন তিনি। নভেম্বরের সময় যতই ঘনিয়ে আসছে, প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে পণ্যের দাম ততই বাড়ছে। এর পেছনে মূলত রয়েছে দুই বছর ধরে চলা কঠোর বাণিজ্য-সংঘাত এবং এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

২০ লাখ ডলারে বিক্রি ট্রাম্পের জন্মভিটা

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের কুইন্সের জ্যামাইকা এস্টেটস এলাকার গাছপালা-ঘেরা রাস্তায় উষ্ণ রঙের আভা ও বাদামী ইটের গাঁথুনিযুক্ত সারিবদ্ধ বাড়িগুলোর ভিড়ে টিউডর-শৈলীর বাড়িটি খুব একটা আলাদা করে চোখে পড়ে না। ৫ বেডরুমের এই বাড়িটিতেই ট্রাম্পকে পেটে ধারণ করেছিলেন তার মা। শৈশবটি তার কেটেছে এই বাড়িতেই। ওয়ারহাম প্লেসের এই বাড়িটিই ছিল প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শৈশবের আবাসস্থল। তিনি চার বছর বয়স পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। ২০১৬ সালে ট্রাম্পের প্রথম এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

প্রধানমন্ত্রীর সফরে বিএনপির ব্যস্ততা

'কেউ বোতল মারলে তা তুলে পকেটে রেখে দিন'

আজকাল রিপোর্ট

জাতিসংঘের ৮১তম সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন তারেক রহমানের নিউইয়র্ক সফর সফল করার লক্ষ্যে নানা প্রস্তুতি নিয়েছে নিউইয়র্ক বিএনপির বিভিন্ন সংগঠন। এ এরপর ৫২ পৃষ্ঠায়

সেলিম-আলী পরিষদের ওজন পার্ক নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন

আজকাল রিপোর্ট

আলহাজ্ব বাবর উদ্দিন, চেয়ারম্যান
ছমির উদ্দিন, প্রধান উপদেষ্টা
শাহাব উদ্দিন চৌধুরী, আহবায়ক
আমিনুল হোসেন, সদস্য সচিব
মোহাম্মদ করিম, প্রধান সমন্বয়কারী

বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে এবারের নির্বাচনের অন্যতম শক্তিশালী ও সুসংগঠিত পরিষদ সেলিম-আলী পরিষদের ওজন পার্ক ভোটকেন্দ্রের নির্বাচনী কর্মী সমাবেশ গত ১৪ সেপ্টেম্বর ওজন পার্কের একটি পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

কাদেরসহ ৭ নেতার মৃত্যুদণ্ডের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ও যুগ্ম সাধারন সম্পাদক বাহাউদ্দিন নাসিম সহ ৭ নেতার মৃত্যুদণ্ডের প্রতিবাদে নিউইয়র্কে এরপর ৩৪ পৃষ্ঠায়

আ'লীগ নেতাদের নিয়ে হাসিনার বৈঠকে আপত্তি দিল্লীর

মাসুদ করিম, *ঢাকা থেকে*

দিল্লীতে শেখ হাসিনার সঙ্গে তার দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদের বৈঠকের অনুমতি দেয়নি ভারত। স্থানীয় সময় শুক্রবার আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে এই বৈঠক হওয়ার কথা ছিলো। এতে দলটির প্রেসিডিয়ামের এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় সখ্যতা হুমকির মুখে

ভেঙ্গে যেতে পারের ৭৭ বছরের ন্যাটো জোট

গনতন্ত্র ও আইনের শাসন রক্ষার্থে ইইউ'র মিত্র হবার আশা কানাডিয়ান প্রধানমন্ত্রীর

আজকাল রিপোর্ট

ন্যাটো ও কানাডাকে ঘিরে ইউরোপের সাথে শীতল যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র। ন্যাটোর ওপর ট্রাম্পের চাপ ইউরোপের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন রূপ দিচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভেঙ্গে যেতে পারে ৩২টি দেশের ৭৭ বছরের পুরনো নিরাপত্তা জোট ন্যাটো। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

বিসমিল্লাহ্ পোল্ট্রিতে হালাল লাইভ গোট বিক্রি শুরু

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি দুই যুগের অধিক সময় ধরে হালাল ও ফ্রেশ মাংস সরবরাহে জন্য জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করছে এবং তা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে গরু, হাস, মুরগীসহ এরপর ৫২ পৃষ্ঠায়

Published by SHAH NAWAZ PUBLICATION INC. 71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372. Tel: 646-267-7751, 917-519-1151 Email: ajkalnews@gmail.com